NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ বলছি 'বিজয়া দশমী'র কথা

পুনর্বাসন: রাজ্যকে একহাত অগ্নিমিত্রার ৬

কলকাতা ১ নভেম্বর ২০২৩ ১৪ কার্তিক ১৪৩০ বুধবার সপ্তদশ বর্ষ ১৩৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 1.11.2023, Vol.17, Issue No. 139, 8 Pages, Price 3.00

৫০ দিন পর নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রায় দেড় মাস পর মঙ্গলবার নবান্নে এলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পেন সফরে যাওয়ার আগে ১১ সেপ্টেম্বর শেষ বার নবান্নে এসেছিলেন তিনি। কিন্তু স্পেন সফরে গিয়ে পায়ে ফের পায়ে চোট পাওয়ায় আর নবান্নে আসতে পারেননি। বাড়ি লাগোয়া দপ্তর থেকেই তিনি প্রশাসনিক কাজকর্ম সারছিলেন। ভার্চুয়াল মাধ্যমেই দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করেন। এমনকী, দলীয় মুখপত্র জাগো বাংলার অনুষ্ঠানও বাড়ি থেকেই করেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে গত শুক্রবার রেড রোডে পুজো কার্নিভালের অনুষ্ঠানে সশরীরে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ঘরে থাকলেও প্রশাসন ও দলীয় কর্মসূচির নিয়মিত তদারকি করেছেন বাড়ি থেকেই। অক্টোবরের ২ এবং ৩ তারিখ কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে দিল্লিতে তৃণমূলের আন্দোলন ছিল। সেখানেও যেতে পারেননি। তার পর ৫ অক্টোবর থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজভবনের উত্তর গেটের সামনে ধর্নাতেও ছিলেন না। পুজো উদ্বোধনের সময়ই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন রেড রোডের কার্নিভ্যালে সশরীরে উপস্থিত থাকবেন তিনি। সেই মতো সম্পূর্ণ সুস্থ মুখ্যমন্ত্রী ২৭ অক্টোবর হাজির হন রেড রোডের মঞ্চে। পুজো শেষে অফিস খুলতেই ওয়ার্ক ফ্রম হোমের পার্ট চুকিয়ে নবান্নে ফিরলেন তিনি।

হামাসের সুড়ঙ্গে হামলা

তেল আভিভ, ৩১ অক্টোবর: কয়েক দিন আগেই গাজায় ঢুকে 'গ্রাউন্ড অপারেশন' শুরু করেছে ইজরায়েলি সেনা। হামাসের বেশ কয়েকটি ডেরাও ধ্বংস করে তারা। এ বার হামাস নির্মিত বেশ কয়েকটি সুড়ঙ্গে অভিযান চালায় ইজরায়েল বাহিনী। একটি সুড়ঙ্গ থেকে যুদ্ধবন্দি এক সেনাকে উদ্ধার করে এনেছে তারা। ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্স (আইডিএফ) সূত্রে খবর, উত্তর গাজায় মঙ্গলবার অভিযান চালানো হয়। যুদ্ধবিরতি করা হবে না, প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এ কথা ঘোষণা করার পরই হামলা আরও জোরদার করা হয় উত্তর গাজায়। মঙ্গলবারেও হামাসের বেশ কয়েকটি ডেরা ধ্বংস করা হয়েছে বলে দাবি আইডিএফের। এই অভিযানে বেশ কয়েকটি সুড়ঙ্গে হামলা চালিয়ে যুদ্ধবন্দি এক ইজরায়েলি সেনাকেও উদ্ধার করা হয়েছে।

সিঙ্গুর রায় নিয়ে আইনি পরামর্শ নিতে শুরু করেছে রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিঙ্গুর নিয়ে টাটা গোষ্ঠীকে ক্ষতিপূরণের বিষয়ে যে নির্দেশ দিয়েছে সালিশি আদালত (আর্বিট্রাল ট্রাইব্যুনাল), সেই নির্দেশকে কি চ্যালেঞ্জ করতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। রাজ্য প্রশাসন সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে আইনি পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে। রাজ্য প্রশাসনের একাধিক শীর্ষ আমলা মঙ্গলবার আইনজীবীদের সঙ্গে পরামর্শ শুরু করেছেন। তবে এই নির্দেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা করা হবে, না কি সুপ্রিম কোর্টে যাওয়া হবে, সে বিষয়েও আলোচনা চলছে বলে সূত্রের খবর।

প্রসঙ্গত, টাটা মোটরসকে ৭৫৬.৭৮ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে বলে সোমবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্পোন্নয়ন নিগমকে নির্দেশ দিয়েছে সালিশি আদালত। সেই নির্দেশের প্রেক্ষিতে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জে একটি বিবৃতি জারি করে টাটা গোষ্ঠী। সেখানে তারা জানিয়েছে, '২০২৩ সালের ৩০ অক্টোবর তিন সদস্যের সালিশি আদালতে সিঙ্গুরে অটোমোবাইল কারখানা মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে। সর্বসম্মত ভাবে ট্রাইব্যুনাল, টাটা মোটরসকে ৭৬৫.৭৮ কোটি টাকা দিতে বলেছে। সেই সঙ্গে, ২০১৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে পুরো ক্ষতিপূরণ পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত ১১ শতাংশ হারে সুদ দিতে বলা হয়েছে।'

আইন বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, সালিশি আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আদালতে আবেদন করার রাস্তা সবসময়েই খোলা রয়েছে। কিন্তু আবেদন করতে গেলে রাজ্য সরকারকে মোট প্রদেয় অর্থের ৫০ শতাংশ জমা দিতে হবে। সেই অঙ্কটিও নেহাত কম নয়। দ্বিতীয়ত, সালিশি আদালতের রায় বিচারবিভাগীয় আদালত নাচক করে দিয়েছে, এমন সাধারণত হয় না। সেই সম্ভাবনা ক্ষীণ বলেই মনে করছেন আইনজ্ঞদের একাংশ। যদিও তা যে একেবারেই হবে না, তেমনটাও তাঁরা বলছেন না। তবে আইন বিশারদদের মতে, সিঙ্গুর একটি 'জটিল' মামলা। জমি অধিগ্রহণের বিষয়টি নিয়ে জমিদাতা এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে টানাপড়েন চলছিল। তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার জমি অধিগ্রহণ করেছিল। ফলে তারাই জমির একচ্ছত্র মালিক ছিল। তারা টাটাকে জমি বিক্রি করে। তার পরে রাজ্য সরকারই আবার জমি ফেরত চায়।

ইডি-জেরায় সহযোগিতা করছেন না জ্যোতিপ্রিয়

দাবি আধিকারিকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক যে দিন গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, সে দিন প্রথম এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র সিজিও দপ্তরে ডেকে জেরা করা হয়েছিল। সেই থেকে চার দিন সিজিও দপ্তরে হাজিরা দিলেন মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ অমিত দে। ইডি সূত্রে খবর, জ্যোতিপ্রিয়ের দপ্তরে বাকিবুর ছাড়া আর কারা আসতেন, কী করতেন, মঙ্গলবার এ সব অমিতকে জিজ্ঞেস করে থাকতে পারেন ইডির আধিকারিকেরা।

ইডি হেপাজতে রয়েছে বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। রেশন বণ্টন দুর্নীতিতে গ্রেপ্তার হওয়ার পর এই প্রথম ইডি-র জেরার মুখে পড়লেন তিনি। ইডি সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সারাদিনে তাঁকে একবারই জেরা করেছেন গোয়েন্দারা। তবে জিজ্ঞাবাসাদে মন্ত্রী একেবারেই সহযোগিতা করছেন না বলে দাবি গোয়েন্দাদের। ইডি সূত্রে খবর, আলাদা একটি ঘরেই রাখা হয়েছে বনমন্ত্রীকে। জেরা করার সময় অন্য একটি রুমে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। গোয়েন্দাদের দাবি, বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর তিনি সুকৌশলে এড়িয়ে যাচ্ছেন।

মঙ্গলবার সকালেই ইডির জেরার মুখোমুখি হতে হয় তাঁকে। মেরুন ডায়েরি থেকে শুরু করে উঠে আসে একাধিক প্রসঙ্গ। ইডি সূত্রে খবর, জেরায় জ্যোতিপ্রিয় দাবি করেছেন, তিনি কিছুই জানেন না। সবটা তাঁর প্রাক্তন আপ্ত সহায়ক অভিজিৎ দাস জানে। এর পরই তাঁকে তলব করে ইডি। এদিনই তিনিও হাজিরা দেন। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে একাধিক তথ্য পেয়েছে ইডি, এমনটাই সূত্রের খবর।

মঙ্গলবার, চতুর্থ দিন ইডির দপ্তরে হাজিরা দিলেন অমিত। সোমবার রাতেই হাসপাতাল থেকে জ্যোতিপ্রিয়কে হেপাজতে নিয়েছে ইডি। আদালতের নির্দেশে রেশন দুর্নীতিকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে ১০ দিন ইডির হেপাজতে সিজিও কমপ্লেক্সে থাকবেন তিনি।

গত বৃহস্পতিবার জ্যোতিপ্রিয়ের সল্টলেকের দু'টি বাড়ি, নাগেরবাজারের পৈতৃক বাড়ির পাশাপাশি অমিতের বাড়িতেও হানা দিয়েছিল ইডি। তখন নাগেরবাজারে অমিতের তিনটি ফ্ল্যাট তালাবন্ধ ছিল। অমিত সপরিবার পুরীতে ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন। এরপর ভুবনেশ্বর থেকে তিনি বিমান ধরে ফিরে আসেন। বিমানবন্দর থেকে তাঁকে গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে আসে ইডি। তারপর ফ্ল্যাটের দরজা খুলিয়ে চলে তল্লাশি। তখন জানা যায়, অমিত মন্ত্রী 'আপ্তসহায়ক'। যদিও অমিত নিজে সে কথা অস্বীকার করেছেন।

ফের রক্তাক্ত মণিপুর, খুন পুলিশকর্মী

ইম্ফল, ৩১ অক্টোবর: ফের রক্ত ঝরল হিংসাদীর্ণ মণিপুরে। জঙ্গিদের গুলিতে মৃত্যু হল এক পুলিশ আধিকারিকের। এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন সেরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এন বিরেন সিং। অপরাধীদের খুঁজে দ্রুত শাস্তি দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

পিটিআই সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সকালে মণিপুরের সীমান্তবর্তী মোরেহ শহরে ঘটনাটি ঘটে। মৃত চিংথাম আনন্দ মোরেহর সাব ডিভিশনাল অফিসার পদে কর্মরত ছিলেন। এদিন চিংথাম শহরের উত্তরাঞ্চলে নির্মীয়মাণ হেলিপ্যাড পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। সেই সময় তাঁর উপর হামলা করে আততায়ীরা। গুলি করে করা হয় তাঁকে। আহত অবস্থায় তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। দুষ্কৃতীদের খুঁজতে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে পুলিশ।

এই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বিরেন সিং। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, 'ঘটনার কথা শুনে আমি মর্মাহত। আজ সকালে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা হয়েছে এসডিপিও চিংথাম আনন্দকে। তাঁর কাজের প্রতি নিষ্ঠা ও সাধারণ মানুষকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। অপরাধীরা উচিত শাস্তি পাবে।'

উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই মণিপুরে শান্তি ফিরছে বলে জানিয়েছিল বিরেন সিংয়ের সরকার। কিন্তু বাস্তব চিত্র অন্য কথা বলছে। সেপ্টেম্বর মাসেই নিজের বাড়ি থেকে অপহরণ করা হয় থাংথাং কম নামে এক সেনাকর্মীকে। মাথায় গুলি করে খুন করা তাঁকে। গত ছয় মাস ধরে কুকি-মেতেই গোষ্ঠী হিংসায় জ্বলছে মণিপুর। এখনও সেখানে প্রাণহানির ঘটনা ঘটছে।

কাশ্মীরে জঙ্গিদের গুলিতে ফের প্রাণ গেল পুলিশকর্মীর

শ্রীনগর, ৩১ অক্টোবর: কাশ্মীরে ফের জঙ্গি হামলা। এবার জঙ্গিদের গুলিতে প্রাণ গেল এক পুলিশকর্মীর। এই নিয়ে গত ৩ দিনে টার্গেট কিলিংয়ের শিকার হলেন তিনজন। তাঁদের মধ্যে দু-জন পুলিশকর্মী। অন্যজন পরিযায়ী শ্রমিক। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে নিহত পুলিশকর্মীর নাম গুলাম মহম্মদ দার। তিনি নিজের বাড়ির কাছে অজ্ঞাত আততায়ীদের গুলি গুরুতর আহত হন। দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। প্রয়াত গুলাম জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের হেড কনস্টেবল ছিলেন। এর আগে রবিবার পুলিশকর্মী মসরুর আহমেদ ওয়ানির উপর হামলা চালানো হয়। ইদগাহর মাঠে ক্রিকেট খেলছিলেন তিনি। সেই সময় তাঁকে গুলিতে ঝাঁজরা করে দেয় জঙ্গিরা। এর পর সোমবার পুলওয়ামার তুমচি নওপারা এলাকায় উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা মুকেশ সিং নামের এক পরিযায়ী শ্রমিককে গুলি করে জঙ্গিরা। হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর। এবার প্রাণ গেল আর এক পুলিশকর্মীর। পর পর তিনদিনে প্রাণ হারালেন তিনজন। জঙ্গিদের দৌরাত্ম্যে রক্তাক্ত হয়েই চলেছে ভূস্বর্গ। পরিস্থিতির মোকাবিলায় সোমবার থেকেই গোটা কাশ্মীরে পুলিশ ও সেনা তৎপরতা বাড়ানো হয়েছে। ভূস্বর্গের রাস্তার প্রতিটি গাড়িতে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। শ্রীনগরের সমস্ত প্রধান সড়কের মোড়ে এবং শহর থেকে বাইরে বেরনোর পথগুলিতে বিশেষভাবে সক্রিয় পুলিশ। জঙ্গি দমনে মরিয়া সেনাও।

ইডেনেই বিশ্বকাপের দৌড় শেষ বাংলাদেশের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপে এই প্রথম বিদায় নিল কোনও দেশ। বিশ্বকাপের দৌড় থেকে ছিটকে গেল বাংলাদেশ। এ বারের প্রতিযোগিতার প্রথম বিদায়ঘণ্টা বাজল কলকাতাতেই। ইডেনে পাকিস্তানের কাছে হেরে শেষ চারের দৌড় থেকে বেরিয়ে গেলেন শাকিব আল হাসানেরা। মোট সাতটি ম্যাচ খেলে বাংলাদেশের পয়েন্ট হল ২। আর কোনও অঙ্কেই তাদের পক্ষে প্রথম চারে থাকা সম্ভব নয়। ফলে শাকিব আল হাসানদের শেষ দু'টি ম্যাচ এখন তাদের কাছে স্রেফ নিয়মরক্ষার। আগামী সোমবার দিল্লিতে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে এবং ১১ নভেম্বর পুনেতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলবে বাংলাদেশ। তাদের কাছে এই দু'টি ম্যাচ গুরুত্বহীন। তবে শেষ চারে যাওয়ার লড়াইয়ে অস্ট্রেলিয়া এবং শ্রীলঙ্কার কাছে এই দু'টি ম্যাচেরই গুরুত্ব থাকতে পারে। এখন পয়েন্ট তালিকায় চার নম্বরে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া। ছয় ম্যাচ খেলে তাদের পয়েন্ট ৮। ফলে ২ পয়েন্টে থাকা বাংলাদেশ তাদের শেষ দু'টি ম্যাচ জিতলেও ৬ পয়েন্টের বেশি পাবে না। সেই কারণেই বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিল বাংলাদেশ।

বিস্তারিত খেলার পাতায়

২ নভেম্বর এথিক্স কমিটির সামনে হাজির হবেন মহুয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী ২ নভেম্বর লোকসভার এথিক্স কমিটিতে হাজিরা দেবেন সাংসদ মহুয়া মৈত্র। মঙ্গলবার বিকেলে তা জানিয়ে কমিটির চেয়ারম্যান বিনোদ সোনকরকে চিঠি দিয়েছেন তিনি। তবে পাশাপাশিই সেই চিঠিতে কিছু আক্রমণাত্মক বক্তব্যও পেশ করেছেন তৃণমূল সাংসদ। মহুয়া চিঠিতে লিখেছেন, তিনি এথিক্স কমিটির সম্মানার্থে ওই দিন সকাল ১১টায় হাজিরা দেবেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তীব্র প্রতিবাদও জানিয়েছেন।

লোকসভার এথিক্স কমিটি সূত্রের খবর, চেয়ারম্যান সোনকরকে লেখা চিঠিতে মহুয়া জানিয়েছেন, এটা দেখে তিনি বিস্মিত হচ্ছেন যে, তাঁর অনুরোধ সত্ত্বেও কমিটি কার্যত তাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করে তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছে। তিনি সমনের সম্মানার্থে ওই দিন হাজিরা দেবেন। কিন্তু ওই ধরনের মনোভাবের তীব্র প্রতিবাদও জানিয়ে রাখছেন।

গত ২৬ অক্টোবর বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে এবং মহুয়ার প্রাক্তন বান্ধব জয় দোহাদ্রাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে এথিক্স কমিটি। এখন দেখার ২ নভেম্বর মহুয়াকে কী বলে কমিটি।

মহুয়া তাঁর চিঠিতে লিখেছেন, লোকসভার এথিক্স কমিটি গত দু'বছর ধরে একটিও বৈঠক করেনি! কিন্তু এই ক্ষেত্রে কমিটি এত দ্রুততা দেখাচ্ছে। সেই 'গতি' নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। পাশাপাশি, কমিটিকে তার লদণরেখাও মনে করিয়ে দিয়েছেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ। কমিটি সূত্রের খবর, তিনি লিখেছেন, এথিক্স কমিটি কোনও ফৌজদারি বিষয়ক তদন্ত করতে পারে না। তার জন্য পৃথক কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা রয়েছে। মহুয়ার আরও অভিযোগ, সংসদে কেন্দ্রের শাসকদলের যে গরিষ্ঠতা রয়েছে, ক্রমাগত তার অপব্যবহার হচ্ছে। কমিটির ক্ষেত্রেও ঠারেঠোরে সেই অভিযোগ তুলেছেন তৃণমূল সাংসদ।

নিজের চিঠিতে মোট ৯টি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন মহুয়া। তার মধ্যেই রয়েছে যে, তিনি কমিটির সামনে তাঁর প্রাক্তন বান্ধব জয় দেহাদ্রাই এবং দুবাইয়ের ব্যবসায়ী দর্শন হীরানন্দানিকে প্রশ্ন করতে চান। মহুয়া লিখেছেন, তাঁর প্রাক্তন বান্ধব জয় কমিটির সামনে হাজির হয়ে যা বলেছেন, তাতে তিনি তাঁর সম্পর্কে করা কোনও অভিযোগের পক্ষে কোনও লিখিত বা মৌখিক তথ্যপ্রমাণ দিতে পারেননি। নিজের মৌলিক অধিকার এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থে মহুয়া তাঁকে প্রশ্ন করতে চান। তৃণমূল সাংসদ আরও লিখেছেন, তিনি তাঁর বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত হলফনামা প্রদানকারী দর্শন হীরানন্দানিকেও প্রশ্ন করতে চান। কারণ, তিনিই হলেন সেই তথাকথিত ঘুষ প্রদানকারী ব্যক্তি। কমিটির চেয়ারম্যান সোনকরকে লেখা চিঠিতে তার পরেই মহুয়া লিখেছেন, তাঁর অনুরোধ, তাঁকে ওই দু'জনকে প্রশ্ন করতে দেওয়া হবে কি হবে না, তা যেন কমিটি লিখিত ভাবে তাঁকে জানায়। ওই দু'জনকে তাঁকে প্রশ্ন করতে না দিলে গোটা তদন্ত প্রক্রিয়াই 'অসমাপ্ত এবং অন্যায়' বলে প্রমাণিত হবে।

অ্যাপলে হ্যাকিংয়ের সতর্কবার্তা, তদন্তের নির্দেশ কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর: মহুয়া মৈত্র-সহ দেশের কিছু বিরোধী নেতার আইফোনে 'রাষ্ট্রের মদতে হ্যাকিং'য়ের সতর্ক বার্তা পাঠিয়েছে অ্যাপল! সেই বার্তা কেন পাঠানো হল, তা জানতে তদন্তের নির্দেশ দিল কেন্দ্র। মঙ্গলবার যখন অ্যাপলের ওই সতর্কবার্তা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দল বিজেপিকে একের পর এক তোপ দাগছেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি-সহ বিরোধীরা, তখনই এ কথা জানান কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। বিরোধীদের আক্রমণের জবাবে তিনি পাল্টা আক্রমণ করে বলেন, 'বিরোধীরা সমালোচনার অজুহাত খুঁজতে থাকেন। কেন্দ্রকে আক্রমণ করার কোনও বড় কারণ না পেয়ে এখন হ্যাকিং নিয়ে সুর চড়াচ্ছেন তাঁরা।' তবে একই সঙ্গে মন্ত্রী জানিয়েছেন, 'অ্যাপলের ওই সতর্কবার্তা শুধু ভারতে নয়, আরও অন্তত ১৫০টি দেশে গিয়েছে। কেন ওই সতর্কবার্তা এল, তা জানতে বিশদ তদন্তের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।' মঙ্গলবার সকালে আইফোন হ্যাকিং সংক্রান্ত সতর্কবার্তা পাওয়ার কথা প্রথম সমাজমাধ্যমে জানান তৃণমূল সাংসদ মহুয়া। পরে জানা যায়, একা মহুয়া নন, তাঁর সঙ্গে শিবসেনার মুখপাত্র প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদী, কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর, আপ সাংসদ রাঘব চাড্ডা, সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব, সিপিএম সাংসদ সীতারাম ইয়েচুরি এবং কংগ্রেসের কে সি বেণুগোপাল, পবন খেরাও অ্যাপলের থেকে ওই সতর্কবার্তা পেয়েছেন।

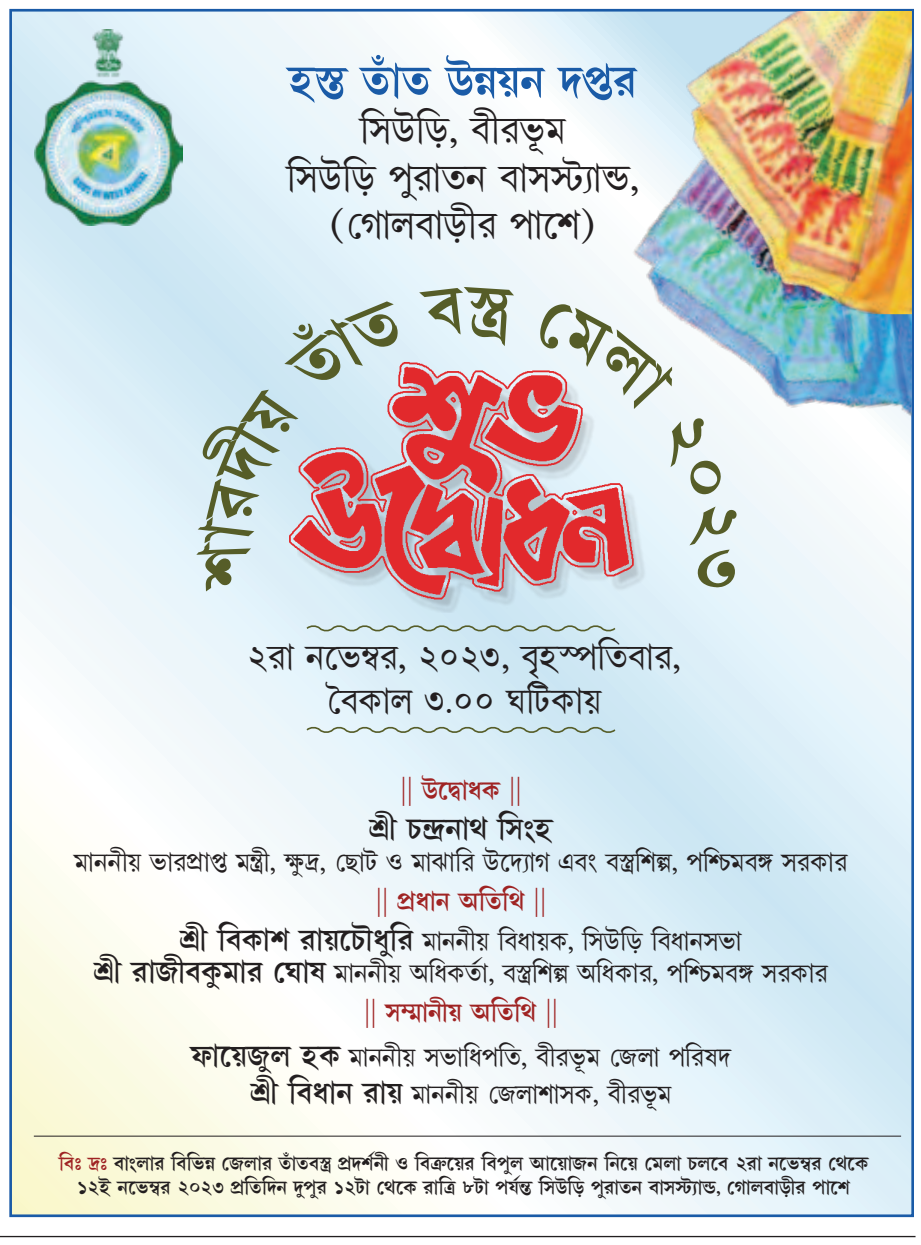

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ৩০/১০/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৬৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Purnima Khan W/o. Shahnawaz Khan ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Shankar Mali ও Shankar Malay Kurwan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৬/১০/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৩১১ নং এফিডেভিট বলে Mosihur Rahaman S/o. Shaikh Abdur Rahaman ও Masihur Rahaman S/o. S. A. Rahaman সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৬/১০/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৩১০ নং এফিডেভিট বলে Hidayet Ali Sekh S/o. Haji Sekh Morad Ali ও Sk. Hidayet Ali Sekh S/o. M. Sekh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩০/১০/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬৩৪১ নং এফিডেভিট বলে Firoz Uddin Mondal S/o. Hafizuddin Mondal ও Sekh Firozuddin Mondal S/o. Sekh H. Mondal সাং সমসপুর, ধনিয়াখালি, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩০/১০/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬৩৪৩ নং এফিডেভিট বলে Sekh Rejaul Haque S/o. Sekh Haydar Ali ও Sk. Rejaul Haque S/o. H. Ali সাং হেদিয়াপোতা, মগড়া, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩০/১০/২৩ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৫৯৪৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Feroj Hossain S/o. Kaisar, Firoj Hossain S/o. Kaisar Ali, & Firoj Hossain S/o. Sk. Kaysar Rahaman, Firoz Hossain S/o. Sk Kaysar of Dwarpara, Panchpara, Balagarh, Hooghly-712501, W.B. সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম-পদবী

গত ৩০/১০/২৩ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৫৯৪৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Kaisar S/o. Sk. Mihilal, Kaisar Ali S/o. Sk. Mihilal, Sk. Kaysar Rahaman S/o. Sk. Mihilal, Kaysar Rahaman S/o. Sk. Mihilal & Sk. Kaysar S/o. Sk. Mihilal of Dwarpara, Panchpara, Balagarh, Hooghly-712501, W.B. সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম-পদবী

গত ১৬/১০/২৩ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৫৮৩৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Deepa Chakraborti W/o. Sisir Chakraborti & Dipa Chakrabarti W/o. Sisir Chakrabarti of 442 Markunda Lane, Kamarpara Road, Chinsurah, Hooghly-712101, W.B., উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার কন্যা Swati Chatterjee W/o. Shuvam Chatterjee।

নাম-পদবী

গত ১৬/১০/২৩ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৫৮৩৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Sisir Chakraborti S/o. Chittaranjan Chakrabarti & Sisir Chakrabarti S/o. Chittaranjan Chakrabarti at 442 Markunda Lane, Kamarpara Road, Chinsurah, Hooghly-712101, W.B., উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার কন্যা Swati Chatterjee W/o. Shuvam Chatterjee।

নাম-পদবী

ভুলবশতঃ সার্ভিস বুকে আমার নাম Suvankar Chakraborty -এর বদলে Subhankar Chakraborty আছে। গত ১২/০৯/২০২৩ বারাসাত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে Suvankar Chakraborty (পিতা মৃত চিত্তরঞ্জন চক্রবর্ত্তী) এবং Subhankar Chakraborty (পিতা মৃত চিত্তরঞ্জন চক্রবর্ত্তী) এক ও অভিন্ন ব্যক্তিরূপে পরিচিত হলাম।

CHANGE OF NAME

Vide Affidavit (no 16238) Dated 16/10/2023 before the LD Executive Magistrate, Serampore Court. I, Parimal Kanti Datta S/O Late Anil Kumar Datta R/O flat No 402, Sweety Villa 83 Mukherjee Para Lane PO & PS-Serampore-Dist. Hooghly 712201, declare that Parimal Kanti Datta and Parimal Datta both are same and one identical person.

E-Tender

E- Tenders Invited By The Prodhan, Karimpur -I Gram Panchayat (Under Karimpur- I Panchayat Samity), Karimpur, Nadia. **N.I.T No - E12/KGP-I/2023-24, E13/KGP-I/2023-24, E14/KGP-I/2023-24, E15/KGP-I/2023-24, E16/KGP-I/2023-24.** Last date of submission **10/11/2023 up to 5p.m.** For details please contact to the Office or visit **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/-Prodhan,
Karimpur -I Gram
Panchayat.**

CHANGE OF NAME

I, **SHYAMAL KUMAR NAIKEL**, son of Late Hari Pada Naikel, presently residing at Ramakrishna Math, Headquarters, P.O. Belur Math, Dist. Howrah, West Bengal-711202, henceforth, vide an Affidavit No. 6329 dated 19.9.2023, sworn before the Executive Magistrate I-Class, Howrah, shall be known as **SWAMI JITASANGANANDA.**

CHANGE OF NAME

I Kuhelika Sarkar W/o Sovan Paul, D/o Suren Sarkar, Residing at BF-7/3 Deshbandhunagar, Baguiati, Kolkata-700059 declare that Kuhelika Sarkar and Kuhelika Paul is the same and one identical person in a vide affidavit No.1586/23 before the Notary Public at Barasat on 29/09/2023.

CHANGE OF NAME

I, RIAJUDDIN SEKH S/O Late Abdur Rahim Sk. resident of Vill + PO - Chandi, PS- Bishnupur, Dist - South 24 Pgs hereby declare vide affidavit filed before the court of 1st class Judicial Magistrate at Alipore, Kolkata dated 16.09.2020 that my actual and correct name is RIAJUDDIN SEKH but in my Aadhar and Voter cards, my name is recorded as RIAJUDDIN SK./SEKH but inadvertently in my school certificates, ration card, property deeds, my name has been recorded as REAJUDDIN SK. and RIYAJUDDIN SK. and in all the records of my wife and children like their Voter cards, Aadhar cards and Ration cards, my name has been recorded as RIYAJUDDIN SK. That RIAJUDDIN SEKH, REAJUDDIN SK. and RIYAJUDDIN SK. is the same and one identical person.

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১ লা নভেম্বর । ১৪ ই কার্তিক । চতুর্থী তিথী। জন্মে বৃষ রাশি। অষ্টোত্তরী রবির মহাদশা ও বিংশোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই ।

মেষ রাশি : শুভদিন। সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ, পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। সন্তানের বিদ্যালয়ে নিয়ে যে সমস্যা ছিল, সেটা মিটে যাবে। গৃহ শিক্ষকের আচরণে, যে ঘটনাটি ঘটেছিল তাও মিটে যাবে। উর্ধ্বোদন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির যোগ। বাণিজ্য ও শুভ দিন তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা। নতুন যোগাযোগের দ্বারা দোকান ভূমি সম্পত্তি বিষয় সুখ বৃদ্ধি। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃষ রাশি : আজ বুধবার সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি চলা উচিত। পরিবার পরিজন বন্ধু-বান্ধবের থেকে দুঃখ প্রাপ্তির দিন। প্রেমিকের কথায় বিতর্ক তৈরি হবে। প্রেমে দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। পরিবারে প্রবীণ নাগরিকের কথা নিয়ে বিতর্ক। পরিবারের স্বামী স্ত্রীর দ্বন্দ্ব। বাণিজ্যে অর্থ লাভের পথ আটকে যাবে। আজ বিদ্যার্থীদের জন্য দুশ্চিন্তা। সতর্ক থাকা উচিত ধৈর্য রাখলে শুভ। নিমন্ত্রণ বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে শরীর খারাপের প্রবল সম্ভবনা। হজম সংক্রান্ত কোনো সমস্যা বৃদ্ধি পাবে। ওম নামো শিবায় বলুন এগিয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : আজ শুভ দিন ।শুভ যোগাযোগের দ্বারা কর্মে অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা। চিন্তা করে ভেবে কথা বললে, দাম্পত্যেও সুখ। বৃদ্ধ দ্বারা কোন শুভ সম্পর্ক তৈরি হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য খুবই শুভ দিন। উচ্চ বিদ্যা যোগে যারা চেষ্টা করছেন তাদের সফলতা নিশ্চিত বাণিজ্যে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল দোকান ব্যবসা করেন যারা তাদেরও লাভ-প্রাপ্তির দিন। হর হর মহাদেব বলুন এগিয়ে চলুন।

কর্কট রাশি : দাম্পত্য কলহ থাকবে। নারীর বুদ্ধির দ্বারা যে সমস্যা মুক্তির পথ দেখেছিলেন, আজ তা দুশ্চিন্তায় ভরা থাকবে। কর্মে বিভ্রান্তিকর অবস্থা থাকবে। সকাল বেলায় কোন প্রতিবেশী দ্বারা বিতর্কের সম্ভাবনা। সতর্ক থাকা। ধৈর্য ধরা। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদের ধৈর্য রাখতে হবে। দেবী মাহা লক্ষ্মীর পুজো করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : আজ বুধবার সতর্ক থাকুন আজকের দিন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র প্রবল আকার ধারণ করতে পারে। যে প্রভাবশালী মানুষ কথা দিয়েছিলেন যে, আপনার কাজটা করে দেবেন, তিনি কথা রাখতে পারলেন না, বলে কিছু সমস্যা তৈরি হবে। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমিক যুগলের মধ্যে আজ বিতর্ক দানা বাঁধবে, পরিবারে এক নারীকে কেন্দ্র করে। যারা নতুন ব্যবসা শুরু করবেন ঠিক করেছেন তারা একটু ধৈর্য ধরুন। নারায়ণ শ্রী বিষ্ণু স্তোত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : সম্প্রতি ছোট ভ্রমণে যাওয়ার জন্য পরিবারে, অশান্তির বাতাবরণ তৈরি হবে। যে ছোট ভ্রমণে যাওয়া হয়েছিল তাকে কেন্দ্র করে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। বিতর্কিত কোন মানুষের দ্বারা কষ্টপ্রাপ্তি। দুঃখ প্রাপ্তি। বাড়িতে জল কল আলো এই বিষয়ে সঠিক মিস্ত্রির প্রয়োজন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ নয়। প্রেমিক যুগল ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিবাদ বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়বেন। গণেশ স্তোত্রম পাঠ করলে উপকৃত হবেন।

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। সন্তানের সাফল্যে আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে কোনো ছোট অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা। ছোট ভ্রমণের পরিকল্পনা। সুখ -বৃদ্ধি। স্বজন বান্ধব দারা শান্তির বাতাবরণ ।বাণিজ্যে অর্থবৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। বাস্তু কৃষি জমি বিষয় কাজ করেন, তাদের হঠাৎ অর্থ প্রাপ্তি আয় বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। পরিবারে বয়োজ্যেষ্ঠদের মতামত নিন এগিয়ে চলুন হর হর মহাদেব বলুন। এগিয়ে চলো।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বুধবার মানসিক শান্তি পাওয়া যাবে। আজ সুখের দিন। যারা বেতনভুক কর্মচারী তারা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের, কিছু সহযোগিতা নিশ্চয়ই পাবেন। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদের পুরাতন বান্ধব, প্রতিবেশী দ্বারা সহযোগিতা প্রাপ্তির দিন। পরিবারের দাম্পত্য শান্তি। প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি বিদ্যা যোগ শুভ। শিক্ষকের যে আচরণে কষ্ট পেয়েছিলেন আজ সেখানে শান্তির বাতাবরণ। দেব-দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদান করুন শুভ হবে।

ধনু রাশি : সকালের দিকে সতর্কতা অবলম্বন করুন। প্রতিবেশীর দ্বারা বিবাদ বিতর্ক। বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত পরিবারে এক অশান্তির বাতাবরণ।ওম্ শান্তি, ওম শান্তি, ওম শান্তি ,উচ্চারণ করে ধৈর্য রাখলে সন্ধ্যার পর সম্মান প্রাপ্তি। বাণিজ্যের নতুন পথের সন্ধান। অর্থপ্রাপ্তি। বাড়ি জমি বাস্তু নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার দাম্পত্যের ভুল বোঝাবুঝি চলবে। ধৈর্য রাখলে উচ্চ বিদ্যা নিয়ে যারা পড়াশোনা করছেন, তাদের শুভ হবে। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে তুলসী পত্র প্রদান করুন। নিশ্চয়ই শুভ হবে ।

মকর রাশি : পরিবেশ, ববাড়ি বাস্তু শুভ। আজ সচেতন থাকা ভালো। পরিবারের অনাত্মীয় দ্বারা কিছু বিতর্কের তৈরি হবে। পরিবারে দুটি বা তিনটি সন্তান থাকলে তাদের একজনকে নিয়ে কিছু বিতর্ক তৈরি হবে। যা পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ আনবে। যাদের বাড়িতে ভাড়াটিয়া আছে কিছু বিতর্কের সম্ভাবনা তাদের সাথে। দেব দেব মহাদেবের চরণে বিল্বপত্র প্রদান করুন, শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : আজ প্রতিভার স্বীকৃতি ১লা নভেম্বর । কর্মে শান্তির বাতাবরণ কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় কর্মে উন্নতির সম্ভাবনা প্রবল। বাণিজ্য অর্থ-প্রাপ্তির প্রবল। যারা ইলেকট্রনিক্স ইলেকট্রিক্যাল কর্মে আছেন, তাদের শান্তির বাতাবরণ। দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে স্বপ্ন পূরণের সম্ভাবনা। ধৈর্য সহ, কথা কম বলে ,অন্যের কথাকে মান্যতা দিলে, নিশ্চয়ই শুভ বৃদ্ধি হবে।

মীন রাশি : নতুন ব্যবসায়িক কোনো বড় চুক্তির সম্ভাবনা। ধৈর্য রাখলে আজ অর্থ বৃদ্ধি র সম্ভাবনা। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। সকাল বেলায় প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির যোগ। পরিবারের সন্তানের সফলতা। পরিবারে প্রবীণ নাগরিকের কথার মর্যাদা দিলে শুভ। দুর্গা বা কালি শক্তি মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্বলন করুন ,শুভ হবে।

**(সাহিত্যিক বিভূতি ভুষন বন্দোপাধ্যায়ের প্রয়ান দিবস।
নীলদর্পন স্রষ্টা দীনবন্ধু মিত্র র তিরোধান দিবস)**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

পেঁয়াজের দামে ফাটকাবাজি রুখতে বাজারে নামছে টাস্ক ফোর্স

নিজস্ব প্রতিবেদন: পেঁয়াজের দামের ঝাঁঝে চোখে জল বাংলার মানুষের। প্রতি কেজি পেঁয়াজের দাম ছুঁয়েছে ৮০ টাকা। মানুষ পেঁয়াজ কিনবে নাকি অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনবে কপালে চিন্তার ভাঁজ। সাধের পেঁয়াজ যেন নিলামে বিকোচ্ছে। তবে এত দাম কি করে বাড়ল প্রশ্ন উঠছে। এই পরিস্থিতিতে দামে ফাটকাবাজি রুখতে বাজারে অভিযানে নামছে টাস্ক ফোর্স। একই সঙ্গে কয়েকদিনের মধ্যে পেঁয়াজের দাম কমবে বলে আশ্বস্ত করছেন ব্যবসায়ীরা।

মহালয়ার আগে পেঁয়াজের দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৭০ টাকা প্রতি কেজি। পুজোর সময় দাম কিছুটা আয়ত্তে আসলেও লদীপুজো মিটতেই ফের দাম বেড়েছে। সোমবার পেঁয়াজের দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রতি কেজি ৮০ টাকা। মজুত থাকা পেঁয়াজ শেষ হতে চলেছে। নতুন করে মজুত থাকা পেঁয়াজ বাজারে আসলে বেশি দামেই কিনতে হবে বলে আশঙ্কা। কেন এই দাম বেড়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছেই।

মহারাষ্ট্রে রবি মরশুমে উৎপন্ন পেঁয়াজের মজুত শেষ হতে চলেছে। খারিজ মরশুমের পেঁয়াজ এখনও বাজারে আসেনি। পশ্চিমবঙ্গে পেঁয়াজের চাহিদার ৩৩ শতাংশ মেটায় সুখ সাগর পেঁয়াজ। তাও এখনও রাজ্যের রাজ্যের কিষাণ মান্ডিতে পৌঁছায়নি। অন্যদিকে, নাসিকের পেঁয়াজের যোগানে সংকট তৈরি হয়েছে। তাই কে বা কারা ফাটকাবাজি করে দাম বাড়াচ্ছে তা দেখতে কলকাতার বাজারে অভিযান শুরু করছে এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের টাস্ক ফোর্স। একই সঙ্গে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহের পরে পেঁয়াজের দাম পাইকারি বাজারে ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ কমতে পারে বলে দাবি করেছেন ব্যবসায়ীরাও। রাজ্যের বাজার দর নিয়ন্ত্রণে গঠিত টাস্ক ফোর্সের সদস্য কমল কুমার দের আশ্বাস, কালীপুজোর আগে কলকাতা ও জেলার খুচরো বাজারে কমতে পারে পেঁয়াজের দাম। রবি মরশুমে উৎপন্ন ও সংরক্ষিত পেঁয়াজই এখন বাজারে আসছে। তার মজুত ভাণ্ডার কমে গিয়েছে। ফলে সরবরাহে কিছুটা ভাটা পড়েছে বলে ব্যবসায়ী মহলের বক্তব্য। মহারাষ্ট্র, কর্নাটক, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে বর্ষাকালে যে পেঁয়াজের চাষ হয়, তা এইসময় মাঠ থেকে বাজারে আসতে শুরু করে। কিন্তু এবার নতুন পেঁয়াজ আসতে দেরি হচ্ছে। সেগুলি বাজারে আসার পরই পেঁয়াজের দাম কমবে বলে ব্যবসায়ীরা মনে করছেন।

কলকাতা ও শহরতলি এলাকায় এখন পেঁয়াজের জোগান আসছে মূলত ভিন রাজ্য, বিশেষত মহারাষ্ট্র থেকে। গত রবি মরশুমের ফেব্রুয়ারি-মার্চে রাজ্যে যে পেঁয়াজ হয়েছিল, তার একাংশ এখনও সংরক্ষিত আছে। ওই পেঁয়াজ বিভিন্ন জেলায় খুচরো বাজারে চাহিদার অনেকটাই মেটাচ্ছে বলে জানান রাজ্যের সংশ্লিষ্ট টাস্ক ফোর্সের সদস্য কমল দে। কয়েকটি জেলায় বর্ষাকালে কিছুটা পেঁয়াজের চাষ হয়। তার জোগান মূলত জেলাগুলির বাজারেই সীমাবদ্ধ থাকে।

কলকাতার পাইকারি বাজারে কয়েকদিন আগেও মহারাষ্ট্রের পেঁয়াজ ৩০ টাকার আশপাশে বিক্রি হচ্ছিল। শুক্রবার তা ৪০ টাকা ছাড়িয়েছে। কৃষি বিপণন দপ্তরের সুফল বাংলার স্টলেও এদিন পেঁয়াজ খুচরো বিক্রি হয়েছে ৫৫ টাকায়। ৪৯ টাকা দরে পাইকারি বাজার থেকে সুফল বাংলার জন্য পেঁয়াজ কেনা হয়েছে। পুজোর জন্য গত কয়েকদিন শহরে লরির চলাচল নিয়ন্ত্রিত ছিল। লরি ঢুকতে শুরু করলে পেঁয়াজের জোগান কিছুটা বাড়বে। কমলবাবু মনে করেন, এতে দাম কিছুটা কমতে পারে।

কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা নাফেড, এনসিসিএফ প্রভৃতির মজুত পেঁয়াজ কয়েক মাস যাবৎ ২৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছে। দিল্লি-সহ বিভিন্ন শহরে নির্দিষ্ট জায়গা থেকে ওই পেঁয়াজ কিনেছেন সাধারণ মানুষ। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা কলকাতায় পেঁয়াজ বিক্রি করছে না কেন? সেই প্রশ্ন উঠছে।

গত ৫ বছরে রাজ্যে সর্বোচ্চ ডেঙ্গু আক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: চলতি বছরে রাজ্যে রেকর্ড সংখ্যক মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন। স্বাস্থ্য ভবন সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২৪শে অক্টোবর পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন ৭৬ হাজার ৪৭৫ জন, যা গত ৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। এর মধ্যে দুর্গোৎসবের সময় অর্থাৎ মহালয়া থেকে দশমী পর্যন্ত এই ১১ দিনে রাজ্যে ডেঙ্গুর কবলে পড়েছেন প্রায় ৯ হাজার মানুষ। ডেঙ্গুতে মৃতের সংখ্যাও সত্তরের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। এর মধ্যে ২ জন চিকিৎসকও রয়েছেন।

স্বাস্থ্য ভবনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই বছর সরকারি হাসপাতালে রক্ত পরীক্ষায় ৪৮ হাজার ৩১১ জনের ডেঙ্গু ধরা পড়েছে। আর বেসরকারি ল্যাব ও হাসপাতালে ২৮ হাজার ১৬৪ জনের ডেঙ্গু পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। গত বছর গোটা রাজ্যে ডেঙ্গুতে ৬৭ হাজার ২৭১ জন আক্রান্ত হয়েছিলেন। চলতি বছরে বর্ষা বিদায় নিলেও, ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা না কমায় উদ্বিগ্ন চিকিৎসকরা। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকেও ডেঙ্গি প্রতিরোধে বিভিন্ন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সাধারণ মানুষকে বার্তা দেওয়া হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় একতা দিবস পালন মেট্রো রেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৪৮তম জন্মবার্ষিকী স্মরণে কলকাতায় মঙ্গলবার রাষ্ট্রীয় একতা দিবস (জাতীয় ঐক্য দিবস) পালন করল মেট্রো রেল। মেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার পি উদয় কুমার রেড্ডি, মেট্রো রেল ভবনে মেট্রো রেলের কর্মকর্তা, কর্মীদের নিয়ে রাষ্ট্রীয় একতা দিবসের অঙ্গীকার করেন। জাতির ঐক্য, অখণ্ডতা ও নিরাপত্তা রক্ষার অঙ্গীকার করেন সকলে সম্মিলিত ভাবে। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে পার্ক স্ট্রিট মেট্রো স্টেশনের মেয়ো রোড গেট হয়ে মেট্রোরেল ভবন থেকে ময়দান এলাকা পর্যন্ত 'একতার জন্য দৌড়' আয়োজন করা হয়। এই দৌড়ে অংশ নেন অফিসার ও কর্মীরা।

দক্ষিণ পূর্ব রেল পালন করল জাতীয় ঐক্য দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে ভারতরত্ন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রাষ্ট্রীয় একতা দিবস (জাতীয় ঐক্য দিবস) পালন করল গার্ডেন রিচ-এ সদর দপ্তরে।

সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার অনিলকুমার মিশ্র রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স, সিভিল ডিফেন্স এবং এসইআর ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডদের দ্বারা উপস্থাপিত আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করেন। সকলে রাষ্ট্রীয় একতা দিবসের অঙ্গীকার করেন। একটি মোটর সাইকেল র‍্যালিও হয় দিনটি উদ্যাপনে। 'একতার জন্য দৌড়' প্রতিযোগিতায় হয় মঙ্গলবার ।কপির ছবির ক্যাপশন- বাইক র‍্যালি শুরু করার জন্য পতাকা দেখিয়ে সবুজ সংকেত দিচ্ছেন সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার অনিলকুমার মিশ্র।

'শ্রমনা' র পঞ্চম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মঙ্গলবার সল্টলেক রবীন্দ্র ওকাকুরো ভবনে 'শ্রমনা' ত্রৈমাসিক পত্রিকার পঞ্চম বর্ষপূর্তি সভা অনুষ্ঠিত হয় 'রা' প্রকাশনার পক্ষে। সাহিত্যিক সৈয়দ হাসমত জালাল এঁর কাব্যগ্রন্থ 'প্রনয় বিন্দু গুলি', ঐন্দ্রিলা মুখোপাধ্যায়ের 'অরন্য মন'ও সংশ্লিষ্ট সংগঠনের পক্ষে 'শ্রমনা' পঁচিশ' সহ এদিন অনেক পুস্তক প্রকাশিত হয়। আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যিক সৈয়দ হাসমত জালাল, অধ্যাপক সুচরিতা ভট্টাচার্য প্রমুখ।

কাকলি দত্ত পাল, কল্যান কুন্ডু, চন্দন ঘোষ সহ অনেকেই হাজির ছিলেন সভায়। 'রা' প্রকাশনার পক্ষে ধীমান পাল এবং চন্দ্রানী বসু ছাড়াও অন্যরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সংবর্ধনা এবং গ্রন্থ প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতের স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষপূর্তির অমৃত মহোৎসব উপলক্ষে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন রিসার্চ সোসাইটির পক্ষ থেকে বাংলাদেশের চট্টগ্রামে এক অনুষ্ঠানে মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব মোঃ গোলাম নবীকে (১৯৪৭-১৯২৩) সংবর্ধনা ও সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। সম্মান স্মারক প্রদান করেন সোসাইটির সম্পাদিকা দেবকন্যা সেন। অন্যদিকে, সম্প্রতি কলকাতায় জীবনানন্দ সভাগৃহে দুর্গাপুর সাংস্কৃতিক সংগঠনের আলোচনাসভা এবং 'বিবেক পত্রিকা' প্রকাশ অনুষ্ঠান হয়ে গেল। অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ড.বিমল কুমার থান্ডারকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আশিস বসাক, দেবকন্যা সেন, নারায়ণ মজুমদার প্রমুখ।

সাড়ে ৭ ঘণ্টা ধরে হাওড়াতে চাটার্ড অ্যাকাউন্টটেন্টের বাড়িতে ইডির তল্লাশি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: গত সপ্তাহের ২৬ তারিখের পর মঙ্গলবার আবার হাওড়াতে হানা দিল ইডির দল। মঙ্গলবার বেলা ১২ টার পর মধ্য হাওড়ার ব্যাটরা থানার রাউন্ড ট্যাঙ্ক লেনের শান্তি কুঞ্জ আবাসনের সি ব্লকে মনোজ কুমার মানহত-এর বাড়িতে ইডির আধিকারিকরা হানা দেন। স্থানীয় সূত্রের খবর, মনোজ পেশায় একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। হাওয়ালার কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে, সূত্র মারফৎ জানা যাচ্ছে। নির্দিষ্ট কমিশনের বিনিময় কালো টাকাকে সাদা করার কাজে যুক্ত রয়েছে ওই ব্যক্তি বলেই সূত্র মিলেছে ইডি আধিকারিকদের হাতে।

৭ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে ইডি আধিকারিকরা তল্লাশি চালিয়েছেন। এই তল্লাশি অভিযানের দুটি দিক রয়েছে বলেই ইডি সূত্রে জানা যাচ্ছে। গরু পাচার মামলায় তার নাম চার্জসিটে রয়েছে ইডির তাতে তার নাম উঠেছিল । দ্বিতীয়ত যেটা ইডি সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে নিয়োগ দুর্নীতি মামলাতেও মনোজ মানহত-এর নাম রয়েছে বলে জানা গেছে। মঙ্গলবারের তল্লাশি অভিযানে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি উদ্ধার হবে বলে মনে করছেন ইডির আধিকারিকরা। যদিও মঙ্গলবার এই তল্লাশির বিষয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলতে রাজি হননি ইডির আধিকারিকরা। প্রায় সাড়ে সাত ঘণ্টা অতিক্রান্ত হওয়ার পর ইডির আধিকারিকরা হাওড়ার মনোজ কুমারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। এই তল্লাশিতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আধিকারিকরা সংগ্রহ করতে পেরেছেন বলেই ইডি সূত্রের খবর।

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বারাসত জোনাল অফিস সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী তার সমস্ত শাখাতেই সতর্কতা সচেনতা সপ্তাহ ২০২৩ পালন করছে।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ১ নভেম্বর ১৪ কার্তিক, ১৪৩০, বুধবার

বালু কন্যা প্রিয়দর্শিনীর পদ নিয়ে কি বিড়ম্বনা! কয়েক ঘণ্টায় বদল সই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিজ্ঞপ্তি বদল। তাতে বয়ান বিশেষ না বদলালেও, বদলে গেল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সচিব পদে থাকা প্রিয়দর্শিনী মল্লিকের সই। রেশন দুর্নীতি কাণ্ডে বর্তমান বনমন্ত্রী তথা প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক গ্রেপ্তার হওয়ার পরেই চর্চায় মন্ত্রী কন্যা প্রিয়দর্শিনী মল্লিকের নামও। তারপরেই উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সচিব পদে থাকা প্রিয়দর্শিনী মল্লিকের সই দিয়ে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি বদলের অনেকেই অন্য অর্থ খুঁজছেন। মনে করা হচ্ছে, প্রিয়দর্শনীর পদ নিয়ে বিড়ম্বনা তৈরি হচ্ছে দপ্তরে। তার জেরেই এই বদল!

জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক যখন ইডি হেপাজতে, তখন তাঁর মেয়ে প্রিয়দর্শিনী মল্লিকের পদ নিয়ে শুরু জল্পনা। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সচিব পদে থাকা প্রিয়দর্শিনীর সম্পত্তি নিয়েও একাধিক প্রশ্ন উঠেছে। এরই মধ্যে সংসদের তরফ থেকে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞপ্তি ঘিরে তৈরি হয়েছে জল্পনা। দুপুর ২ টো ৫০ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হওয়ার পর রাত ১০ টায় আচমকাই সেই বিজ্ঞপ্তি বদলে যায়। প্রথম বিজ্ঞপ্তিতে সই ছিল জ্যোতিপ্রিয়র মেয়ে তথা সংসদের সচিব প্রিয়দর্শিনীর। পরবর্তীতে যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, সই রয়েছেন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যের। বিজ্ঞপ্তিটি মূলত একাদশ শ্রেণির সিলেবাস সংক্রান্ত। একাদশ শ্রেণিতে আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স ও ডাটা সায়েন্সের ক্ষেত্রে সিলেবাসে কিছু বদল আনা হয়েছে। সেই বদল হওয়ার পর প্রয়োজনীয় স্টাডি মেটিরিয়াল উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। দুটি চিঠির বক্তব্য মোটামুটি একই রকম। প্রথম চিঠিতে নিছক বক্তব্যটুকুই আছে আর পরবর্তী চিঠিতে একটু বিস্তারিত আকারে পুরোটা বলা রয়েছে। এটাই যা তফাৎ। সংসদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, জরুরি সংশোধন করা হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে। অর্ডারটিতে কিছু সংশোধনের পর সভাপতি তা সই করে অনুমোদন দিয়েছেন বলেই দাবি করা হয়েছে। কী সংশোধন, তা উল্লেখ করা হয়নি। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, শিক্ষা সংসদের গায়ে যাতে কোনও দুর্নীতির আঁচ না লাগে তাই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। বালু-কন্যা শিক্ষা দফতরের পদে রয়েছেন। তাঁর বাবা তথা বনমন্ত্রীর নাম দুর্নীতি ইস্যুতে নাম জড়ানোর পর তাঁকে নিয়ে বিব্রত দফতরেরই শীর্ষ পর্যায়ের অনেক আধিকারিক। তার মধ্যে ইডি-র দেওয়া তথ্যে উঠে এসেছে, ভুয়ো সংস্থার ডিরেক্টর হিসেবেও নাম ছিল প্রিয়দর্শিনী। তাই এই সই বাতিল নিয়ে বেড়েছে জল্পনা।

উল্লেখ্য, চলতি বছরেই সংসদের সচিব পদে দায়িত্ব পান প্রিয়দর্শিনী। আশুতোষ কলেজের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের অধ্যাপিকা প্রিয়দর্শিনীর সচিব পদের মেয়াদ তিন বছর। মন্ত্রীর মেয়ের পদ পাওয়া নিয়ে বিতর্ক হয়েছে আগেই। এবার বাদ পড়ল তাঁর সই।

ব্যস্ত রাস্তায় গ্রিন করিডর করে হৃদরোগে আক্রান্তকে হাসপাতালে পৌঁছল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুলিশের নাম শুনলেই ইদানীং ভূরি ভূরি অভিযোগ, গজগজানি শুনতে পাওয়া যায় আম জনতার মুখে। তবে এবার কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক গার্ডের এক ইন্সপেক্টর উদ্ধারকর্তার ভূমিকায়। জনবহুল ব্রেবোর্ণ রোড থেরে গ্রিন করিডর তৈরি করে গাড়িতে গুরুতর অসুস্থ হওয়া পড়া এক ব্যক্তিকে সরকারি গাড়িতে হাসপাতালে পৌঁছে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিলেন তিনি। আমজনতা দেখল পুলিশের মানবিক মুখ ও দায়িত্ববোধ।

জানা গিয়েছে, স্ত্রীকে নিয়ে গাড়ি করে বাড়ি ফিরছিলেন পাইকপাড়ার বাসিন্দা বিশ্বনাথ দাস। ব্রেবোর্ন রোডের উড়ালপুলে উঠতেই ঘটে বিপত্তি। অসম্ভব বুকে ব্যথা অনুভব করেন বিশ্বনাথবাবু। যা দেখে ভয় পেয়ে যান তাঁর স্ত্রী। সাহায্যের জন্য ছোটাছুটি শুরু করেন। সেই সময় ব্রেবোর্ন রোড এলাকা চত্বরে ডিউটিতে ছিলেন হাওড়া ব্রিজের ট্রাফিক গার্ডের ইনস্পেক্টর শৌভিক চক্রবর্তী। তাঁর কাছে খবর যায় ব্রেবোর্ন রোডের উড়ালপুলে এক ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। খবর পেয়েই বাইক নিয়ে সেখানে গিয়ে শৌভিক দেখেন, উড়ালপুলের মাঝখানে একটি গাড়ি দাঁড় করানো আছে। আর একজন মহিলা উদ্‌ভ্রান্তের মতো এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি করছেন। শৌভিকবাবু ওই মহিলাকে আশ্বস্ত করেন। তারপর বিশ্বনাথবাবুকে দেখে বুঝতে পারেন, তাঁর শরীরের অবস্থা ভাল নয়। এদিকে, কলকাতার রাস্তার বিশাল ট্রাফিক পেরিয়ে সঠিক সময়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তখন শৌভিকবাবু ঠিক করেন গ্রিন করিডর করে বিশ্বনাথবাবুকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। ততক্ষণে খবর চলে গেছে মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালে। কিন্তু ঘটনাস্থলে অ্যাম্বুলেন্স, ট্যাক্সি কোনওটাই পাওয়া যায়নি। এদিকে সময় যত যাচ্ছিল ততই বিশ্বনাথবাবুর শারীরিক অবস্থা খারাপ হচ্ছিল। তখন সরকারি গাড়ি করেই তড়িঘড়ি তাঁকে মেডিক্যাল কলেজে পৌঁছে দেন শৌভিক। ব্রেবোর্ন রোড থেকে মেডিক্যাল কলেজ পর্যন্ত গ্রিন করিডরের ব্যবস্থা করা হয়। সরকারি গাড়ির আগে আগে নিজের বাইকে চেপে হাসপাতালে যান শৌভিকবাবু। বিকেলের ব্যস্ত সময়ে মাত্র ৭ মিনিটে হাসপাতালে রোগী সমেত গাড়িটি পৌঁছে যায়। তারপর বিশ্বনাথবাবুকে জরুরি বিভাগে ভর্তি করার ব্যবস্থাও করে দেন তিনি।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, বিশ্বনাথবাবু হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। বর্তমানে তিনি স্থিতিশীল রয়েছেন। আগের তুলনায় তাঁর শারীরিক অবস্থা এখন অনেকটাই ভাল। হাসপাতালে আনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে অক্সিজেন ও নেবুলাইজার দেওয়া হয়। ইসিজিও করা হয়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, সঠিক সময়ে হাসপাতালে ভর্তি করা গেছে বলে বাঁচানো সম্ভব হয়েছে বিশ্বনাথ বাবুকে। মৃত্যুর মুখ থেকে বিশ্বনাথবাবুকে ফিরিয়ে আনার জন্য তাঁর স্ত্রী ও হাসপাতালের চিকিৎসক সকলেই অকুণ্ঠ প্রশংসা করছেন কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক গার্ডের ইনস্পেক্টর শৌভিক চক্রবর্তীর।

পঞ্জাব নৈশনল বৈঁক punjab national bank

যুনাইটেড বৈঁক ऑफ़ इंडिया United Bank of India The Bank that begins with U

Oriental Bank of Commerce

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সার্কেল সাস্ত্র মুর্শিদাবাদ, ২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড, পোঃ- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, (পঃবঃ), ই-মেল: cs8283@pnb.co.in

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮(৬) অনুবিধির সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)কে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত ঋণদাতাদের কাছে বন্ধকী/চার্জযোগ্য আছে, যার গঠনমূলক/ বাস্তবিক / প্রতীকী দখল নিয়েছেন ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক / সুরক্ষিত ঋণদাতা, তা "**যেখানে যেমন আছে**", "**যেখানে যা আছে**" এবং "**যেখানে যা-কিছু আছে**" ভিত্তিতে বিক্রি হবে অত্র নিম্নে প্রদত্ত সারণিতে বর্ণিত তারিখে, স্ব-স্ব ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-এর কাছ থেকে ব্যাঙ্ক / সুরক্ষিত ঋণদাতাদের কাছে বকেয়া পাওনা উদ্ধারের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য ও অগ্রিম মূল্য জমা করতে হবে নিচের সারণিতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির পাশে বর্ণিতমতো।

সুরক্ষিত সম্পত্তিসমূহের তফসিল

লট. নং	শাখার নাম অ্যাকাউন্টের নাম ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের অ্যাকাউন্টের নাম ও ঠিকানা আইবিএপিআই সম্পত্তি আইডি	বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ/মালিকের নাম (সম্পত্তি(সমূহ)-র বন্ধকদাতা)	ক) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(২) অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বকেয়া অর্থাঙ্ক গ) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(৪) অধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের ধরণ প্রতীকী / বাস্তবিক / গঠনমূলক	ক) সংরক্ষিত মূল্য (লক্ষ টাকায়) খ) ইএমডি (ইএমডি জমার শেষ তারিখ) গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ	ক) ই-অকশনের তারিখ/ সময় খ) সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে জ্ঞাত দায়বদ্ধতার বিশদ
১.	**বহরমপুর (৪৪৬৬০০)** **মেসার্স কৃষিবন্ধু ফার্টিলাইজার, মালিক- মোঃ আব্বাসউদ্দিন শেখ, পিতা-মৃত নামজি সেখ, (ঋণগ্রহীতা)** গ্রাম- সারগাছি, পোঃঅঃ- সারগাছি আশরা, বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১৩৪ **PUNBO39899209**	০.০৫ একর পরিমাপিত জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যা মৌজা- বড়ুয়াতে অবস্থিত, জেএল. নং ৬০, খতিয়ান নং এলআর ২৮৪১, প্লট নং আরএস-১৯০১, এলআর ৩২০৫, জমির ধরন - বাড়ি, এডিএসআর বেলডাঙ্গায় নিবন্ধিত। **মালিক: মোঃ আব্বাসউদ্দিন সেখ,** পিতা মরহুম নামজি সেখ, গ্রাম- সারগাছি, পোস্ট - সারগাছি আশরা, বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২ ১৩৪। **পরিবেষ্টিত:** উত্তরে ৩ ফুট রাস্তা, দক্ষিণে- পুমা সেখ এর বাড়ি, পূর্বে- ৮ ফুট রাস্তা, পশ্চিমে-পুকুর দ্বারা।	ক) ০১.০৬.২০২১ খ) **১৫,২৪,৪১৯.৭৮ টাকা** (পনের লক্ষ চব্বিশ হাজার চারশো ঊনিশ টাকা এবং আটাত্তর পয়সা মাত্র) ৩১.০৩.২০২১ পর্যন্ত ধার্য সুদ ৩১.০৫.২০২১ অনুযায়ী + আরও সুদ গ) ২৮.১০.২০২১ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ২৬,২২,৪২০.০০ টাকা খ) ২,৬২,২৪২.০০ টাকা গ) ১,০০,০০০.০০ টাকা	ক) ২৮.১১.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ০৪:০০টা পর্যন্ত খ) নেই
২.	**দেবকুন্ড (৬৭০৫০০)** **মেসার্স হাসিনা এন্টারপ্রাইজ, মালিক- হাসিনা বিবি, স্বামী- আশারুল হক, (ঋণগ্রহীতা), আশারুল হক,** পিতা- সামসুল হক, **(জামিনদার)** গ্রাম এবং পোঃঅঃ- দেবকুন্ড, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১৩৩ **PUNBC00039302**	জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার অবস্থান মৌজা-ঝুনকা, জেএল নং ৪৮, এলআর খতিয়ান নং ৫১১৯, দাগ নং ১৫৯৪ ভাবতা ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমার মধ্যে, এলাকার পরিমাপ ১৬ ডেসিমেল, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা -মুর্শিদাবাদ। **শ্রীমতী হাসিনা বিবির মালিকানাধীন,** স্বামী- আশারুল হক এবং আশারুল হক পিতা-শ্রী সামসুল হক, গ্রাম ও পোস্ট- দেবকুণ্ড, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১৩৩। **পরিবেষ্টিত:** উত্তরে আসরাফুল উকিলের খালি জমি দ্বারা, দক্ষিণে- জুনকা প্রতিবন্ধী অলোকনিকেতন দ্বারা, পূর্বে- এনএইচ- ৩৪ দ্বারা, পশ্চিমে- জুনকা প্রতিবন্ধী অলোকনিকেতন এর হোস্টেল দ্বারা।	ক) ০৪.০৮.২০২১ খ) **৩৬,৬৫,৯৫৬.১৬ টাকা** (ছত্রিশ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার নয়শো ছাপ্পান্নো টাকা ষোল পয়সা মাত্র) ০১.০৭.২০২১ পর্যন্ত ধার্য সুদ ০৪.০৮.২০২১ অনুযায়ী + আরও সুদ গ) ২৮.১০.২০২১ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ৩৭,৬৩,২৬০.০০ টাকা খ) ৩,৭৬,৩২৬.০০ টাকা গ) ১,০০,০০০.০০ টাকা	ক) ২৮.১১.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ০৪:০০টা পর্যন্ত খ) নেই
৩.	**বেলডাঙ্গা (০২৩০২০)** **মেসার্স নূর ফার্টিলাইজার, নুরুদ্দিন সেখ, পিতা- দাউদ সেখ। (ঋণগ্রহীতা)** গ্রাম- বেলডাঙ্গা, পোঃঅঃ- মাদ্দা, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১৩৩ **PUNBU66187196**	জমি ও ভবন সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার অবস্থান মৌজা-মাদ্দা, জেএল নং ৫০, খতিয়ান নং ৫৫৬, দাগ নং ৩৬৬১, ৩৬৬২, এলাকার পরিমাপ ০৮ ডেসিমেল, মাদ্দা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোস্ট- মাদ্দা, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২ ১৩৩। **মালিক- নুরুদ্দিন সেখ,** পিতা দাউদ সেখ। গ্রাম-বেনেদহ, পোস্ট-মাদ্দা, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা। - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২ ১৩৩, **পরিবেষ্টিত:** উত্তরে- নুরুদ্দিনের খালি জমি দ্বারা, দক্ষিণে- আখিবুর সেখের বাড়ি দ্বারা, পূর্বে- পঞ্চায়েত রোড দ্বারা, পশ্চিমে- নুরুদ্দিনের খালি জমি দ্বারা।	ক) ২৯.০৭.২০২১ খ) **১৫,৪৬,৩৮৩.৫০ টাকা** (পনের লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার তিনশত তিরাশি টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র) ৩১.০৩.২০২১ পর্যন্ত ধার্য সুদ ২৯.০৭.২০২১ অনুযায়ী + আরও সুদ গ) ২৮.১০.২০২১ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ১৪,৯০,৪০০.০০ টাকা খ) ১,৪৯,০৪০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা	ক) ২৮.১১.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ০৪:০০টা পর্যন্ত খ) নেই
৪.	**কুমারদহঘাট (১৩৫১২০)** **নাসরিন পারভিন বিবি, (ঋণগ্রহীতা)** গ্রাম- প্রদীপ ডাঙ্গা, পোঃঅঃ- জগন্নাথপুর, থানা- হরিহরপাড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১৬৫ **মানারুল হক,** পিতা - মানসার আলি, গ্রাম- প্রদীপ ডাঙ্গা, পোঃঅঃ- জগন্নাথপুর, থানা- হরিহরপাড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৬৫ **(জামিনদার)** **PUNB0U44294511**	০.০৩ একর পরিমাপের জমি এবং আবাসিক ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, মৌজা- জগন্নাথপুরে অবস্থিত, জেএল নং ২৬, খতিয়ান নং এলআর ৫৩২১, প্লট নং ২৩০৪, জমির ধরন- ভিটি, এডিএসআর হরিহরপাড়ায় নিবন্ধিত, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ মালিক- মানারুল হক, পিতা- মানসার আলি, গ্রাম- প্রদীপডাঙ্গা, পোস্ট- জগন্নাথপুর, থানা- হরিহরপাড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৬৫, পঃবঃ, পরিবেষ্টিত: উত্তরে সড়কপথ, দক্ষিণে- নূর মোহাম্মদ, পূর্বদিকে- আশরাফুল ইসলাম মন্ডলের দোকান, পশ্চিমদিকে -নুর মোহাম্মদের বাড়ি দ্বারা।	ক) ০৪.০৬.২০২১ খ) **১৭,১৫,৫৫৮.৭৩ টাকা** (সতেরো লক্ষ পনের হাজার পাঁচশ আটান্ন টাকা তিয়াত্তর পয়সা মাত্র) ৩১.০৩.২০২১ পর্যন্ত ধার্য সুদ ০৪.০৬.২০২১ অনুযায়ী + আরও সুদ গ) ১২.১১.২০২১ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ২১,৭৩,৩৬৫.০০ টাকা খ) ২,১৭,৩৩৭.০০ টাকা গ) ১,০০,০০০.০০ টাকা	ক) ২৮.১১.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ০৪:০০টা পর্যন্ত খ) নেই
৫.	**জলঙ্গী (০৩২১২০)** **শাহিনুর ইসলাম খন্দকার, পিতা- সহিদুল মোতালেব খন্দকার, মেসার্স খন্দকার ইঞ্জিনিয়ারস এন্ড ফেব্রিকেটর এর স্বত্বাধিকারী। (ঋণগ্রহীতা)।** গ্রাম- বাবলাবোনা, পোঃঅঃ- রসুলপুর, থানা- ডোমকল, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২৩০৩ **PUNBU44853861**	জমি ও ভবন সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যা পিটি রাসুলার মৌজায় অবস্থিত, জেএল নং ০২৫, এবং খতিয়ান নং এলআর-৭৯১৭, হল নং ১০৬০, ১১৬৮, প্লট নং ৪৪২৬, এলাকার পরিমাপ ২৬.৫০ ডেসিমেল, জমির ধরন- বাণিজ্যিক, জিতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- ডোমকল, এডিএসআর ডোমকল, জেলা- মুর্শিদাবাদে নিবন্ধিত, **মালিক:** সাহিনুর ইসলাম খন্দেকার পিতা- প্রয়াত সহিদুল মোতালেব খন্দকার, গ্রাম- বাবলাবোনা, পোস্ট- রসুলপুর, থানা- ডোমকল, জেলা- মুর্শিদাবাদ। **সীমানা:** উত্তরে- মোজাম্মেলের খালি জমি, দক্ষিণে- জলঙ্গী রোড, পূর্বে- রামজান সেখের সম্পত্তি, পশ্চিমে- সরিফা খাতুন বিবি এবং করিম মন্ডলের খালি জমি দ্বারা।	ক) ১৯.০৭.২০২১ খ) **১৪,৯০,৩৪৬.৩৯ টাকা** (চৌদ্দ লক্ষ নব্বই হাজার তিনশো ছেচল্লিশ টাকা ঊনচল্লিশ পয়সা মাত্র) ০১.০৭.২০২১ পর্যন্ত ধার্য সুদ ০১.০৭.২০২১ অনুযায়ী + আরও সুদ গ) ২০.১২.২০২১। ঘ) প্রতীকী দখল।	ক) ১৬,৩৮,৬৩০.০০ টাকা খ) ১,৬৩,৮৬৩.০০ টাকা গ) ১,০০,০০০.০০ টাকা	ক) ২৮.১১.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ০৪:০০টা পর্যন্ত খ) নেই
৬.	**বারতানাবাদ (১৩০২২০)** **মৃত্যুঞ্জয় দাস,** পিতা- প্রয়াত বিনয় কেআর দাস, **মেসার্স দাস স্টেশনারি এর স্বত্বাধিকারী, (ঋণগ্রহীতা)।** গ্রাম এবং পোঃঅঃ এবং থানা- ডোমকল, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২৩০৩ **PUNBU57531557**	জমি ও ভবন সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যা আজিমগঞ্জ গোলা মৌজায় অবস্থিত, জেএল নং ৩৯, খতিয়ান নং.১৮১৬, আরএস দাগ নং ১২১, এলআর দাগ নং ১৬৪, এলাকার পরিমাপ ০.০১৩৫৪ একর, থানা- ডোমকল, জেলা- মুর্শিদাবাদ। **মালিক:** মৃত্যুঞ্জয় দাস, পিতা- প্রয়াত বিনয় কু. দাস, গ্রাম, পোস্ট ও থানা- ডোমকল, জেলা-মুর্শিদাবাদ,পিন- ৭৪২৩০৩, **পরিবেষ্টিত:** উত্তরে- ১০ ফুট চওড়া কংক্রিট রোড, দক্ষিণে- ইসলাম বিশ্বাস, পূর্বে- অসীম দত্তের দোকান, পশ্চিমে- মুনতাজ আলীর দোকান দ্বারা।	ক) ০৯.০৮.২০২১ খ) **১৩,৬৭,৮৫০.৪১ টাকা** (তেরো লক্ষ সাতসট্টি হাজার আটশ পঞ্চাশ টাকা একচল্লিশ পয়সা মাত্র) ৩১.০৩.২০২১ পর্যন্ত ধার্য সুদ ১০.০৮.২০২১ অনুযায়ী + আরও সুদ গ) ২০.১২.২০২১ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ১২,৩৩,৬৩০.০০ টাকা খ) ১,২৩,৩৬৩.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা	ক) ২৮.১১.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ০৪:০০টা পর্যন্ত খ) নেই
৭.	**লালগোলা (১৫৩২১০)** **মহঃ সেলিম রেজা, পিতা-মহঃ আবুল কাসেম। (ঋণগ্রহীতা)** গ্রাম- নতুন রমনা, পোঃঅঃ- বাজুপুর, থানা- লালগোলা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৮ **PUNBU20685185**	বাজুপুর মধুপুর মৌজায় অবস্থিত জমি ও ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং ৯৫, খতিয়ান নং এলআর ৮০৭৬, দাগ নং এলআর ১৬৪, ১৬৭, জমির পরিমাপ ৯.৫ ডেসিমেল, গ্রাম- নতুন রমনা পোস্ট - বাজুপুর মধুপুর, থানা- লালগোলা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, মালিক- মোঃ সেলিম রেজা, পিতা- মোঃ আবুল কাসেম, গ্রাম- নতুন রোমোনা, রামচন্দ্রপুর উজির মন্ডলের পাড়া, পোস্ট-বাজুপুর, মধুপুর, থানা- লালগোলা, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১৪৮,পশ্চিমবঙ্গ, সীমানা- উত্তরে- রাস্তা, দক্ষিণে- হাকুম সেখের বাড়ি, পূর্বে- হাকুম সেখের বাড়ি, পশ্চিমে- আবদুল মতিনের বাড়ি দ্বারা।	ক) ১০.০৮.২০২১ খ) **১৬,৫১,৮৮৯.০০ টাকা (ষোল লক্ষ একান্ন হাজার আটশো উননব্বই টাকা)** ৩১.০৩.২০২১ পর্যন্ত ধার্য সুদ ০৯.০৮.২০২১ অনুযায়ী + আরও সুদ গ) ১৮.০১.২০২২ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ২১,৪২,০০০.০০ টাকা খ) ২,১৪,২০০.০০ টাকা গ) ১,০০,০০০.০০ টাকা	ক) ২৮.১১.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ০৪:০০টা পর্যন্ত খ) নেই
৮.	**ফারাক্কা ব্যারেজ (০৮৮০২০)** **প্রশান্ত ঘোষ,** পিতা- মন্টু ঘোষ। **(ঋণগ্রহীতা)** গ্রাম এবং পোঃঅঃ- বেনিয়াগ্রাম, থানা- ফারাক্কা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২২১২ **PUNBU48260260**	জমি ও আবাসিক ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যা মৌজা বেনিয়াগ্রাম -তে অবস্থিত, জেএল নং ০৫৫, এলআর খতিয়ান নং ৩৫৯২, দাগ নং. আর.এস. ৩৭, এল.আর. ৩৯, এলাকার পরিমান ১০ ডেসিমেল অর্থাৎ ৪৩৬০ বর্গফুট সেইসঙ্গে তথায় নির্মিত একতলা ভবন সহ বেনিয়াগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত এর সীমার মধ্যে, গ্রাম ও পোস্ট- বেনিয়াগ্রাম, থানা- ফারাক্কা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২২১২, **মালিক:** প্রশান্ত ঘোষ পিতা- মন্টু ঘোষ, গ্রাম-বিন্দুগ্রাম, পোস্ট-বেনিয়াগ্রাম, থানা-ফারাক্কা, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২২১২। **পরিবেষ্টিত:** উত্তরে- মুসলিম সেখ-এর খালি জমি, দক্ষিণে- গোপাল হালদারের বাড়ি, পূর্বে- পঞ্চায়েত রোড, পশ্চিমে- আইসিডিএস স্কুল দ্বারা।	ক) ০৩.০৯.২০২১ খ) **৪১,২২,১৩৯.৭৭ টাকা** (একচল্লিশ লক্ষ বাইশ হাজার একশো ঊনচল্লিশ টাকা সাতাত্তর পয়সা মাত্র) ৩১.০৩.২০২১ পর্যন্ত ধার্য সুদ ১২.০৮.২০২১ অনুযায়ী + আরও সুদ গ) ১৬.১১.২০২১ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ৪০,৯৫,০০০.০০ টাকা খ) ৪,০৯,৫০০.০০ টাকা গ) ১,০০,০০০.০০ টাকা	ক) ২৮.১১.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ০৪:০০টা পর্যন্ত খ) নেই
৯.	**মুর্শিদাবাদ (১৬২৪১০)** **প্রবিনা বিবি, (ঋণগ্রহীতা) এবং মহঃ জুলফিকার আলি (সহ-ঋণগ্রহীতা)** গ্রাম- দরাপনগর, পোস্ট হাড়িভাঙ্গা, থানা এবং জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২৩০২। **PUNBO33710936**	সানি বাহারাপাড়া মৌজায় অবস্থিত জমি এবং একতলা বিল্ডিংয়ের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং ৩৫, এলআর প্লট নং ৬৯১, এলআর খতিয়ান নং ১৫৩৮, এলাকা১৫ ডেসিমেল, প্রসাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে জমির ধরন বাড়ি, দরাপনগর এ, থানা এবং জেলা- মুর্শিদাবাদ, ২০১২ সালের বিক্রয় দলিল নং ৩২০৫ এবং ৩২০৬, ডিএসআর-১, মুর্শিদাবাদ এ রেজিস্টার্ড, **সীমানা**- উত্তরে- দরাপনগর কাঁচা রাস্তা, দক্ষিণে- ফৌজু সেখের বাড়ি, পূর্বে- মোঃ আলীর বাড়ি, পশ্চিম- পিসিসি লেন দ্বারা।	ক) ১৪.১০.২০২২ খ) **২১,৩৬,০০২.৫০ টাকা (একুশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার দুই টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা মাত্র)** ১১.০৭.২০২৩ পর্যন্ত ধার্য সুদ + আরও সুদ গ) ২৭.১২.২০২২ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ৪৭,১৬,৬৩০.০০ টাকা খ) ৪,৭১,৬৬৩.০০ টাকা গ) ১,০০,০০০.০০ টাকা	ক) ২৮.১১.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ০৪:০০টা পর্যন্ত খ) নেই
১০.	**বেলডাঙ্গা (০২৩০২০)** **মেসার্স নিউ তাজ ব্রিক ফিল্ড, মালিক- লুৎফুর রহমান,** পিতা- হাবিবুর রহমান, **(ঋণগ্রহীতা)** **বিলকিস বেগম,** স্বামী- লুৎফুর রহমান, **(জামিনদার)** গ্রাম- দেবকুন্ডা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন বড়ুয়া পাওয়ার হাউজ পাড়া, পোঃঅঃ- বড়ুয়া, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৮৯ **PUNBU66060279**	জমি ও ভবন সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার অবস্থান মৌজা -বড়ুয়া, জেএল নং ৬০, এরএস খতিয়ান নং ৪২৫, এল.আর. খতিয়ান নং ৭৩১১, ৭৩১২. আরএস দাগ নং. ১৬৪৬, এলআর দাগ নং ১৮৮৭, এলাকার পরিমাপ ১০ ডেসিমেল, গ্রাম-বড়ুয়া, দেবকুন্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে পাওয়ার হাউস পাড়া -তে, পোস্ট - বড়ুয়া, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২ ১৮৯. **মালিক- লুৎফুর রহমান,** পিতা হাবিবুর রহমান এবং **শ্রীমতী বিলকিস বেগম,** স্বামী লুৎফুর রহমান গ্রাম ও পোস্ট - নওপুকুরিয়া, থানা-বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ। **পরিবেষ্টিত:** উত্তরে- জান মোহাম্মদের বাড়ি, দক্ষিণে- পাওয়ার হাউস, পূর্বে ১৪ ফুট রোড, পশ্চিমে- জান মোহাম্মদের খালি জমি দ্বারা।	ক) ২৮.০৭.২০২১ খ) **২৩,৯১,৯৬৯.০০ টাকা (তেইশ লক্ষ একানব্বই হাজার নয়শো উনসত্তর টাকা মাত্র)** ৩১.০৩.২০২১ পর্যন্ত ধার্য সুদ ২৮.০৭.২০২১ অনুযায়ী + আরও সুদ গ) ২৮.১০.২০২১ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ২৫,৪৫,৮৩০.০০ টাকা খ) ২,৫৪,৫৮৩.০০ টাকা গ) ১,০০,০০০.০০ টাকা	ক) ২৮.১১.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ০৪:০০টা পর্যন্ত খ) নেই
১১.	**বেলডাঙ্গা (০২৩০২০)** **মেসার্স এন এ রওহাইড এন্টারপ্রাইজ। মালিক: নাসিম আকরাম (ঋণগ্রহীতা)** গ্রাম- সারুলিয়া সরণপাড়া, পোস্ট- বড়ুয়া, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৮৯ **১. মহঃ নুরুজ্জামান ২. মণিরুল জামান খালিফা (জামিনদারগণ) উভয়ের পিতা- মৃত ওয়াহেদ খালিফা।** গ্রাম- সারুলিয়া সরনপাড়া, পোঃঅঃ- বড়ুয়া, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৮৯ **PUNBU74728076**	জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং সারুলিয়া মৌজায় অবস্থিত দোতলা আবাসিক ভবন যার জেএল নং ৫৯, প্লট নং আরএস ৬১২ এলআর ৮১৯, এলআর খতিয়ান নং ৬৪৭২, উপহারের দলিল নং মোতাবেক মোঃ নুরুজ্জামানের নামে এলাকা ০.০১৫ একর, ২০১৯ সালের উপহারের দলিল নং ৫৫৭৭ এবং এলআর খতিয়ান নং ৬৪৬৯, ২০১৯ সালের উপহারের দলিল নং ৫৫৭৬ অনুসারে মনিরুল জামান খলিফার নামে এলাকা ০.০১৫ একর, উভয়ই এডিএসআর বেলডাঙ্গায় নিবন্ধিত, মোট এলাকার পরিমাপ (০.০১৫ + ০.০১৫) = ০.০৩ একর, জমির ধরন- বাড়ি, দেবকুন্ডু গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোস্ট- বড়ুয়া, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ। সীমানা- উত্তরে- পঞ্চায়েত ধাতব রাস্তা, দক্ষিণে- হাসিমুদ্দিন খলিফার বাড়ি, পূর্বে- গোলাম মোস্তফার বাড়ি, পশ্চিমে- মুসারফ হোসেনের বাড়ি।	ক) ০২.০৭.২০২২ খ) **১৫,৭০,৫০১.৫৯ টাকা (পনেরো লক্ষ সত্তর হাজার পাঁচশত এক টাকা এবং ঊনষাট পয়সা মাত্র)** ০২.০৫.২০২২ পর্যন্ত ধার্য সুদ ০১.০৭.২০২২ অনুযায়ী + আরও সুদ গ) ০৩.১২.২০২২ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ১৯,১৯,৭০০.০০ টাকা খ) ১,৯১,৯৭০.০০ টাকা গ) ১,০০,০০০.০০ টাকা	ক) ২৮.১১.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ০৪:০০টা পর্যন্ত খ) নেই
১২.	**বেলডাঙ্গা (০২৩০২০)** **মেসার্স নিউ রেহেনা স্টিল ফার্নিচার অ্যান্ড গিফট হাউস আব্দুল আওয়াল মোল্লা (ঋণগ্রহীতা)** গ্রাম- বানুয়া, দক্ষিণপাড়া, পোস্ট-বড়ুয়া, থানা-বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৮৯ **PUNBU73855669**	জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং বড়ুয়া মৌজায় অবস্থিত দোতলা আবাসিক কাম বাণিজ্যিক ভবন যার জেএল নং ৬০, প্লট নং আরএস ১৮৯৯ এলআর ৩১৭২, এলআর খতিয়ান নং ৮৮০৬, পরিমাপ ৫.৩১ ডেসিমেল ৫, জমির ধরণ- বাড়ি, দেবকুন্ডু গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, ২০১৮ সালের উপহারের দলিল নং ৯৬০৯ , এডিএসআর বেলডাঙ্গা-এ রেজিস্টার্ড **সীমানা:** উত্তরে- অন্যের খালি জমি দ্বারা, দক্ষিণে- ধাতব রাস্তা দ্বারা। পূর্বে- রহিমা বিবির সম্পত্তি দ্বারা। পশ্চিমে- আসিফুর মোল্লার সম্পত্তি।	ক) ২০.০৯.২০২২ খ) **১৭,৭৮,২২৭.০০ টাকা (সতেরো লক্ষ আটাত্তর হাজার দুই সাতাশ টাকা মাত্র)** ২৬.০৮.২০২২ পর্যন্ত ধার্য সুদ ১৯.০৯.২০২২ অনুযায়ী + আরও সুদ গ) ০৩.১২.২০২২ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ৪৩,৫০,৫১০.০০ টাকা খ) ৪,৩৫,০৫১.০০ টাকা গ) ১,০০,০০০.০০ টাকা	ক) ২৮.১১.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ০৪:০০টা পর্যন্ত খ) নেই
১৩.	**বেলডাঙ্গা (০২৩০২০)** **মেসার্স নিউ টুলু ক্লথ স্টোর মালিক: চঞ্চল দেবনাথ (ঋণগ্রহীতা)** গ্রাম- বেলডাঙ্গা, কলেজ পাড়া, পোস্ট এবং থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৩ **চন্দনা দেবনাথ (জামিনদার)** স্বামী- প্রয়াত চাঁদ কুমার দেবনাথ, গ্রাম- বেলডাঙ্গা, কলেজ পাড়া, পোস্ট এবং থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৩ **PUNBU72570739**	বেলডাঙ্গা মৌজায় অবস্থিত জমি এবং দ্বিতল আবাসিক ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং ৫১, প্লট নং আরএস ৪১৪ এলআর ১৭৪৮, এলআর খতিয়ান নং ১০০৮৭, পরিমাপ ৩.০৮৩ ডেসিমেল, জমির ধরণ-ভিটি, বেলডাঙ্গা পৌরসভার অধীনে ১২১১/এন, বেলডাঙ্গা কলেজপাড়া, ওয়ার্ড নং ০৫, থানা-বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, ২০১৮ সালের উপহারের দলিল নং ৪৫০ , এডিএসআর বেলডাঙ্গা-এ রেজিস্টার্ড, **সীমানা:** উত্তরে- চন্দনা দেবনাথের খালি জমি দ্বারা, দক্ষিণে- সমীর দাসের সংযুক্ত ভবন দ্বারা, পূর্বে- সন্তোষ দেবনাথের বাড়ি দ্বারা, পশ্চিমে- পৌরসভার রাস্তা।	ক) ২০.০৯.২০২২ খ) **১৯,৮৮,৭২৬.১১ টাকা (উনিশ লক্ষ অষ্টআশি হাজার সাতশত ছাব্বিশ টাকা এবং এগারো পয়সা মাত্র)** ৩০.০৮.২০২২ পর্যন্ত ধার্য সুদ ১৯.০৯.২০২২ অনুযায়ী + আরও সুদ গ) ০৩.১২.২০২২ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ২৬,৭১,৩৮০.০০ টাকা খ) ২,৬৭,১৩৮.০০ টাকা গ) ১,০০,০০০.০০ টাকা	ক) ২৮.১১.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ০৪:০০টা পর্যন্ত খ) নেই
১৪.	**ভগবানগোলা (০২৩২২০)** **মোঃ মেকাইল (ঋণগ্রহীতা)** গ্রাম- বাটিকামারি, পোস্ট বাহাদুরপুর, থানা- ভগবানগোলা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৫ **মহঃ এসরাফিল,** পিতা আবদুল মান্নান মন্ডল **(জামিনদার)** গ্রাম- বাটিকামারি, পোস্ট বাহাদুরপুর, থানা- ভগবানগোলা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৩৫ **PUNBU47026096**	কসবা বাহাদুরপুর মৌজায় অবস্থিত জমি এবং একতলা আবাসিক ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং ৫৬, এলআর প্লট নং ১৫৩১, এলআর খতিয়ান নং ৩৮৩০, পরিমাপ ৮.৫ ডেসিমেল, জমির ধরণ- ভিটি, মহম্মদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, জেলা- মুর্শিদাবাদ, ২০১০ সালের উপহারের দলিল নং ১৩৯০৩, এডিএসআর ভগবানগোলাতে রেজিস্টার্ড। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত- উত্তরে- বাবলু রহমানের খালি জমি, দক্ষিণে- বার্তিকামারী কাঁচা রাস্তা, পূর্বে- সোলেমান হকের পুকুর, পশ্চিমে- মতিউর রহমানের বাড়ি দ্বারা।	ক) ১৭.০৯.২০২২ খ) **১৮,২২,১২৪.১৫ টাকা (আঠারো লক্ষ বাইশ হাজার একশত চব্বিশ টাকা এবং পনেরো পয়সা মাত্র)** ৩১.০৩.২০২১ পর্যন্ত ধার্য সুদ ১৬.০৯.২০২২ অনুযায়ী + আরও সুদ গ) ১৪.০২.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ১৪,২২,৯৬৯.০০ টাকা খ) ১,৪২,২৯৭.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা	ক) ২৮.১১.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ০৪:০০টা পর্যন্ত খ) নেই
১৫.	**আমতলা (০৭৮৯২০)** **শাবির হোসেন মেসার্স এক্সক্লুসিভ বাজার এর মালিক। (ঋণগ্রহীতা)** গ্রাম- আমতলা দুর্গাপুর পুরাতনপাড়া, পোস্ট আমতলা, থানা- নওদা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১২১ **সেখ নিজির হোসেন (জামিনদার)** পিতা মৃত কাদের হোসেন, গ্রাম- আমতলা দুর্গাপুর পুরাতনপাড়া, পোস্ট আমতলা, থানা- নওদা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১২১ **PUNBU64748714**	জমি ও ভবন সম্বলিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যা মৌজা, সুরাঙ্গাপুর এ অবস্থিত, জেএল নং-২৬, আরএস খতিয়ান নং ১৩৪১, ৩৬৬ এল.আর. খতিয়ান নং. ৪২৩৫, আর.এস. দাগ নং ৩৫৪২, এলআর দাগ নং ২০৭৭ এলাকার পরিমাপ ০৪ ডেসিমেল তথায় থাকা দু'তলা নির্মিত ভবন সহ ৫ নং নওদা গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমার মধ্যে, পোস্ট ও থানা- নওদা, জেলা- মুর্শিদাবাদ। **মালিক:** সেখ নাজির হোসেন, পিতা-মৃত কাদের হোসেন, গ্রাম- আমতলা দুর্গাপুর পুরাতনপাড়া, পোস্ট- আমতলা, থানা- নওদা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১২১। **সীমানা:** উত্তরে- সাইবুল সেখ-এর খালি জমি, দক্ষিণে- কমন প্যাসেজ ও কেবেরিয়া সেখ, পূর্বে- বাছাদ সেখ, পশ্চিমে- চাঁদ সেখের বাড়ি দ্বারা।	ক) ১০.০৮.২০২১ খ) **১০,৩১,৯৪১.২২ টাকা (দশ লক্ষ একত্রিশ হাজার নয়শো একচল্লিশ টাকা এবং বাইশ পয়সা মাত্র)** ৩১.০৩.২০২১ পর্যন্ত ধার্য সুদ ১০.০৮.২০২১ অনুযায়ী + আরও সুদ গ) ২০.০১.২০২২ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ১৩,৫৮,৭৭৫.০০ টাকা খ) ১,৩৫,৮৭৮.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা	ক) ২৮.১১.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ০৪:০০টা পর্যন্ত খ) নেই

শর্তাবলি

বিক্রয়টি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এবং নিম্নলিখিত আরও শর্তাবলী সাপেক্ষ হবে :-

১) সম্পত্তিগুলি বিক্রি হতে যাচ্ছে "**যেখানে যেমন আছে**" এবং "**যেখানে যা আছে**" এবং "**যেখানে যা-কিছু আছে**" ভিত্তিতে।

২) অত্র উপরে বর্ণিত তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলির বিবরণ অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম তথ্যের উপর নির্ভর করে বর্ণিত, তবে কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা কিছু বাদ যাওয়া যদি এই ঘোষণায় পরিলক্ষিত হয়, তার জন্য অনুমোদিত অফিসার জবাবদিহি-যোগ্য হবেন না।

৩) নিম্নস্বাক্ষরকারী বিক্রয়কার্য করবেন ই-অকশন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে যা ব্যবস্থিত হয়েছে ওয়েবসাইট **https://www.mstcecommerce.com** -তে **২৮.১১.২০২৩ তারিখ বেলা ১১.০০টায়।**

৪) **বিক্রির বিস্তারিত শর্তাবলির জন্য দেখুন www.ibapi.in, www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app এবং www.pnbindia.in**

তারিখ: ৩১.১০.২০২৩
স্থান: বহরমপুর

অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

সম্পাদকীয়

পরিযায়ী পাখিদের রক্ষা সকলকে করতে হবে

শীতের সময় অতিথি পাখির আগমন প্রকৃতির একটি ছন্দোবদ্ধ নিয়ম। বালিহাঁস, কাদাখোঁচা, সরালি, বাটুল, চখাচখি, শামুকখোল, খোপাডুবুরি-সহ অন্যান্য পাখির চঞ্চল ওড়াউড়ি মুগ্ধ করে যে কাউকে। শীতের দৌরাত্ম্য কমে গেলে পাখিগুলো তাদের ঠিকানায় ফিরে যায়। দুঃখের বিষয় হল, প্রশাসনের অবহেলার কারণে পাখি শিকারিদের শ্যেনদৃষ্টি তারা এড়াতে পারে না। দেশে পরিযায়ী পাখিদের নিরাপত্তা দেওয়ার আইন থাকলেও (বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইন ১৯৭২) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার এ ব্যাপারে গা-ছাড়া ভাব লক্ষ করা যায়। এমনিতেই প্রাকৃতিক জলাভূমি কমে যাওয়া এবং দূষণের ফলে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা কমে যাচ্ছে। এর উপর চোরাশিকারিরা জালের ফাঁদ পেতে কিংবা এয়ারগান কিংবা কীটনাশক মিশিয়ে 'বিষটোপ' তৈরি করে অবাধে পাখি শিকার করে।

প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা, জীববৈচিত্র সংরক্ষণ ও নিজেদের স্বার্থে পরিযায়ী পাখি নিধনের মতো অমানবিক কাজ পরিহার করে মানবিক হওয়া প্রয়োজন এবং পাখিদের জন্য প্রাকৃতিক অভয়ারণ্য সৃষ্টি করা খুবই জরুরি। অন্যথায় পৃথিবীতে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া অন্যান্য প্রাণীর মতো পক্ষিকুলও এক দিন বিলুপ্তির পথে চলে যাবে। বস্তুত প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণের স্বার্থে পরিযায়ী পাখিদের বাঁচানোর দায়িত্ব আমাদের সবার।

পরিশেষে বলব, সচেতন রাজ্য প্রশাসন, গণমাধ্যম এবং শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিক সমাজ ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে সম্মিলিত উদ্যোগ করতে হবে এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও এলাকার সচেতন লোকদের এই কাজে জুড়তে হবে। দিনদিন যত আমরা ডিজিটাল হয়ে পড়ছি, তত আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া শরীর ও মনকে ভালা রাখা নির্মল আনন্দের রসদ। শীতের সময় এই পরিযায়ী পাখিরা কিন্তু এনে দেয় এক নির্মল আনন্দের ছোঁয়া। যা হয়তো আমাদের মোবাইল বা টিভি কখনই এনে দিতে পারবে না।

শাশ্বত কথা

বাসনা

বাসনা কর্মানুসারে পৃথিবীতে এসে জন্মায়। এখান থেকে কেউ বা মুক্তি লাভ করে, কেউ বা নীচ যোনি সব ভোগ করে। চক্রের মতো সৃষ্টি চলছে। যে-জন্মে মন বাসনাশূন্য হয়, সেইটি শেষ জন্ম। মানুষ স্বভাব ছাড়তে পারে না। চৈতন্যদেব বলেছিলেন, (পূর্ব) স্বভাব ছেড়ে যে আমার ভজনা করে, তাকে আমি ভজনা করি। সংসারে কত রকম লোক থাকে। সব সহ্য করে থাকতে হয়। ঠাকুর বলতেন, 'শ, ষ, স-তিনটে স। যে সয় সেই রয়।' পৃথিবীর মতো সহ্যগুণ চাই। পৃথিবীর উপর কত রকমের অত্যাচার হচ্ছে, অবাধে সব সইছে, মানুষেরও সেই রকম চাই। ওদের কি আর নিবৃত্তি আছে? ওদের কিছুতেই নিবৃত্তি হবে না। শত দিলেও না। সংসারী লোকদের কি আর নিবৃত্তি হয়?

— শ্রীশ্রী মা সারদা

জন্মদিন

আজকের দিন

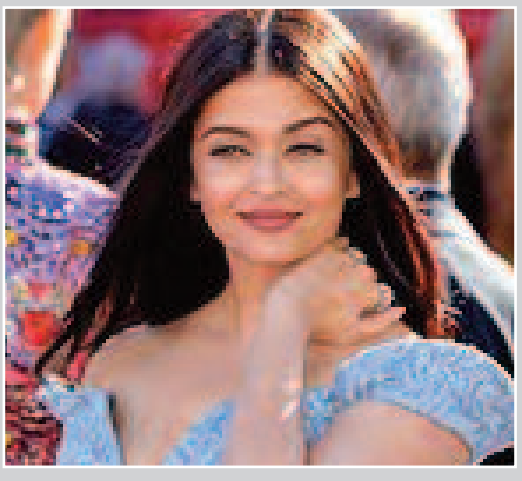

ঐশ্বর্য রাই

১৯২৭ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এবিএ গনিখান চৌধুরীরর জন্মদিন।*
১৯৭৩ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী ঐশ্বর্য রাইয়ের জন্মদিন।*
১৯৭৪ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় ভিভিএস লক্ষ্মণের জন্মদিন।*

পিএম-স্বনিধি অন্তর্ভুক্তিমূলক ঔদ্যোগিকতার প্রসার ঘটাচ্ছে, এখনও পর্যন্ত ৯,১৫২ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে

প্রধানমন্ত্রী এই প্রকল্পটির ইতিবাচক পরিবর্তনমূলক বিষয়টির প্রশংসা করেছেন

রাস্তার হকারদের জন্য ভারত সরকারের অতিক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প 'পিএম-স্বনিধি' অন্তর্ভুক্তিমূলক ঔদ্যোগিকতার প্রসার ঘটাচ্ছে এবং সদর্থক পরিবর্তন নিয়ে আসছে লিঙ্গসাম্যের প্রশ্নেও। 'পিএম-স্বনিধি'-র পুরো নাম হল পিএম স্ট্রিট ভেন্ডার্স আত্মনির্ভর নিধি।

কোভিড-১৯ অতিমারী চলাকালীন আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রক ২০২০-র পয়লা জুন এই প্রকল্পটি চালু করে। এর আওতায় তালিকাভুক্ত রাস্তার হকারদের ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত জামিন ছাড়াই ঋণ দেওয়া হয়। প্রথম পর্যায়ে ঋণ দেওয়া হয় ১০ হাজার টাকা। ঐ ঋণ পরিশোধ করলে প্রাপক দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০ হাজার টাকা ঋণ পেয়ে থাকেন। দ্বিতীয় পর্যায়ের ঋণও শোধ করলে তৃতীয় পর্যায়ে ৫০ হাজার টাকা ঋণ দেওয়া হয়।

এসবিআই-এর সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায় এই প্রকল্পটির সাফল্যের উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, প্রাপকদের ৪৩ শতাংশই মহিলা। শুধু তাই নয়, 'পিএম-স্বনিধি'র আওতায় উপকৃতদের ৪৪ শতাংশ অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত এবং ২২ শতাংশ তপশিলি জাতি ও উপজাতি গোষ্ঠীভুক্ত।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এই সমীক্ষার রিপোর্টটি তাঁর ব্লগে শেয়ার করেছেন। প্রকল্পটির ইতিবাচক পরিবর্তনমুখিনতার প্রশংসা করেছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার সৌম্য কান্তি ঘোষের বিশদ গবেষণা 'পিএম-স্বনিধি' প্রকল্পের ইতিবাচক প্রভাবটিকে স্পষ্ট করে তুলেছে। এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রকৃতি এবং কিভাবে তা প্রান্তিক মানুষের আর্থিক ক্ষমতায়ন সম্ভব করে তুলছে তা স্পষ্ট হয়েছে।'

প্রকল্পটিতে নিয়মিত ভিত্তিতে ঋণ পরিশোধকারীদের বিশেষ সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। তাঁরা সুদে ৭ শতাংশ ভর্তুকি পেয়ে থাকেন। ডিজিটাল লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রতি বছর ১,২০০ টাকা পর্যন্ত ছাড় মেলে।

'পিএম-স্বনিধি' প্রকল্পের ড্যাশবোর্ড অনুযায়ী, ২০২৩-এর ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত প্রথম পর্যায়ে ৫৭.২০ লক্ষ, দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৫.৯২ লক্ষ এবং তৃতীয় পর্যায়ে ১.৯৪ লক্ষ আবেদনের ভিত্তিতে ঋণ পেয়েছেন।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রথম পর্যায়ে পাওয়া ১০ হাজার টাকা ঋণ পরিশোধ করে দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০ হাজার টাকা ঋণ নেওয়া সুবিধাভোগীর অনুপাত ৬৮ শতাংশ। একইভাবে, দ্বিতীয় পর্যায়ে পাওয়া ২০ হাজার টাকা ঋণ পরিশোধ করে তৃতীয় দফায় ৫০ হাজার টাকা ঋণ নেওয়া সুবিধাভোগীর অনুপাত ৭৫ শতাংশ। এর থেকে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক রাস্তার হকারদের মধ্যে আর্থিক শৃঙ্খলা মেনে চলার মনোভাব ফুটে ওঠে। এখনও পর্যন্ত ব্যাঙ্কগুলি এই প্রকল্পের আওতায় মোট ৯,১৫২ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে।

ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রথম সারিতে রয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি। এর মধ্যে শুধুমাত্র স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াই প্রকল্পটির আওতায় প্রদত্ত মোট ঋণের অঙ্কের ৩১ শতাংশ দিয়েছে। এর পরেই রয়েছে যথাক্রমে ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এবং পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক।

'পিএম-স্বনিধি'র ড্যাশবোর্ড বলছে, ৫.৯ লক্ষ ঋণ প্রাপকই ছ'টি বড় শহরের। ৭.৮ লক্ষ প্রাপক ১০ লক্ষের বেশি জনসংখ্যাবিশিষ্ট শহরগুলির তালিকায় থাকা প্রথম ১০টি শহরের। বড় শহরগুলির মধ্যে 'পিএম-স্বনিধি' অ্যাকাউন্টধারীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি আমেদাবাদে (১,৩৭,৫১৬)। এর পরেই রয়েছে লক্ষ্ণৌ (১,৩৫,৫৮১), ইন্দোর (১,১২,০১৫), কানপুর (১,০৯,৯৫২) এবং মুম্বাই (৯৯,২০৯)। ঋণের টাকা সক্রিয়ভাবে খরচ করা প্রাপকের অনুপাত সবচেয়ে বেশি বারাণসীতে (৪৫ শতাংশ)। এরপর রয়েছে বেঙ্গালুরু (৩১ শতাংশ), চেন্নাই (৩০ শতাংশ) এবং প্রয়াগরাজ (৩০ শতাংশ)।

২০২০ সালে মোদী সরকারের চালু করা 'পিএম-স্বনিধি' প্রকল্প হল শহরের রাস্তার হকারদের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প। এর আওতায় জামিন ছাড়াই ৫০ হাজার টাকা ঋণ পাওয়া যেতে পারে। এসবিআই-এর সাম্প্রতিক 'পিএম-স্বনিধি তৃণমূল স্তরের অসংগঠিত ব্যবসায়ীদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দেশের সামাজিক কাঠামোর সশক্তিকরণ' শীর্ষক সমীক্ষা প্রতিবেদনে 'পিএম-স্বনিধি'র ইতিবাচক পরিবর্তনমুখিনতার বিষয়টি নিয়ে বিশদে আলোচনা রয়েছে। সেখানে যে বিষয়গুলি উঠে এসেছে তা হল -

- 'পিএম-স্বনিধি' অন্তর্ভুক্তিমূলক ঔদ্যোগিকতা নিশ্চিত করেছে
- এই প্রকল্প ধারাবাহিকভাবে শহরের প্রান্তিক ক্ষুদ্র উদ্যোগপতিদের নিজের আওতায় নিয়ে এসেছে। এক্ষেত্রে গোষ্ঠীগত ভেদাভেদ নেই।
- প্রতিবেদনে বলা হয়েছে 'সুবিধাভোগীদের প্রায় ৭৫ শতাংশ সাধারণ বর্গের অন্তর্ভুক্ত নন। এর থেকে ইতিবাচক পরিবর্তনের প্রশ্নে প্রকল্পটির কার্যকারিতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।'
- ঋণ প্রাপকদের ৪৪ শতাংশ অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত। ২২ শতাংশ তপশিলি জাতি ও উপজাতি গোষ্ঠীভুক্ত।
- প্রাপকদের ৪৩ শতাংশ মহিলা। প্রতিবেদন বলছে 'ঋণ প্রাপকদের মধ্যে মহিলাদের এই অনুপাত শহরাঞ্চলের উদ্যোগী মহিলাদের ক্ষমতায়নের সাক্ষ্য দেয়। ফলে, 'স্বনিধি'কে লিঙ্গসাম্য প্রতিষ্ঠার একটি মাধ্যম বলা যেতে পারে।'
- অধ্যবসায়ীর অনুপাত বৃদ্ধি (দ্বিতীয় পর্যায়ের / প্রথম পর্যায়ের ঋণ পরিশোধ)
- প্রতিবেদনে বলা হয়েছে নিয়মনিষ্ঠ ও অধ্যবসায়ীর অনুপাত (দ্বিতীয় পর্যায়ের / প্রথম পর্যায়ের ঋণ পরিশোধকারী) বৃদ্ধি 'পিএম-স্বনিধি' প্রকল্পের জনপ্রিয়তা ও চাহিদাকে তুলে ধরে। আগের পর্যায়ের ঋণ পরিশোধ করে যাঁরা ফের ঋণ নিচ্ছেন, তাঁদের বিশেষ সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে এই প্রকল্পে। তাঁদের এই প্রবণতা অন্যদের ওপরও ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।
- প্রকল্পটির আওতায় নিয়মিত ভিত্তিতে ঋণ পরিশোধকারীরা সুদে ৭ শতাংশ ভর্তুকি পেয়ে থাকেন। বার্ষিক ভিত্তিতে ১,২০০ টাকা দেওয়া হয় তাঁদের।

তিনটি পর্যায়ে প্রায় ৭০ লক্ষ আবেদনের ভিত্তিতে ঋণ মঞ্জুর হয়েছে। উপকৃত হয়েছেন ৫৩ লক্ষেরও বেশি হকার। প্রদত্ত ঋণের মোট পরিমাণ ৯,১০০ কোটি টাকার বেশি।

- 'পিএম-স্বনিধি' অ্যাকাউন্টধারীদের গড় ভোগ ব্যয়ে ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি। ব্যক্তির ভোগ ও চাহিদার ক্ষেত্রে আয়ের বড় ভূমিকা রয়েছে অবশ্যই। আয় বৃদ্ধির অর্থ ভোগ ব্যয়ের বৃদ্ধি।
- প্রতিবেদন বলছে, পিছিয়ে থাকা মানুষের আর্থিক উন্নয়নে 'পিএম-স্বনিধির সাফল্য যথেষ্ট। গবেষকরা মনে করেন, মাত্র ১০ হাজার টাকার ঋণ 'পিএম-স্বনিধি' অ্যাকাউন্টধারীদের কাছে খুবই সুবিধাজনক হয়ে উঠেছে। প্রতিবেদন আরও বলছে 'ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে 'পিএম-স্বনিধি' অ্যাকাউন্টধারীদের ব্যয়ের অনুপাত অর্থ বছর ২১-এর তুলনায় ৫০ শতাংশ বেড়ে অর্থ বছর ২৩-এ দাঁড়িয়েছে ৮০ হাজার টাকা।'
- খুবই কম অঙ্কের প্রারম্ভিক মূলধনের ব্যবস্থা করাতেই মাত্র দু'বছরে গড় মাথাপিছু ব্যয় ২৮ হাজার টাকা বেড়েছে।
- ঋণ গ্রহীতাদের দুই-তৃতীয়াংশ ২৬-৪৫ বছর বয়সসীমার
- 'পিএম-স্বনিধি' প্রকল্পে ঋণ গ্রহীতাদের ৬৫ শতাংশ ২৬-৪৫ বছর বয়সসীমার।
- গড় হিসেবে, ২৫ বছরের নিচে থাকা এবং ৬০ বছরের ওপরে থাকা ঋণ গ্রহীতার ৬৩ শতাংশ ঋণের টাকা হাতে পাওয়ার পর বেশি খরচ করছেন।
- জন ধন ব্যাঙ্কিং পরিষেবার বাইরে থাকা মানুষজনের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের ব্যবস্থা করেছে। 'পিএম-স্বনিধি' ঋণ পাওয়া থেকে বঞ্চিতদের ঋণের সুবিধা দিয়েছে
- জন ধন প্রকল্পে উপকৃতদের ঋণ পাওয়ার মাধ্যম হিসেবে 'পিএম-স্বনিধি'কে দেখে এসবিআই-এর গবেষণা এই প্রকল্পে ঋণের টাকা পাওয়া জন ধন প্রাপকদের ব্যয়ের দিকটি পর্যালোচনা করেছে।
- দেখা গেছে, ২০২২ অর্থবর্ষে প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনার আওতাধীন যেসব উপভোক্তা 'স্বনিধি'র ঋণ নিয়েছেন, তাঁদের ব্যয়ের গড়, যাঁরা ঋণ নেননি তাঁদের তুলনায় ১,৩৮৫ টাকা বেশি।
- ডিজিটাল প্রণালী গ্রহণের ক্ষেত্রে আচরণগত পরিবর্তন 'পিএম-স্বনিধি' ডিজিটাল লেনদেনের গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়েছে। জন ধন যোজনায় উপকৃতদের মধ্যে যাঁরা 'পিএম-স্বনিধি' প্রকল্পের আওতায় ঋণ নিয়েছেন, তাঁদের ৯.৫ শতাংশ সংখ্যায় ১০টির কম ডিজিটাল লেনদেন করতেন। এখন তাঁরা আরও বেশি মাত্রায় ডিজিটাল লেনদেনে সামিল হয়েছেন।
- বড় এবং ১০ লক্ষের বেশি জনসংখ্যাবিশিষ্ট শহরে 'পিএম-স্বনিধি' অ্যাকাউন্টধারীর আচরণগত চিত্র
- বড় এবং ১০ লক্ষের বেশি জনসংখ্যাবিশিষ্ট শহরগুলির মধ্যে বারাণসীতে 'পিএম-স্বনিধি' প্রকল্পের আওতায় ঋণপ্রাপ্তদের ৪৫ শতাংশ সক্রিয়ভাবে ব্যয় করে থাকেন। সংশ্লিষ্ট অনুপাতটির নিরিখে এরপরের শহরগুলি হল যথাক্রমে বেঙ্গালুরু, চেন্নাই, প্রয়াগরাজ ইত্যাদি।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এই সমীক্ষার রিপোর্টটি তাঁর ব্লগে শেয়ার করেছেন। প্রকল্পটির ইতিবাচক পরিবর্তনমুখিনতার প্রশংসা করেছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার সৌম্য কান্তি ঘোষের বিশদ গবেষণা 'পিএম-স্বনিধি' প্রকল্পের ইতিবাচক প্রভাবটিকে স্পষ্ট করে তুলেছে। এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রকৃতি এবং কিভাবে তা প্রান্তিক মানুষের আর্থিক ক্ষমতায়ন সম্ভব করে তুলছে তা স্পষ্ট হয়েছে।' প্রকল্পটিতে নিয়মিত ভিত্তিতে ঋণ পরিশোধকারীদের বিশেষ সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। তাঁরা সুদে ৭ শতাংশ ভর্তুকি পেয়ে থাকেন। ডিজিটাল লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রতি বছর ১,২০০ টাকা পর্যন্ত ছাড় মেলে। 'পিএম-স্বনিধি' প্রকল্পের ড্যাশবোর্ড অনুযায়ী, ২০২৩-এর ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত প্রথম পর্যায়ে ৫৭.২০ লক্ষ, দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৫.৯২ লক্ষ এবং তৃতীয় পর্যায়ে ১.৯৪ লক্ষ আবেদনের ভিত্তিতে ঋণ পেয়েছেন।

বলছি 'বিজয়া দশমী'র কথা

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

দুর্গা পুজো শেষ। লক্ষ্মী পুজোও। শেষ দুই দেবীর প্রতিমা নিরঞ্জনও। চলছে বিজয়া দশমী পর্ব। ভারতবর্ষে বিজয়াদশমী বিভিন্ন ভাবে পালিত হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের দক্ষিণ,পূর্ব,উত্তর- পূর্বাঞ্চল তথা এই উপমাদেশের উত্তর ভারতীয় বিভিন্ন রাজ্যে 'বিজয়া দশমী ' ধর্ম পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষাকে কেন্দ্র করে মহিষাসুরকে বধ করে দেবী দুর্গার জয়কে স্মরণ করে দুর্গাপুজোর সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উত্তর,মধ্য তথা পশ্চিম ভারতীয় অঞ্চলে বিজয়া দশমীক' দশেরা 'হিসাবেও পালন করা হয়। এখানেও রাবণকে বদ করে রামের জয়ে বিজয় দিবস 'রামলীলা ' সমাপ্তি দিবস হিসাবে পালন করা হয়। সুতরাং আমরা উভয় ক্ষেত্রেই দেখি অশুভ শক্তির বিনাশে শুভ শক্তির জয়। আর সেই উপলক্ষে মিষ্টিমুখ। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে এই যুদ্ধতে অর্জুন একাই প্রায় এক হাজারের বেশি সৈন্যকে ধংস করেছিলেন। ভীষ্ম, দ্রোন, অশ্বত্থামা কর্ন ও কৃপ সহ সমস্ত কুরু যোদ্ধাকে পরাজিত করেন কর্ন। যা মন্দের প্রতি মঙ্গল অর্জনের এক তাৎপর্য বহন করে। সুতরাং' দশেরা 'ও 'বিজয়া দশমী 'সেম বার্তা বহন করে — তা হলো অশুভ শক্তির বিনাশ। আমাদের হিন্দু ধর্ম এখানেই অনেকটা রিচ।

বিজয়া দশমীতে আমদের বড়দের প্রণাম এবং সমবয়সীদের মধ্যে কোলাকুলি একটা ঢল দেখা যায়। এটা অনেক প্রাচীন। এখন কমলেও থামবে না কোনোদিন। সেই সঙ্গে আনন্দমুখর এই পর্বে মিষ্টি মুখ করানো হয়। এক্ষেত্রে এই সময় কোনো বাড়ি গেলেও সাধারণত মিষ্টি নিয়ে যাওয়ার রেওয়াজও দেখা যায়। এটা চলে কালি পুজোর আগে অবধি। মানে দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জনের ১৯/২০ দিনের মাথায়। একটা সময় 'শুভ নববর্ষ 'থেকেও 'শুভ বিজয়া 'বলার ঢল বেশি ছিল। এখন একটু কমলেও কাঁপেনি।

এক্ষেত্রে আমাদের ছোটবেলাগুলি খুব মজাদার। প্রণামের ঘটা দেখা যেত মাত্রাছাড়া। স্কুলের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিজয়া দশমীতে প্রবল উৎসাহ দেখা যায়। এখানে মিষ্টির লোভ যে একেবারে গুরুত্বহীন তা বলা যাবে না। বরং সেই গুরুত্বটাই আসল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এরপর পরে রইল একটু বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করার ছুঁতো। না, একটু না বরং অনেকটা। আর বিশেষ বন্ধু হলে তো কোনো কথা হবে না। ' না এক এক করে অনেক বাড়ি হয়ে গেলো। এবার ফেরার পালা।' আবার লক্ষ্মী পুজোর নিমন্ত্রণ। মানে বাড়ি বাড়ি যাওয়ার কি ঢল। সত্যি একটা দুর্গাপুজো না থাকলে তা জানা যেত না। এরপর রয়েছে কলেজে পড়া ছেলেমেয়ে। তারা আবার অনেক বুঝদার। কেউ খুব সাবধানী আবার কেউ খুব উড়নচন্ডী। মানে থোড়াই কেয়ার কাউকে। কারো কথা শুনলে তো। বড়জোর বলবে আমার আসতে বেশ রাত হবে। কেন, কোথায়, কিভাবে, কার সঙ্গে,কত রাত কিছুই ঠিকমতো বলবে না। হয়তোবা মুখের উপর বলেই বসবে — অত তোমার জানার তো দরকার নেই। আবার সাবধানীরা হয়তোবা মা'কেই শাড়িটা চয়েজ করতে বলবে। উদ্দেশ্য সেই একই। মানে দশমী সেলিব্রেট করা। একটা দুর্গাপুজো না থাকলে কি এত কিছু বোঝা যেত!

ওদিকে এই সময়ে বাড়ির বাবা বা বাড়ির বড়রা একেবারে রেডি থাকে মিষ্টি আনাতে। কিছু কমন মিষ্টি এখন সবার ঘরে ঘরে। যেমন সিতাভোগ,মিহিদানা, নিমকি, গজা, নিকুটি, বোদে এই সব আরকি। কারো কারো আবার এই সময়ে বাড়িতে বন্ধু বান্ধব, আত্মীয়স্বজন থেকে শুরু করে প্রতিবেশীর উপচে পড়া আগমন দেখা যায়। আবার সেই বাড়ি যদি শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত থাকে মানে স্কুল বা গৃহশিক্ষক হয় তবে তো কোনো কথায় নেই। আর সে শিক্ষক যদি খুব জনপ্রিয় হয় তবে তো ভিড় সামলাতেও লোক লাগবে। তবে ভরসার কথা এ সময় কোনো না কোনো সিনিয়র ঠিক জুটেও যায়। আর ছাত্র ছাত্রী এ সুযোগ তো কোনো মতেই হাতছাড়া করে না। অনেক মাষ্টারমশাই তো সেই কারণে লক্ষ্মীপুজোয় সকল ছাত্র-ছাত্রী কে অনেক আগেই নিমন্ত্রণ করে রাখে। উদ্দেশ্য দশমীর পর্ব যাতে লক্ষ্মীপুজোয় মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। আর অনেক ক্ষেত্রেই সেটাই হয়। তবে একটা দুর্গাপুজো না থাকলে তো এত আবেগ থাকতো না। হোক না তো অল্প শ্রদ্ধা কিংবা অনেকটা ছুঁতো।

তবে আবেগ যে থাকে তা কি করে অস্বীকার করা যায়! ধরা যাক অনেক ভাইবোন। সবাই স্যেটেল। ভিন দেশ থেকে তো এমনি ছুটে আসেনি। মা বাবা এখনো বেচেঁ আছেন। পুজো কাটাতে সবাই এখন এখানে। একেবারে হৈ হৈ কান্ড। এই দশমীতে কোন দিক থেকে কত রকম যে মিষ্টি চলে আসবে তার ইয়ত্তা নেই। দু'এক জন যে এর মধ্যে সুগার, ডায়াবেটিস পেশেন্ট। তবুও মিষ্টি খেতে কোনো আপত্তি নেই। ডক্টরও নাকি এটা পারমিট করে। না, না ওসব কিছু নয়, আসলে ছুঁতো। তবে দশমীর মেজাজটাই আসল। হয়তো আপনি জানতেও পারবেন না নিকুতি গুলি কোথাও গেলো! — 'আরে ওটা গাবলু খেয়েছে।' আর যে বলছে সে যে নিমকি গুলি কখন স্যাটিয়ে দিয়েছে তা কি গাবলু টের পাইনি! দু'জনের বয়স চার সাড়ে চার। সুতরাং ওদের আছে মায়ের ছাড়। তাই দশমীটা ওদের খুব স্পেশাল, বেশ ভালো। আসলে দুর্গাপুজো ছিল বলে এত কিছু হলো।

আসা যাক ওদের কথায়। ওর মানে যারা রাস্তায় থাকে। 'ও মা! দেখ আজ আবার কে মিষ্টি দিয়ে গেলো।' আরও বললো — মা, সেদিন জামা দিয়ে গেলো আর আজ মিষ্টি --কেনো? মা জনালো দু'টোই দুর্গাপুজোর জন্য। মায়ের চোখে তখন থিকি থিকি জল। ভাবছে ওর বাবা থাকলে এভাবে অপেক্ষায় থাকতে হতো না। পরক্ষনেই ভাবে ওর বাবা গেলেও আরেক মা তো সব যুগিয়ে যাচ্ছে। আরেক মা এখানে উমা

মানে দেবী দুর্গার কথা বলছে তা বুঝতে ওই বাচ্চাটারও কোনো অসুবিধা হয় না। সুতরাং ওরা ওতেই খুশি। একটা দুর্গা পুজোও না থাকলে কিংবা তার দশমী না থাকলে তো তা বোঝা যেত না। মধ্যবিত্ত,গরীব ভিখারি উন্মাদ-পাগল সবাই খুশি এই পুজো ঘিরে। আমরা দেখতে পাই খুশির আবহাওয়ায় মানুষ কত শান্ত স্নিগ্ধ হয়ে যার এই পুজো ঘিরে।

তবে তো এই বিজয়া দশমী একটা আবেগ, একটা মূল্যবোধ,একটা পবিত্রতার জন্ম দেয়। আমাদের অনেক ভুলে যাওয়া রীতিকে জাগিয়ে দেয় এই বিজয়া দশমী। সম্মান শ্রদ্ধায় যায় হোক না কেনো একটা দুর্গাপুজো যা পারে তা অন্য পুজো কোনোভাবেই পারে না। কত আবেগ, কত স্মৃতি জড়িয়ে মানুষের এই পুজো ঘিরে। আর সেই সাথে প্রতিমা নিরঞ্জনের পর বিজয়া দশমীর যাত্রায় তা পূর্ণ মাত্রা পায়। সুতরাং এটা তো কম পাওয়া নয়। এটা হিন্দু না হলে বোঝা যেত না। আর বাঙালি না হলে এত ভালোভাবে বোঝা যেত না। কি মানবেন তো?

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ফের কাঠগড়ায় মালদা মেডিক্যাল কলেজ, প্রসূতি মৃত্যুর ঘটনায় উত্তপ্ত হাসপাতাল চত্বর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: চিকিৎসায় গাফিলতি জেরে এক প্রসূতির মৃত্যুর ঘটনায় তুমুল উত্তেজনা ছড়ালো মালদা মেডিক্যাল কলেজের মাতৃমা বিভাগে। গত ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে আরো এক রোগী মৃত্যুর ঘটনা এবার মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ওই প্রসূতির মৃত্যুকে ঘিরে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি হয়ে ওঠে মাতৃভা বিভাগে। কর্তব্যরত চিকিৎসক এবং নার্সদের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ দেখিয়ে মেডিক্যাল কলেজের মাতৃমা বিভাগের সামনে বিক্ষোভ দেখান মৃত রোগীর আত্মীয়েরা। চরম বিক্ষোভ চলার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। কিন্তু পুলিশের সামনেই চিকিৎসায় গাফিলতি অভিযোগ এবং রোগী মৃত্যুর ঘটনাকে ঘিরে সরগরম হয়ে ওঠে।

মৃত প্রসূতির পরিবারের অভিযোগ, তাদের পরিবারের রোগীকে ভুল চিকিৎসায় মেরে ফেলা হয়েছে। এই ঘটনার জেরে দোষীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন মৃতের পরিবার।

পুলিশ ও মেডিক্যাল কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত মহিলার নাম টুলি খাতুন (২১) । তার স্বামীর নাম রাজিকুল শেখ। তাদের বাড়ি বামনগোলা থানার পাকুয়াহাট এলাকায়। গত রবিবার গভীর রাতে প্রসব যন্ত্রণা নিয়েই ওই মহিলা মালদা মেডিক্যাল কলেজের মাতৃভা বিভাগে ভর্তি হয়েছিল। মঙ্গলবার দুপুরে একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দেয় ওই মহিলা।

মৃত রোগীর পরিবারের অভিযোগ পুত্র সন্তান জন্ম দেওয়ার পর মা ও ছেলে দু'জনেই ভালো ছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই দুপুর থেকেই মেডিক্যাল কলেজের কর্তব্যরত চিকিৎসক ও নার্সরা আমাদের বলতে থাকে রোগীর অপারেশন করতে হবে এবং তার জন্য রক্তের প্রয়োজন। আমরা কোনো কিছুর ত্রুটি রাখেনি। সময় মতো রোগীর রক্ত দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি এবং অপারেশন যাতে ভালো মতো হয় সেও কোথাও চিকিৎসকদের জানিয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের অপারেশনের পরেও রোগীর সম্পর্কে কিছুই জানানো হয়নি। এরপর এদিন রাতে হঠাৎ করে জানানো হয় টুলি খাতুন মারা গিয়েছে। মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল ডা পার্থ প্রতিম মুখার্জি অবশ্য জানিয়েছেন, চিকিৎসায় কোনও গাফিলতি ছিল না। তবে যদি কোনও অভিযোগ হয়, সেটি অবশ্যই খতিয়ে দেখা হবে।

‘হাওয়া’র পরিচালক গীতিকারকে পাঠালেন সাম্মানিক

মিলন গোস্বামী ● সিউড়ি

গত কয়েক মাস ধরেই নেট মাধ্যমে ‘হাওয়া’ সিনেমা ঘিরে বিতর্কের ঝড় উঠেছিল, আর এই ঝড়ের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল একটি জনপ্রিয় গান ‘আটটা বাজে দেরি করিস না..’

এই গান ঘিরেই বিতর্ক তৈরি হওয়ার পর অবশেষে মধুরেণ সমাপয়েৎ। এই গানটির স্রষ্টা বীরভূমের লালকুঠি পাড়ার বাসিন্দা মনিরুদ্দিন আহমেদ। বাংলাদেশে সমুদ্র আর জেলেদের গল্প নিয়ে জনপ্রিয় সিনেমা ‘হাওয়া’য় ব্যবহৃত হয়েছে মনিরুদ্দিন সাহেবের গানটি। অথচ সেখানে গীতিকার বা সুরকার হিসেবে তাঁর নাম উল্লেখ না হওয়ায় বিতর্কের সূত্রপাত ঘটেছিল। গীতিকার সুরকার মনিরুদ্দিন আহমেদ আক্ষেপের সঙ্গে বলেন, ‘১৯৮৬ সালে এই গানটি রচনা করেছিলাম, তখন সিউড়ির টিন বাজারে মাছের দাম ছিল ৩০ টাকা। আর সুর করার সময় ছাদ পিটুনিদের গান মাথায় রেখে ছিলাম।’

তাঁর প্রথমে আক্ষেপ থাকলেও এখন তিনি খুশি। কারণ বাংলাদেশ থেকে পরিচালক তাঁকে ফোন করেছিলেন ও পাঠিয়েছেন বাংলাদেশি এক লক্ষ টাকা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৭৫ হাজার টাকা। অবশ্য হাতে তিনি স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে পেয়েছেন ৬৯ হাজার ৫০০ টাকা টাকা। স্বীকৃতি মেলায় খুশি পরিবার ও খুশি বীরভূম জেলা নৃত্য-গান মেলা উৎসব কমিটিও। খুশি গণনাট্য সংঘও।

শিল্পীকে যথাযথ মর্যাদা দেওয়ায় ‘হাওয়া’ সিনেমার পরিচালক মেজবাউর রহমান সুমনকে ধন্যবাদ জানিয়ে বীরভূম জেলা গান মেলায় আসার অনুরোধ জানিয়েছেন উৎসব কমিটির সম্পাদক মৃণালজিৎ গোস্বামী। ভিসার যদি কোনও সমস্যা না থাকে, তবে আগামী জানুয়ারি মাসে পরিচালক তাঁর টিম নিয়ে সিউড়ি শহরে আসতে পারেন বলেও পরিচালক জানিয়েছেন। শুধু তাই নয়, সুরকার ও গীতিকারের কথা জানতে পেরে ‘হাওয়া’ সিনেমায় তাঁর নাম অন্তর্ভুক্তি হওয়ায় খুশি সুরকার ও গীতিকার মনিরুদ্দিন আহমেদ ।

ডিভিসির ক্যানেল থেকে উদ্ধার তলিয়ে যাওয়া কিশোরীর দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: প্রায় ২২ ঘণ্টা পর উদ্ধার হল ডিভিসির সেচ খালের জলে তলিয়ে যাওয়া কাঁকসার ক্যানেলপারের ১১ বছর বয়সি বাতাসি মাহাতো নামে কিশোরীর দেহ। প্রসঙ্গত, সোমবার দুপুর ১২টা নাগাদ সেচ খালের জলে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যায়। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধারের চেষ্টা করলেও, সন্ধান পাওয়া যায়নি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ ও এসিপি সুমন কুমার জয়সওয়াল পৌঁছে উদ্ধার কাজ শুরু করেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের একটি দল। নামানো হয় ডুবুরি। সারারাত তল্লাশি চালিয়েও তলিয়ে যাওয়া নাবালিকাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। অবশেষে মঙ্গলবার সকাল ১০টা নাগাদ আউশগ্রামের জামতারার কাছে দেহ ভেসে থাকতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দিলে আউশগ্রাম থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। খবর দেওয়া হয় কাঁকসা থানার পুলিশকে। কাঁকসা থানার পুলিশ ওই কিশোরীর বাড়িতে খবর দেয়।

Ludlow — লাডলো জুট অ্যান্ড স্পেশালিটিজ লিঃ
রেজিস্টার্ড অফিস : কেসিআই প্লাজা, ৫ম তল,
২৩সি আশুতোষ চৌধুরী অ্যাভিনিউ, কলকাতা- ৭০০০১৯
CIN: L65993WB1979PLC032394
ফোন : ৯১-৩৩-৪০৫০-৬৩০০/৬৩৩০/৩১/৩২ ফ্যাক্স নং ৯১-৩৩-৪০৫০-৬৩৩৩/৬৩৩৪
ই-মেল: info@ludlowjute.com ওয়েবসাইট: www.ludlowjute.com

পর্ষদের সভার বিজ্ঞপ্তি

সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস্) রেগুলেশনস ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৭-এর সঙ্গে পঠিত রেগুলেশন ২৯ অনুসারে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, কোম্পানির পরিচালন পর্ষদের সভা, **মঙ্গলবার, ৭ নভেম্বর, ২০২৩** তারিখে অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে **৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩** তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা করা হবে।
উপরোক্ত তথ্য কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ludlowjute.com -এর সঙ্গে সঙ্গে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com -এও পাওয়া যাবে।

পর্ষদের আদেশানুসারে
লাডলো জুট অ্যান্ড স্পেশালিটিজ লিঃ-র পক্ষে
স্থান: কলকাতা — **স্বা/- রাজেশ কে. গুপ্তা**
তারিখ: ৩১.১০.২০২৩ — **চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার**

SBI — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি বিধাননগর,
কোড নং : ১৫৩৪২, জোনাল অফিস বিল্ডিং (৫ম তল),
১/১৬, ভি আই পি রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৪
NOTICE U/S 13(2) OF THE SARFAESI ACT, 2002

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা : **শ্রী বট কৃষ্ণ ভঞ্জ** অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	দায়বদ্ধ অস্থাবর সম্পত্তি	নোটিশের তারিখ	এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ (নোটিশের তারিখ অনুযায়ী)
১.	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী বট কৃষ্ণ ভঞ্জ** পিতা খগেন্দ্র নাথ ভঞ্জ **ঠিকানা : ১)** বুধিখামারি ওয়ার্ড নং ২৬, ভাঞ্জাপুর, বারিপদা, ময়ূরভঞ্জ, ওড়িশা- ৭৫৭০০২। ২) প্লট নং ৬৫, ফরেস্ট পার্ক, অশোক নগর, এস ও -ওড়িশা- ৭৫১০০৯ ৩) বি১, হাইল্যান্ড উইলোজ এইচআইজি,৬০৬, ৭ম তল, রাজারহাট নিউ টাউন, আর্বান ভিলেজের নিকট,কলকাতা-৭০০১৫৭। **কার লোন এ/সি নং : ৩৮২৪৪৭১৯৬৫১** **মানিকতলা সিভিক সেন্টার শাখা**	ভেহিকেল নং **WB26BD2626**, ভেহিকেল মডেল : **CLA200D**, ভেহিকেল মেকার : মার্সিডিজ- বেঞ্জ ইন্ডিয়া প্রা লি। ইঞ্জিন নং : **৬৫১৯৩০৩৪৮৪৭২৪৩**, চেসিস নং : **WDD1173086L011457**, রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ : বারাসত আরটিও, পশ্চিমবঙ্গ, **মালিকের নাম : শ্রী বট কৃষ্ণ ভঞ্জ**	১৬.১০.২০২৩	০৯.১০.২০২৩	**৩৫,১৭,০৯০.০০ (পঁয়ত্রিশ লাখ সতেরো হাজার নব্বই টাকা) টাকা ১৬.১০২০২৩** অনুযায়ী। আপনারা উক্ত পরিমাণের সঙ্গে ব্যয় শুল্ক চার্জ ইত্যাদি সহ পরবর্তী সুদ চুক্তি মোতাবেক হারে আদায় দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাকে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

তারিখ : ০১.১১.২০২৩ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান - বিধাননগর — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

অ্যালফ্রেড হারবার্ট (ইন্ডিয়া) লিঃ
রেজিঃ অফিস: ১৩/৩ স্ট্র্যান্ড রোড,
কলকাতা-৭০০০০১
টেলিফোন: ২২২৬৮৬১৯
ই-মেল : kolkata@alfredherbert.com
ওয়েবসাইট : www.alfredherbert.co.in
CIN: L74999WB1919PLC0035169

বিজ্ঞপ্তি

৭ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখ মঙ্গলবার কোম্পানির পরিচালন পর্ষদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে যেখানে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে ত্রৈমাসিক ও ছয় মাস সমাপ্ত সময়ের অনিরীক্ষিত (স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড) আর্থিক ফলাফল নথিভুক্ত করা হবে।

পর্ষদের পক্ষে
শোভনা শেঠি
স্থান : কলকাতা — কোম্পানি সেক্রেটারি এবং
তারিখ: ৩১.১০.২০২৩ — চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার

গঙ্গাধরপুর শিক্ষণ মন্দির
গঙ্গাধরপুর, হাওড়া
এম.এড. বিভাগের জন্য একজন Professor ও একজন Associate Professor চাই। Biodata পাঠান।
E-mail:
gsmbed@hotmail.com
M- 7980006776/ 7003059205
Sd/- President
Gangadharpur
Sikshan Mandir

কাইনেটিক ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড
CIN NO. : L65993WB1983PLC035729
রেজি. অফিস : ২৩-এ, নেতাজি সুভাষ রোড, ৪র্থ তল, রুম নং ১৯, কলকাতা- ৭০০০০১,
ফোন : +৯১ ৩৩ ২২৩১ ০৪৪৮
ই-মেল আইডি : kineticinvestments@yahoo.in
ওয়েবসাইট : www.kineticinvestments.co.in

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৪৭ এবং ২৯ সংস্থান অধীনে কাইনেটিক ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড-এর ডিরেক্টর বোর্ডের এক সভা মঙ্গলবার ৭ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে দুপুর ২.৩০টায় রেজিস্টার্ড অফিস ২৩-এ, নেতাজি সুভাষ রোড, ৪র্থ তল, রুম নং ১৯, কলকাতা - ৭০০০০১ ঠিকানায় অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে স্ট্যান্ডালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং ছয় মাসের বিবেচনা এবং অনুমোদনের জন্য অনুষ্ঠিত হবে এবং অন্যান্য বিষয় নিয়েও আলোচনা হবে।
এই তথ্য কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kineticinvestments.co.in এবং ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ-এর ওয়েবসাইট যেখানে কোম্পানির শেয়ারসমূহ তালিকাভুক্ত আছে **www.cse-india.com** থেকেও পাওয়া যাবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
স্থান : কলকাতা — **স্বা/-**
তারিখ : ৩১ অক্টোবর ২০২৩ — **সমীর কানোরিয়া**
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
(ডিন - ০০৮৮৭৪৭৩)

আর্মচেয়ার ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড
CIN NO : L67120WB1981PLC033907
রেজি. অফিস : ২৩-এ, নেতাজি সুভাষ রোড, ৪র্থ তল, রুম নং ১৯, কলকাতা - ৭০০০০১,
ফোন : +৯১ ৩৩ ২২৩১ ০৪৪৮
ই-মেল আইডি : armchairinvestments@yahoo.in
ওয়েবসাইট : www.armchairinvestments.co.in

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৪৭ এবং ২৯ সংস্থান অধীনে আর্মচেয়ার ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড-এর ডিরেক্টর বোর্ডের এক সভা মঙ্গলবার ৭ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে বেলা ১২.৩০টায় রেজিস্টার্ড অফিস ২৩-এ, নেতাজি সুভাষ রোড, ৪র্থ তল, রুম নং ১৯, কলকাতা - ৭০০০০১ ঠিকানায় অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে স্ট্যান্ডালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং ছয় মাসের বিবেচনা এবং অনুমোদনের জন্য অনুষ্ঠিত হবে এবং অন্যান্য বিষয় নিয়েও আলোচনা হবে।
এই তথ্য কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.armchairinvestments.co.in** এবং ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ-এর ওয়েবসাইট যেখানে কোম্পানির শেয়ারসমূহ তালিকাভুক্ত আছে **www.cse-india.com** থেকেও পাওয়া যাবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
স্বা/-
মঞ্জু দেবী কানোরিয়া
স্থান : কলকাতা — **ম্যানেজিং ডিরেক্টর**
তারিখ : ৩১ অক্টোবর ২০২৩ — **(ডিন - ০০৮৯৪০৬১)**

SBI — স্টেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
শাখার ঠিকানা : ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : চন্দ্র শেখর সিং, ই-মেল আইডি : c.s@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১২৪১২

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়।
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে ‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যেখানে যা আছে’ এবং ‘যে অবস্থায় আছে’ ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২২.১১.২০২৩ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

প্রাক ডাক ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : ‘‘আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসি’র নিকট প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পারেন ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে। প্রাক ডাক দাখিলের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে ডাকদাতাদের এমএসটিসি কর্তৃক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ গৃহীত হওয়ার পর এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে সর্বশেষ তথ্য জ্ঞাত করা হবে। সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া কিছু সময় লাগতে পারে ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য ফলে ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি শেষ সময়ের যথেষ্ট পূর্বে অসুবিধা এড়াতে দাখিল করার অনুরোধ করা হচ্ছে।’’

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ২২.১১.২০২৩** তারিখে ‘যেখানে যেমন আছে’, যেখানে যা আছে’ এবং ‘যেখানে যে অবস্থায় আছে’ বিক্রি করা হবে **৩০.৯০ লাখ টাকা ০৪.১০.২০২৩** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে এবং ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি যা জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতি কাকলি মৌলিক, ঠিকানা : ১)** সি-১৫/১, রিজেন্ট পার্ক, থানা - খড়দা, পো. রহরা, কলকাতা - ৭০০১১৮ ২) ‘‘রয়াল হাইটস’’ ৩য় তল, ফ্ল্যাট নং ৩০১, মহিষবাথান, কৃষ্ণপুর থেকে নিউটাউন ব্রিজের নিকট, কলকাতা - ৭০০১০২। সংরক্ষিত মূল্য **২৩,১০,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **২,৩১,০০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **১০,০০০.০০** টাকা।

(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের অ্যাপার্টমেন্ট নং ৩০১, ৩য়তলে পরিমাণ আনুমানিক ৭৫০ বর্গফুট এসবিএ জি-৪ তলা বসবাসের রয়েল হাইটস ভবনে, অবস্থিত মহিষগোট নং ২ গ্রাম পঞ্চায়েত, নিউ টাউন, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০১০২।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ডি বি রোড (বর্তমানে কৃষ্ণপুর মেন রোড), দক্ষিণে : মহিষবাথান মৌজা, জেএল নং ১৮, পূর্বে : আরএস এবং এলআর দাগ নং ৩৩৫ আশিস মন্ডলের অংশ , পশ্চিমে : ৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ সমন্বিত।
সম্পত্তি শ্রীমতি কাকলি মৌলিক উল্লেখ্য দলিল নং ১-১৫২৩১২১২০/২০১৫।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১৭.১১.২০২৩	স্বত্ব দখলীকৃত	SARB FILE NO. 19073/HKT, যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৫৩৬

দ্রষ্টব্য : আমরা এতদ্বারা পূর্বের বিক্রয় নোটিশ রেফারেন্স নং SARB/GEN/18/HKT/527 তারিখ : ০৭.১০.২০২৩ প্রত্যাহার করছি।

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন **www.sbi.co.in** এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন মেসার্স এমএসটিসি লি. প্রদত্ত লিঙ্ক **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের জন্য ইউআরএল: **https://ibapi.in** দেখুন।

তারিখ : ০১.১১.২০২৩ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা — সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI Relationship Beyond Banking
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
হাওড়া জোনাল অফিস
পুনরুদ্ধার বিভাগ,
৫, বিটিএম সরণি, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০০১
বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা নিম্নোক্ত স্বর্ণ ঋণ গ্রহীতা, তাদের বৈধ উত্তরাধিকারী, স্বর্ণালঙ্কার/অলঙ্কার/মুদ্রার ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যক্তি এবং সাধারণ জনগণের নজরে আনা হচ্ছে যে ব্যাঙ্কের বারংবার নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতারা ব্যাংকের পাওনা ঋণ পরিশোধ করছেন না।

ক্র. নং.	শাখার নাম ও ঠিকানা যোগাযোগ নম্বর এবং যোগাযোগের ব্যক্তি সহ	অ্যাকাউন্ট নং এবং ঋণগ্রহীতার নাম	ঋণগ্রহীতার ঠিকানা	স্বর্ণের গ্রস ওজন (গ্রামে)
১.	**শাখা: ডানকুনি** মাতোশ্রী শপিং কমপ্লেক্স, টি.এন. মুখার্জি রোড, পোস্ট- ডানকুনি, জেলা- হুগলী, পিনকোড- ৭১২৩১১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত **যোগাযোগের ব্যক্তি: শ্রী পীযূষ রায় (সিনিয়র ব্রাঞ্চ ম্যানেজার) যোগাযোগ নং: ৮৯৬৭৬৬১৯৯৩**	**শ্রী হিমাংশু ধর** ৪২৯৯৭৭৬১০০০০২২১	পিতা-হীরেন্দ্র ধর, ১০, শেঠ বাগান রোড, শেঠ বাগান, দক্ষিণ দমদম পৌরসভা, উত্তর ২৪ পরগণা, পিনকোড: ৭১৪২০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত	১২৬.০০ গ্রাম
২.	**শাখা: কেবল** গ্রাম-কাবলে, পোস্ট- দক্ষিণ রসুলপুর, মোকাম কাবলে, জেলা- হুগলী, পিনকোড- ৭১২৪১৩, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত **যোগাযোগের ব্যক্তি: শ্রী অজয় দেব (সিনিয়র ব্রাঞ্চ ম্যানেজার) যোগাযোগ নং: ৯৮৩১১৯৩৭২২**	**কৃষ্ণ কান্ত সামন্ত** ৪২৫৪৭৭৬১০০০০৯৯৩	পিতা-খগেন্দ্রনাথ সামন্ত, টকিপুর, নিমডাঙ্গী, জেলা- হুগলী, গ্রাম- কাবলে, পোস্ট-দক্ষিণ রসুলপুর, পিনকোড: ৭১২৪১৪, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত	৬১.০০ গ্রাম
৩.	**শাখা: কাবলে** গ্রাম-কাবলে, পোস্ট- দক্ষিণ রসুলপুর, মোকাম কাবলে, জেলা- হুগলী, পিনকোড- ৭১২৪১৩, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত **যোগাযোগের ব্যক্তি: শ্রী অজয় দেব (সিনিয়র ব্রাঞ্চ ম্যানেজার) যোগাযোগ নং: ৯৮৩১১৯৩৭২২**	**তন্ময় মুখার্জি** ৪২৫৪৭৭৬১০০০১৭৭৭	পিতা-প্রভাত কুমার মুখার্জি থানা- আরামবাগ,গ্রাম-হারাদিত্য, পোস্ট- হরিণখোলা, জেলা- হুগলী, পিনকোড: ৭১২৪১৫, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত	২৯.০০ গ্রাম
৪.	**শাখা: কাবলে** গ্রাম- কাবলে, পোস্ট- দক্ষিণ রসুলপুর, মোকাম কাবলে, জেলা- হুগলী, পিনকোড- ৭১২৪১৩, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত **যোগাযোগের ব্যক্তি: শ্রী অজয় দেব (সিনিয়র ব্রাঞ্চ ম্যানেজার) যোগাযোগ নং: ৯৮৩১১৯৩৭২২**	**সাহাবুল রহমান** ৪২৫৪৭৭৬১০০০১৬৪০	পিতা- সেখ সফিয়ার রহমান, গ্রাম-আদমবান্দা, পোস্ট-মায়াপুর, জেলা- হুগলী, পিনকোড: ৭১২৪১৩, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত	৭.২০ গ্রাম

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হচ্ছে যে যদি তারা **১৪.১১.২০২৩** এর মধ্যে তাদের সমস্ত বকেয়া স্বর্ণ ঋণ অ্যাকাউন্টে (আপ-টু-ডেট সুদ এবং সমস্ত খরচ চার্জ/ খরচ সহ) জমা দিতে ব্যর্থ হয় তবে **১৬.১১.২০২৩ তারিখ সকাল ১০.০০ টা** থেকে তাদের বন্ধক রাখা সোনার গয়না/অলঙ্কার/মুদ্রাগুলি শাখা প্রেমিসেসে সর্বজনীন নিলামের জন্য রাখা হবে। এর জন্য, সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের কোনো অসুবিধা বা ক্ষতির জন্য ব্যাংক দায়ী থাকবে না এবং এই বিষয়ে কোনো ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে কোনো অভিযোগ বা প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করা হবে না।
বিডিংয়ে অংশ নিতে আগ্রহী ব্যক্তিদের বায়না অর্থের জন্য নির্ধারিত সময়/তারিখের আগে শাখা ব্যবস্থাপকের কাছে **৫০০/-টাকা (পাঁচশো টাকা মাত্র)** জমা দিতে হবে (অনুগ্রহ করে নাম ও যোগাযোগ নম্বরের জন্য উপরের টেবিলটি দেখুন)। চূড়ান্ত নিলামের অংশ নিতে অবশ্যই ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ব্যাঙ্কে সম্পূর্ণ অর্থ জমা করতে সক্ষমহতে হবে, তা না হলে ব্যাঙ্কে জমা করা তাদের বায়না বাজেয়াপ্ত করা হবে। ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়ে নিলাম বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে, পাওয়া নিলামের মূল্য, কম বা পর্যাপ্ত বলে পরিলক্ষিত হলেও। উপরন্তু, প্রয়োজন হলে, ব্যাঙ্ক উপরোক্ত নির্ধারিত নিলামের তারিখ, সময় বা স্থান পরিবর্তন করার বা কোন কারণ উল্লেখ না করেই তা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
ইচ্ছুক ক্রেতাদের **১৬.১১.২০২৩ তারিখে সকাল ১০.০০ টা এ আমাদের শাখা প্রেমিসেসে শাখা ব্যবস্থাপকের সামনে উপস্থিত থাকতে হবে (শাখার নাম ও ঠিকানার জন্য অনুগ্রহ করে উপরের টেবিলটি দেখুন)।**
অন্য যেকোন সংবিধিবদ্ধ বকেয়া/কর/খরচ/ব্যয়/স্ট্যাম্পডিউটি/রেজিস্ট্রেশন ফি, ইত্যাদি আলাদাভাবে নির্বাচিত ক্রেতা বহন করবে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে ১৫ দিনের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
উপরোক্ত উল্লিখিত অ্যাকাউন্টের ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদেরকে তাদের বকেয়া পাওনা আপ-টু-ডেট সুদ এবং ব্যাঙ্কের সমস্ত খরচ/চার্জ/ব্যয় সহ পরিশোধ করার এবং বিক্রয়ের উপরোক্ত তারিখে সর্বজনীন নিলামে অংশ নেওয়ার জন্য এটি একটি নোটিশ।

তারিখ : ০১-১১-২০২৩, — **চিফ ম্যানেজার**
স্থান : হাওড়া, — **হাওড়া জোন, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

UNION BANK OF INDIA
ASSET RECOVERY BRANCH, CUTTACK
Address - Ground Floor, ZO Building, M-14, Housing Board Colony, Baramunda, Bhubaneswar- 751003,Odisha, Contact No.: 8369378750, E-Mail: ubin0578754@unionbankofindia.bank
DEMAND NOTICE

Date: 31.10.2023 — **Place: Bhubaneswar**
To,
1.The Borrower/s: 1(a) M/s Syndicate Jewellers, Proprietor: Sri Rajendra Tosawad, At: 5 Janapath, Kharvela Nagar, opp. Ram Mandir, Bhubaneswar - 751001, **1(b) Mr Rajendra Tosawad,** S/o: Mr Bhagirathi Mal Tosawad, FE-182, Salt Lake City, Kolkata-106, Kolkata- 700064, State- West Bengal .
2. The Guarantor/s: 2(a) Mr Amar Singh Tosawad, S/o: Mr Bhagirathi Mal Tosawad, FE-182, Salt Lake City, Kolkata-106, Kolkata- 700064, State- West Bengal, **2(b) Mrs Sangeeta Rajendra Tosawad,** W/o: Mr Rajendra Tosawad, FE-182, Salt Lake City, Kolkata-106, Kolkata- 700064, State- West Bengal, **2(c) M/s Syndicate Jewellers Pvt Ltd.,** 22 Camac Street, Block A, 1st Floor, Kolkata - 700016, State- West Bengal .
Dear Sir,
Notice dt.19.10.2023 issued to you u/s 13(2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of security interest Act 2002 by Asset Recovery Branch, Cuttack, the Authorized Officer was sent to you calling upon to repay the dues in your loan account/s with us at your last known address could not be served to all the parties . Therefore, the contents of the said demand notice are being published in this newspaper . The credit facilities/loan facilities availed by you have been classified as NPA on Date: 31.12.2019 . You have executed loan documents while availing the facilities and created security interest in favour of the Bank . The details of the credit facilities and secured assets are as under:

Branch	Type of Facility	Outstanding amount as on date of NPA i.e. as on 31.12.2019	Unapplied interest wef date of NPA to 30.09.2023	Cost/Charges incurred by Bank	Total Dues as on 30.09.2023
Bhubaneswar Main Branch, Now transferred to ARB- Cuttack	CC	Rs.14,98,04,394/-	Rs.7,10,34,662/-	Rs.2,22,282/-	**Rs.22,10,61,338/-** (Rupees Twenty Two Crores Ten Lakhs Sixty One Thousand Three Hundred Thirty Eight only)

Secured Assets:
Mortgage of immovable property described herein below:
All that part and parcel of the property consisting EMD of residential freehold vacant land admeasuring an area of Ac.0.246 dec i.e 10,715.76 sqare feet, bearing Khata No.211, Plot No.6, Revenue Plot No.1156, drawing No.C-3368, Tahasil: Bhubaneswar, Mouza: Bapujinagar, Bhubaneswar, Dist: Khurda, Odisha, Bounded by: North- Road, South- Main Road, East- Road, West- GA Plot No.7 (Pradeep Mohanty and others) owned by **Mr Rajendra Tosawad,** S/o: Mr Bhagirathi Mal Tosawad .
The above scheduled property is also extended to the Loan availed by M/s Syndicate Jewellers Pvt Ltd. at our Mid Corporate Branch, Kolkata now SAMV Branch- Kolkata .
Therefore You , No.1, as borrower and you No.2 as guarantor in terms of the aforesaid notice have been called upon to pay the aforesaid sum of Rs.22,10,61,338/- (Rupees Twenty Two Crores Ten Lakhs Sixty One Thousand and Three Hundred Thirty Eight only) together with future interest and charges thereon within 60 days from the date of this publication . That on your failure to comply there with we, the secured creditor, shall been titled to exercise all or any of the rights under section 13(4) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of security interest Act 2002 . In terms of section 13(13) of the Act, you shall not transfer the secured assets aforesaid from the date of receipt of the notice without Bank's prior consent . Please take note of the provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets .
Yours faithfully
(Jay Prakash Sahoo), Authorised Officer / Chief Manager, ARB, Cuttack

इंडियन बैंक Indian Bank — इलाहाबाद ALLAHABAD
জোনাল অফিস : বহরমপুর
২য় তল, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা,
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২ ১০১
ইমেল : z184@indianbank.co.in
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

পরিশিষ্ট -IV-A [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (জামিন অধীনে ঋণদাতা) এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী দখলীকৃত এবং ‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যেখানে যে অবস্থায় আছে’ এবং ‘যেখানে যা আছে’ ভিত্তিতে ১৪.১২.২০২৩ তারিখে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট বকেয়া পরিমাণ নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ) কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে।
সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিশেষ বিস্তারিত যা ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন বিস্তারিত নিম্নরূপ :

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতা বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	ক) **১. ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা : মহ আমজাদ হোসেন,** পিতা কেতাব শেখ, ডন বসকো নগর, বালিয়াডাঙ্গা, থানা- বহরমপুর, মণীন্দ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন,বহরমপুর, পিন- ৭৪২ ১০৩, পশ্চিমবঙ্গ, **২) জামিনদাতা : শ্রীমতি মাসুমা সরকার,** স্বামী মহ আমজাদ হোসেন, ডন বসকো নগর, বালিয়াডাঙ্গা,থানা- বহরমপুর,মণীন্দ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, বহরমপুর,পিন- ৭৪২১০৩, পশ্চিমবঙ্গ। **খ) বহরমপুর প্রধান শাখা**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং ভবন অবস্থিত খতিয়ান নং এলআর ৫৩৪৬, এলআর প্লট নং ৩৩৪/৯২৮, জেএল নং ৭৯, ডন বসকো নগর, গ্রাম মৌজা- শিবনগর বাদারপুর, এরিয়া- ১৪৩৭.৪৮ বর্গফুট, দলিল নং ১-১১১৮৭ তারিখ ১৮.১০.২০১১ এডিএসআর -সদর, বহরমপুর, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ। **উক্ত সম্পত্তি মহ আমজাদ হোসেনের নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে : ১০ ফুট চওড়া সড়ক, দক্ষিণে : লে আউট প্লট নং ২১ এবং ২৫/ তুহিনা খাতুনের সম্পত্তি, পূর্বে : লেআউট প্লট নং ২০/ জয়নাল আবেদিনের সম্পত্তি, পশ্চিমে : লেআউট প্লট নং ১৮/ নাজির শেখের সম্পত্তি সমন্বিত।	**২৪,৬২,২৩০.০৮ টাকা** (চব্বিশ লাখ বাষট্টি হাজার দুশো ত্রিশ টাকা এবং আট পয়সা)টাকা (বিবি- এমওআই- ২২,২৫, ৩৯৭.০০ এবং ২,৩৬,৮৩৩.০৮ টাকা) **৩০.১০.২০২৩** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ/চার্জ এবং ব্যয় সহ।	**ক) ৪০.৭৭ লাখ টাকা (*)** (চল্লিশ লাখ সাতাত্তর হাজার টাকা) **খ) ৪.১০ লাখ টাকা** (চার লাখ দশ হাজার টাকা) **গ) ১০,০০০.০০** (দশ হাজার টাকা) টাকা **ঘ) IDIB10965289320** **ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়** **চ) প্রতীকী দখলীকৃত**
২.	ক) **ঋণগ্রহীতা : মেসার্স এস এ এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বা : শ্রী সুশান্ত দাস** গ্রাম : শান্তিনগর, সগুণা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পো-মদনপুর, জেলা- নদিয়া,পিন- ৭৪১২৪৫, **২) ঋণগ্রহীতা/স্বত্বাধিকারী তথা বন্ধকদাতা : শ্রী সুশান্ত দাস** পিতা প্রয়াত বিনোদ বিহারী দাস, গ্রাম - শান্তিনগর, সগুণা গ্রাম পঞ্চায়েত,পো-মদনপুর, জেলা -নদিয়া, পিন- ৭৪১২৪৫, **৩) জামিনদাতা : শ্রীমতি শিল্পী রানি দাস,** স্বামী শ্রী সুশান্ত দাস, গ্রাম - শান্তিনগর, সগুণা গ্রাম পঞ্চায়েত,পো-মদনপুর, জেলা-নদিয়া, পিন- ৭৪১২৪৫ **খ) কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টেট শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন **শ্রী সুশান্ত দাস,** পিতা প্রয়াত বিনোদ বিহারী দাসের নামে উল্লেখ্য দান দলিল নং ৩৪৬ তারিখ ৩১.০১.২০১১, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১, পৃষ্ঠা ৪৫৫২ থেকে ৪৫৬৭, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর -কল্যাণী,তারিখ ৩১.০১.২০১১, ৮০ নং সগুণা মৌজা, এলআর খতিয়ান নং ১৬৮১, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৩৪, পো-মদনপুর, থানা- কল্যাণী, জেলা-নদিয়া, জমির এরিয়া ০৫ ডেসিমেল, শ্রেণি-‘বাড়ি’,। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : বিরাজ মোহন মিত্রর সম্পত্তি, দক্ষিণে : কমলা কান্তি রায়ের সম্পত্তি, পূর্বে : প্রয়াত বিনোদ বিহারী দাসের সম্পত্তি, পশ্চিমে : সাধারণের চলার পথ সমন্বিত।	**৬২,১৫,১০৮.৩৩ টাকা** (বাষট্টি লাখ পনেরো হাজার একশো আট টাকা এবং তেত্রিশ পয়সা) টাকা (বিবি-এমওআই-এমএলই- ৫০, ০৭,৩৭০.৫০ এবং ১২,০৭, ৭৩৭.৮৩ এবং ৩,৫৪০.০০ টাকা) **২৯.১০.২০২৩** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ/চার্জ এবং ব্যয় সহ	**ক) ১৯.১৭ লাখ টাকা (*)** (উনিশ লাখ সতেরো হাজার টাকা **খ) ১.৯২ লাখ টাকা** (এক লাখ বিরানব্বই হাজার টাকা **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) **ঘ) IDIB30021637419** **ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়** **চ) প্রতীকী দখলীকৃত**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের অধিক হতে হবে বিক্রয় মূল্য

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ১৪.১২.২০২৩; সময় - দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক প্ল্যাটফর্ম - (১) www.indianbank.co.in
(২) https://www.ibapi.in (৩) https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২৩৪০০০২০/২৩৪০০০২১/২৩৪০০০২২** এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **ibapiop@mstcecommerce.com** এবং **ibapifin@mstcecommerce.com**।
সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর **‘‘১৮০০১০২৫০২৬’’** এবং **‘‘০১১-৪১১০ ৬১৩১’’** যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ৩১.১০.২০২৩ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : বহরমপুর — ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

পুনর্বাসনের কাজ ১২ বছরেও শেষ না হওয়ায় রাজ্যকে একহাত অগ্নিমিত্রার

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: কেন্দ্রীয় সরকার রানিগঞ্জ ও জামুড়িয়ার ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ১২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ও রাজ্য সরকারের মাধ্যমে জামুড়িয়ার বিজয়নগর মোড়ে পুনর্বাসন প্রকল্পের কাজ ১২ বছর অতিবাহিত হলেও শেষ না হওয়ায় রাজ্য সরকারকে এবার একহাত নিলেন আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল।

আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পালের দাবি, এই প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১২০০ কোটি টাকা প্রদান করেছে। প্রকল্পের অধীনে অনেক বাড়িও তৈরি করা হয়েছিল, পরে যে বাড়িগুলি তৈরি করা হয়েছিল তার মাঝখানে কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বাড়িগুলো থেকে জানালা ও দরজাও চুরি হচ্ছে। তিনি প্রশ্ন করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদ কেন এই দায় নেবে না? কারণ আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের মাধ্যমে এই কাজ করা হচ্ছে। তিনি স্পষ্ট জানান যে, যতদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন, ততদিন এই রাজ্যে কোনও উন্নয়ন হবে না। আসন্ন শীতকালীন বিধানসভা অধিবেশনে এই বিষয়টি উত্থাপন করবেন বলেও জানান তিনি।

বিরোধীদের অভিযোগ, রাজ্য সরকার প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কোনও উদ্যোগ নেয়নি। ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ এখনও একই অন্ধকারে। কেন এই প্রকল্পের কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে এবং এর জেরে ঘরবাড়ি হারানো মানুষের হাতে কেন বাড়ি হস্তান্তর করা হয়নি এমন প্রশ্ন তুলেছেন এলাকার মানুষ। এ প্রসঙ্গে বর্তমান জেলা বামফ্রন্ট সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মনোজ দত্তর দাবি, ২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার এসেছিল, আজ ২০২৩ সাল এই প্রকল্পটি এই সরকার ১২ বছরেও শেষ করতে পারেনি। যার অর্থ এই সরকার চায় না এই প্রকল্পটি শেষ হোক।

তিনি আরও দাবি করেন, যে এই প্রকল্পের জন্য প্রাপ্ত অর্থ অন্যত্র ব্যয় করা হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস সরকার ভূমিধস ক্ষতিগ্রস্থ এলাকার মানুষদের পুনর্বাসন করতে চায় না। তাই ১২ বছর পরেও এই প্রকল্পটি এখনও শেষ হয়নি। ওই বাড়িগুলিতে মানুষ না আসায় ওই বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটছে। এ বিষয়ে পশ্চিম বর্ধমান জেলা বিধানসভার সভাপতি বিশ্বনাথ বাউরির দাবি, পুনর্বাসনের জন্য তৈরি হওয়া বাড়িতে লোকজন এসেছে কি না বা ওই বাড়িগুলোর বর্তমান অবস্থা কী সে ব্যাপারে তাঁর কাছে কোনও তথ্য নেই। তিনি এ বিষয়ে খোঁজ খবর নেবেন। তিনি জানান, যেহেতু সেখানে লোকজন আসছে না, তাই সেখানে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা যায়নি। তবে কেন সেখানে লোকজন আসছে না তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করবেন এবং যা সমস্যা আছে তা সমাধান করা হবে।

ইন্দিরা গান্ধির ৩৯তম প্রয়াণ দিবস পালিত হল সিউড়ি মসজিদ মোড়ে, রাষ্ট্রীয় গ্রামীণ মজদুর কংগ্রেসের বীরভূম জেলা শাখার পক্ষ থেকে। উপস্থিত ছিলেন মৃণালকান্তি বোস, বিবেকানন্দ সাউ, জামাল আহমেদ প্রমুখ।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार का उपक्रम | Union Bank of India | A Government of India Undertaking

রিজিওনাল অফিস : দুর্গাপুর

বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩ ২১৬, টেলি : ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন নোটিস

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ -এর রুল ৮(৬) শর্তাধীনে অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিস।

এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণ ও বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিসমূহ যা সুরক্ষিত ক্রেডিটর -এর কাছে মর্টগেজ / চার্জ করা আছে তার বাস্তবিক /প্রতীকী দখল নিয়েছেন ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক সুরক্ষিত, ক্রেডিটর হিসাবে, সেইসকল সম্পত্তিসমূহ ''যেখানে যা আছে'', ''যেখানে যা কিছু আছে'', ''সেখানে যা কিছু আছে'' ভিত্তিতে আগামী **১৬.১১.২০২৩** তারিখ **@ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা** বিক্রয় করা হবে নিম্নবর্ণিত অর্থাঙ্ক উদ্ধারের জন্য সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টসমূহ হতে যা ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণের কাছ থেকে **ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া** সুরক্ষিত ক্রেডিটরের পাওনা রয়েছে নিম্নলিখিত সুরক্ষিত ক্রেডিটর এবং জামিনদারগণের নিজ নিজ পাওনা। প্রতিটি সুরক্ষিত সম্পত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না রাশি জমার অর্থাঙ্ক উল্লেখ করা আছে। ওয়েব পোর্টালের দেওয়া ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম থেকে নিম্নস্বাক্ষরকারীর মাধ্যমে বিক্রয় সংঘটিত হবে। প্রতিটি সম্পত্তির জন্য বিড বর্ধিত মূল্য হবে **১০,০০০/- টাকা**। বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট **www.mstcecommerce.com** এবং **www.unionbankofindia.co.in** - দেওয়া লিংক দেখুন।

অকশনের তারিখ ও সময় : ১৬.১১.২০২৩ @ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা

বিড/ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ১৫.১১.২০২৩, বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত

ইএমডি জমা দেওয়ার পদ্ধতি : বিডার তার এমএসটিসি ওয়ালেটে তার ইএমডি অর্থাঙ্ক জমা করবেন

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম, শাখা, সম্পত্তির বিবরণ এবং বন্ধকদাতা	১. সংরক্ষিত মূল্য ২. বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) অকশনের তারিখ ও সময়- ১৬.১১.২০২৩ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ০১.০০টা। বিড/ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ - ১৫.১১.২০২৩	মোট বকেয়া ২০.০৮.২০২৩ অনুযায়ী (সহ অ্যাকাউন্ট বন্ধ হওয়া পর্যন্ত তদুপরি সুদ এবং খরচ)	ক. দ্বায়বদ্ধতা খ. দখলের অবস্থা
১.	**ঋণগ্রহীতার নাম : বাবা লোকনাথ এন্টারপ্রাইজ** **শাখা- বাঁকুড়া (৬০৮৪০)** **সম্পত্তি** - জমি ও বিল্ডিং সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল মৌজা -ডেমুরারি, গোপিনাথপুর, জেএল নং- ২০৫, থানা ও জেলা-বাঁকুড়া, ওয়ার্ড নং- ৫, বাঁকুড়া পৌরসভার অধীনে, আরএস খতিয়ান নং- ১২৩৯, এল.আর. খতিয়ান নং- ৭৪৯৭, আর.এস. প্লট নং- ২৬৪/১৪৯৫, এলআর প্লট নং- ৪৫৫৬ এলাকা ০.০২৮ একর শ্রী তন্ময় নন্দীর নামে। সীমানা: উত্তর- শ্রী অরুণ কুন্ডুর বাড়ি, দক্ষিণ- রেলওয়ের স্থান, পূর্ব- শ্রী অশ্বিনী ঠক্কর এর বাড়িও সংযুক্ত প্যাসেজ মিউনিসিপ্যাল রোড, পশ্চিমে- পৌর ড্রেন। **যোগাযোগ ব্যক্তি: অরিজিৎ মুখার্জি: ৭৯০৮২৯০৯৫৯**	১. ১৬,৪৬,০০০.০০ টাকা ২. ১,৬৪,৬০০.০০ টাকা	৯,৯৪,৬২৩.০০ টাকা (নয় লক্ষ চুরানব্বই হাজার ছয়শত তেইশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
২.	**ঋণগ্রহীতার নাম : আশিস কুমার মাল** **শাখা-সিউড়ি** **সম্পত্তি** - জমি ও বিল্ডিং সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা মৌজা চাতরা -তে অবস্থিত, জেএল নং- ৭৭, আরএস খতিয়ান নং-১০৬৭, এলআর খতিয়ান নং- ৫১, খতিয়ান নং- ১৫৩, দাগ/ প্লট নং- ৫২১, কোমা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোস্ট- চাঙ্গুরিয়া, থানা- সিউড়ি, জেলা- বীরভূমে ০৪ শতক পরিমাপের আশিস কুমার মালের নামে । **যোগাযোগ ব্যক্তি : সৌমিক পারুয়া : ৯৭৪৮৮০৬৬২১**	১. ৭,০৫,০০০.০০ টাকা ২. ৭০,৫০০.০০ টাকা	৮,৮৯,৯৯৮.০০ টাকা (আট লক্ষ ঊননব্বই হাজার নয়শত আটানব্বই টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৩.	**ঋণগ্রহীতার নাম : মেসার্স আনন্দ ট্রেডারস** **শাখা: পুলিশ লাইন বর্ধমান** **সম্পত্তি:** (আধা শহুরে) কাঞ্চননগর মৌজায় অবস্থিত জমি সম্পত্তি, জেএল নং ২৬, আরএস খতিয়ান নং ৯৪, ২১৩, ৪৪৬, ৬০৭, ১০১৮, ১৬০২, এলআর. খতিয়ান নং ২৭৬৪, আর.এস. প্লট নং ২৩০৬/পি, এলআর. প্লট নং ৪৫৭৮, হোল্ডিং নং ১১৪/১, মন্তেশ্বরতলা, কাঞ্চননগর, বর্ধমান পৌরসভা, ওয়ার্ড নং ২৪, পোস্ট. - কাঞ্চননগর, থানা - বর্ধমান, জেলা- বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ। শ্রী শুভজিৎ পুতনন্দীর মালিকানাধীন সম্পত্তি, সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- ১২ ফুট, পৌরসভা রোড, দক্ষিণ - ত্রিদেব মন্ডলের জমি, পূর্ব - ত্রিদেব মন্ডল, পশ্চিম- কমল দাসের জমি; বন্ধকদাতা- শ্রী শুভজিৎ পুতনন্দী। **যোগাযোগের ব্যক্তি- শ্রী সঞ্জয় এস. টুডু - মোঃ- ৭৯০৫৯ ৫৫৮৬৯**	১. ৪৪,৩০,৭০০.০০ টাকা ২. ৪,৪৩,০৭০.০০ টাকা	৫৬,৯০,৪৭১.০০ টাকা (ছাপ্পান্ন লক্ষ নব্বই হাজার চারশত একাত্তর টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৪.	**ঋণগ্রহীতার নাম : শ্রী অনিমেষ মুখার্জি,** **শাখা: পুলিশ লাইন বর্ধমান** **সম্পত্তি:** জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল কাস্ট-কুরম্বা -তে, কাস্ট-কুরম্বা বাস স্ট্যান্ডের কাছে অবস্থিত, মৌজা - শিয়ালদহ, জেএল নং ১২৬-এ অবস্থিত, এল.আর. খতিয়ান নং ২৭১, প্লট নং ৩৩৫ বান্দুল ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীনে, পোস্ট অফিস - কাস্টো-কুরম্বা, থানা- বর্ধমান, জেলা - বর্ধমান (পূর্ব), পশ্চিম বর্ধমান, পিন- ৭১৩১২৬। **যোগাযোগের ব্যক্তি- শ্রী সঞ্জয় এস. টুডু - মোঃ- ৭৯০৫৯ ৫৫৮৬৯**	১. ৪১,৩৬,০০০.০০ টাকা ২. ৪,১৩,৬০০.০০ টাকা	২৫,২৬,৬৪৮.০০ টাকা (পঁচিশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার ছ'শো আটচল্লিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৫.	**ঋণগ্রহীতার নাম : বাপি এন্টারপ্রাইজ** **শাখা-মোহনপুর** **সম্পত্তি**- মৌজাও গ্রাম হারবাটি, জেএল নং ০৯, পরগনা উখরা, খতিয়ান নং- ১৪৯ এবং ৩৬, পার্চা হিসাবে খতিয়ান নং- ৩১৭, দাগ নং- ২৮, মারিচা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোঃ- মাসুন্দা, থানা- আমডাঙ্গা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা এ জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল পরিমাপ- ২২ ডেসিমেল, **বাপি মণ্ডলের নামে। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তর-রঞ্জন মণ্ডলের খালি জমি,দক্ষিণ-৭ফুট চওড়া কংক্রিটের রাস্তা, পূর্ব- রামজান মণ্ডলের বাড়ি,পশ্চিম-শ্রী মতিলাল সূত্রধরের খালি জমি দ্বারা, বাপি মন্ডলের নামে। **যোগাযোগের ব্যক্তি- রীতেশ দাস : ৯০৫১৫৮৭৮৭৯।**	১. ১৫,১৬,০০০.০০ টাকা ২. ১,৫১,৬০০.০০ টাকা	১৩,৭৮,০৬২.০০ টাকা (তেরো লক্ষ আটাত্তর হাজার বাষট্টি টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৬.	**ঋণগ্রহীতার নাম : বুলা রানী সাহা** **শাখা- রামপুরহাট** **সম্পত্তি** - জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং দ্বিতল আবাসিক কাম গোডাউন বিল্ডিং যা ১) বুলারানি সাহা, স্বামী-বিশ্বনাথ সাহা এবং ২) শ্রী সন্তোষ কুমার মন্ডল, পিতা- শ্রী করুণা সিন্ধু মন্ডল এর মালিকানায়, মৌজা কালিসারায়, জেএল নং-১০৮, খতিয়ান নং-৩৭৮,৬৫৯,৭৫৪,৩২৫,৩৮৪,৭২৫, এলআর খতিয়ান নং -১৬৮৩, প্লট নং ৩০৫/৯০৬,ওয়ার্ড নং-০৮, হোল্ডিং নং- ৬৬৩/৮জি, রামপুরহাট পৌরসভার অধীনে, থানা- রামপুরহাট জেলা- বীরভূম জমির এলাকা ২ শতক। পরিবেষ্টিত: উত্তর- অন্যদের বাড়ি, দক্ষিণ- এনামুল হকের বাড়ি, পূর্ব- সড়ক, পশ্চিম- বিকাশের বাড়ি এবং অন্যান্য। **যোগাযোগ ব্যক্তি: কেএসপি সিনহা: ৯১২৩০৬৬৯০৪**	১. ১৫,৮৯,০০০.০০ টাকা ২. ১,৫৮,৯০০.০০ টাকা	৭,৯৮,৮৫০.০০ টাকা (সাত লক্ষ আটানব্বই হাজার আটশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৭.	**ঋণগ্রহীতার নাম : বর্ধমান কনস্ট্রাকশন** **শাখা- পুলিশ লাইন, বর্ধমান** **সম্পত্তি**- এখানে অবস্থিত জমি ও বিল্ডিং সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল মৌজা- রায়ান, এলআর খতিয়ান নং- ৬২৯৫, আরএস প্লট নং- ৩৯০/১৬৪১ আরএস খতিয়ান নং- ১৪৭২, জেএল নং- ৬৮, জমির পরিমাপ ০.৫ কাঠা, গ্রাম- বিজয়রাম ক্যানেলপাড়, রায়ান ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোস্ট- বাজেপ্রতাপপুর শ্রী অরুণ রায়ের মালিকানায়। সম্পত্তির সীমানা- উত্তর- কাদের সেখ-এর বাড়ি, দক্ষিণ- রফিক খানের বাড়ি, পূর্ব- টুম্পা বিবির বাড়ি, পশ্চিম- ৮ ফুট রোড এবং খাল। **যোগাযোগ ব্যক্তি- শ্রী সঞ্জয় এস টুডু-৭৯০৫৯৫৫৮৬৯**	১. ১১,০৪,০০০.০০ টাকা ২. ১,১০,৪০০.০০ টাকা	১৩,৫৫,৪২৪.০০ টাকা (তেরো লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার চারশত চব্বিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৮.	**ঋণগ্রহীতার নাম : গোলাম মোস্তফা** **শাখা-জাহাননগর** **সম্পত্তি**- জমি এবং বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, জেএল নং ১১০, এলআর খতিয়ান নং ১১১৯, এলআর প্লট নং - ৭১৩,৭১৫ এবং ৭১৬ উপ খ. নং- ১৪৭৪, মৌজা- খেতপুর পালসি, অগ্রদ্বীপ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- কাটোয়া জেলা- বর্ধমান **গোলাম মোস্তফার মালিকানাধীন। সম্পত্তির সীমানা-** উত্তর- মালিকের প্লট, দক্ষিণ- ১এসটিডি বিল্ডিং সাদিক আলী ও সাদিহানি মল্লিক, পূর্ব- রাস্তা ১৫ফুট প্রশস্ত, পশ্চিম- পুকুর দ্বারা। **যোগাযোগের ব্যক্তি- শ্রী অতীশ রঞ্জন- ৮৩৯০৮২৪৯৪১**	১. ১১,৬৮,০০০.০০ টাকা ২. ১,১৬,৮০০.০০ টাকা	৬,৫১,৬০৯.০০ টাকা (ছয় লক্ষ একান্ন হাজার ছয়শত নয় টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
৯.	**ঋণগ্রহীতার নাম : হক এন্টারপ্রাইজ** **শাখা-আঁখোনা** **সম্পত্তি** - মৌজা চাকতা, জেএল নং- ২, খ নং- ১২৬১, এলআর প্লট নং- ২৫৯২, এলআর খ.নং. -২৪০০, আঁখোনা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা কেতুগ্রাম। **আজিজুল হকের নামে** ২ শতক (প্রায়) পরিমাপের জমি ও বিদ্যমান এক তলা বাড়ির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তর- হাসনা বিবির খোলা জমি, দক্ষিণ- মালিক অন্য প্লটের খোলা জমি, পূর্ব- পঞ্চায়েত রোড, পশ্চিম- মালিক প্লটের খোলা জমি দ্বারা। **যোগাযোগের ব্যক্তি- সুদীপ রায় : ৮৩৩৬৯১৮১৭৫**	১. ৫,০৪,০০০.০০ টাকা ২. ৫০,৪০০.০০ টাকা	৯,৩৭,৬২২.০০ টাকা (নয় লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার ছয়শত বাইশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১০.	**ঋণগ্রহীতার নাম : তামান্না জুয়েলারি ওয়ার্কস** **শাখা- পুলিশ লাইন, বর্ধমান** **১. সম্পত্তি**- স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং ৭৫, এলআর খতিয়ান নং ১২, আরএসও এলআর প্লট নং ৭৩৩, বাস্তু এলাকা- ৩.৪১৬ ডেসিমেল এবং আরএস ও এলআর প্লট নং ৭৩৪ এলাকা ১.৬৬ ডেসিমেল বরাবর **নাসিরুদ্দিন মণ্ডলের নামে** দুই তলা পাকা বিল্ডিং এবং এটি **পরিবেষ্টিত:** উত্তরে - মসাবুরান্দ সাদরেয়া আলম মন্ডল এর বাড়ি, দক্ষিণ- আবুদুর রহিমের খালি জমি, দক্ষিণ- ৬ ফুট চওড়া সাধারণ পথ এবং চাঁদের ঘর এবং; ২. স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং জেএল নং ৭৫, এলআর খতিয়ান নং ৮৫৯ এবং ৮৫৮, আরএস ও এলআর প্লট নং ৭৩৩ বাস্তু এরিয়া ০১ ডেসিমেল দুই তলা পাকাবিল্ডিং সহ **নাসিরুদ্দিন মন্ডল এবং সাহাবুদ্দিন মন্ডলের নামে** দুইতলা বিল্ডিং সহ এবং এর **সীমানা:** উত্তরে - মসবুরান্দ সাদরিয়া আলম মণ্ডল এর বাড়ি, দক্ষিণ- আবদুর রহিমের খালি জমি, পূর্ব- ৬ ফুট চওড়া পথ ও চাঁদের বাড়ি; মোট এলাকা ৬.০৭৬ ডেসিমেল কিন্তু নির্মাণ এলাকা হল ১৭১৬ বর্গফুট- সাগরাই গ্রাম পঞ্চায়েত মৌজা- কেউদিয়া থানা-খণ্ডঘোষ জেলার -পূর্ব বর্ধমান অধীনে জমি। **যোগাযোগের ব্যক্তি- সঞ্জয় এস. টুডু- ৭৯০৫৯৫৫৮৬৯**	১. ২৯,৮২,০০০.০০ টাকা ২. ২,৯৮,২০০.০০ টাকা	৪৪,৭২,০৫৬.০০ টাকা (চুয়াল্লিশ লক্ষ বাহাত্তর হাজার ছাপ্পান্ন টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১১.	**ঋণগ্রহীতার নাম : সেখ ইয়াদ আলী** **শাখা: বোলপুর শান্তিনিকেতন** **সম্পত্তি:** বিক্রয় দলিল নং আই-১৯৭৭ তারিখ ১০/৮/২০১০ এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, জেএল নং ১৬৩, এলআর খতিয়ান নং ২৪৬, আরএস খ তিয়ান নং ১৬৯, আরএস প্লট নং ৩৯০৮ ও ৩৯১০, এলআর প্লট নং ৩৯০৮ এবং ৩৯১০, গ্রাম, পোস্ট এবং জি.পি. - সিংঘী -তে অবস্থিত, জমির প্রকৃতি- বাড়ি, জমির পরিমাপ - ১ শতক (প্রকৃত পরিমাপ) এবং ৩ শতক (উকিল অনুসন্ধান অনুসারে), মৌজা - সিংঘী, পোস্ট ও থানা - বোলপুর, বীরভুম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৩১২৪০ -তে **সেখ ইয়াদ আলীর নামে** এবং **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর - সিংঘী গ্রাম পঞ্চায়েত রোড, দক্ষিণ - সেখ দাদ আলীর খোলা জমি; পূর্ব - সেখ দারাজ এর খোলা জমি, পশ্চিম - সেখ দারাজ এর মাটির ঘর। **যোগাযোগের ব্যক্তি: উদয় পান্ডে - ৯৩৫৪৫২৫৩৩৫**	১. ১১,১৪,০০০.০০ টাকা ২. ১,১১,৪০০.০০ টাকা	১২,৪৩,১৩৬.০০ টাকা (বারো লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার একশত ছত্রিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১২.	**ঋণগ্রহীতার নাম : শিবু সরকার** **শাখা- মোহনপুর** **সম্পত্তি** - শিবু সরকার এবং প্রাণবিলাসী সরকারের মালিকানাধীন আবাসিক বাড়ির স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল গ্রাম-দিঘা ১১ নং ওয়ার্ড, পোস্ট-বরাজগুল, থানা-হরিনঘাটা, ২১ নং ওয়ার্ড। জমির পরিমাপ ৩ সাতক/১.৮১ কাঠা, দাগ নং এলআর ও আরএস ৫৮৮ , খতিয়ান আরএস ৭২৩ ,জেএল ৫৫ তে মৌজা-দীঘান্ড তৌজি-১৩, পরিবেষ্টিত: উত্তর- অমিৎসাঞ্জদারার বাড়ি, দক্ষিণ-খালি জমি, পূর্ব- ৮ ফুট প্রশস্ত রাস্তা, পশ্চিম- ৬ ফুট কমন প্যাসেজ, **যোগাযোগ ব্যক্তি: রিতেশ দাস- ৯০৫১৫৮৭৮৭৯**	১. ১২,৫৫,০০০.০০ টাকা ২. ১,২৫,৫০০.০০ টাকা	৯,২৪,৯৮২.০০ টাকা (নয় লক্ষ চব্বিশ হাজার নয়শত বিরাশি টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১৩.	**ঋণগ্রহীতার নাম : মেসার্স দীপ হার্ডওয়্যার** **শাখা: পুলিশ লাইন বর্ধমান** **সম্পত্তি** : মৃত মোনোয়ার হোসেন এবং মৃত সেলিমা বেগম -এর নামে ১.৫ কাঠা পরিমাপের জমি ও ভবন, হুতুদেয়ান পিরতলা, পীরতলা মসজিদের কাছে, মৌজা - রায়ান, জেএল নং ৬৮, এলআর. খতিয়ান নং ৩৬৮৯ ও ৭৩২৪, প্লট নং ২০৭৬/৩৮৪৭, এল.আর. প্লট নং ২০৭৬/৩৮৪৭, রায়ান ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোস্ট - বাজেরতাপপুর, থানা - বর্ধমান, জেলা - বর্ধমান (পূর্ব), পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১৩১০১। **যোগাযোগের ব্যক্তি- শ্রী সঞ্জয় এস. টুডু - ৭৯০৫৯ ৫৫৮৬৯**	১. ২৮,৬০,০০০.০০ টাকা ২. ২,৮৬,০০০.০০ টাকা	৪৩,৮৮,০৫৭.০০ টাকা (তেতাল্লিশ লক্ষ অষ্টআশি হাজার সাতান্ন টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১৪.	**ঋণগ্রহীতার নাম : মেসার্স এভারগ্রীন কৃষি ভান্ডার** **শাখা: পুলিশ লাইন বর্ধমান** **সম্পত্তি:** ০.২৫ একর পরিমাপের জমি এবং বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং ১১৯, এলার খতিয়ান নং ২৯৯৯, আর.এস. এবং এল.আর. প্লট নং ৮১৯২, মৌজা - সাঁকো, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১৩ ১৪১ -এ অবস্থিত। এবং এটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর - উদ্দিন মাস্টারের সম্পত্তি, দক্ষিণ - সেখ বাদাই এর সম্পত্তি, পূর্ব - মালিকদের জমি, পশ্চিম - সেখ কাজল এর সম্পত্তি। **যোগাযোগের ব্যক্তি: শ্রী সঞ্জয় এস. টুডু - ৭৯০৫৯ ৫৫৮৬৯।**	১. ৫০,৫৬,০০০.০০ টাকা ২. ৫,০৫,৬০০.০০ টাকা	৫৪,৪৮,৬৮৮.০০ টাকা (চুয়ান্ন লাখ আটচল্লিশ হাজার ছ'শো অষ্টআশি টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১৫.	**ঋণগ্রহীতার নাম : সুজন সমাদ্দার** **শাখা-বর্ধমান (১২৬২১)** **সম্পত্তি** - চতুর্থ তলায় নং বি-৩ নং ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের, পরিমাপ প্রায় ৬০৯ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা এবং প্রায় ২ কাঠা ৯ ছটাক ১০ বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি পরিমাপের জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার সহ এবং মৌজা- নয়াবাদ, পরগনা খাসপুর, জেএল নং ২৫, তৌজি নং ৫৬, আরএস নং ৩, দাগ নং- ১৯৪,১৯৬,১৯৭ এবং ২০৫, মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং-২৯২১, নয়াবাদ, থানা-পূর্ব যাদবপুর কলকাতা- ৭০০০৯৪, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আওতায়, ওয়ার্ড নং ১০৯- এ অবস্থিত। সুজন সমাদ্দারের নামে, **জমির সীমানা-** উত্তর- প্লট নং ৪০, দক্ষিণ- রোড, পূর্ব রোড, পশ্চিম- রোড, **ফ্ল্যাটের সীমানা-** উত্তর- খোলা আকাশ, দক্ষিণ- খোলা আকাশ, পূর্ব- শ্রী অঞ্জন এর ফ্ল্যাট (ফ্ল্যাট নং-এ৩), পশ্চিম- খোলা আকাশ। **যোগাযোগের ব্যক্তি- প্রসেনজিৎ সরকার : ৭০৬৩৫৮৯৯৩০**	১. ১৯,১৩,০০০.০০ টাকা ২. ১,৯১,৩০০.০০ টাকা	২১,৯৩,৫২৯.০০ টাকা (একুশ লক্ষ তিরানব্বই হাজার পাঁচশত উনত্রিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. বাস্তবিক দখল
১৬.	**ঋণগ্রহীতার নাম : সুমন এজেন্সি** **শাখা- বর্ধমান (১২৬২১)** **সম্পত্তি- ১.** মৌজা বালিডাঙ্গা, জেএল নং ৩৫, খতিয়ান নং. ২১২, সিএস দাগ নং. ৮২৯, ১৫ নং ওয়ার্ডের অধীনে প্রথমতলায় অবস্থিত বাণিজ্যিক দোকানের প্রকৃতির স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, জেলা-বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রী সুবীর দাস এর নামে বিক্রয় দলিল নং ১২২৯৩, পরিমাপ ১৩৫ বর্গফুট। ২. মৌজা, বালিডাঙ্গা জেএল নং ৩৫, খতিয়ান নং. ২১২, সিএস দাগ নং. ৮২৯, ১৫ নং (পুরানো) ওয়ার্ডের অধীনে প্রথমতলায় অবস্থিত বাণিজ্যিক দোকানের প্রকৃতির স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। জেলা-বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রী সুবীরের দাস এর নামে বিক্রয় দলিল নং ১২৬৬৭, পরিমাপ ১৩৫ বর্গফুট। পরিবেষ্টিত- উত্তর- মালিকের দোকান, দক্ষিণ- কার্তিক চন্দ্র দে-এর দোকান, পূর্ব- বড়নীলপুর বাজার, পশ্চিম- কমন প্যাসেজ। **যোগাযোগ ব্যক্তি: প্রসেনজিৎ সরকার: ৭০৬৩৫৮৯৯৩০**	১. ২০,৭০,০০০.০০ টাকা ২. ২,০৭,০০০.০০ টাকা	১৮,৪৯,০৬৫.০০ টাকা (আঠারো লক্ষ ঊনপঞ্চাশ হাজার পঁয়ষট্টি টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১৭.	**ঋণগ্রহীতার নাম: মেসার্স আকবর আলী ফার্টিলাইজার** **স্বত্বাধিকারী- আকবর আলী** **শাখা: আঁখোনা** **সম্পত্তির বর্ণনা :** আঁখোনা মৌজায় অবস্থিত ৪ শতক পরিমাপের জমি ও তার উপর নির্মিত কাঠামোর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, প্লট নং- ৩৮৯১, জেএল নং- ১১, এলআর খ. নং- ৪২৮৬, আঁখোনা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- কেতুগ্রাম, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, আকবর আলী, পিতা- মরহুম মাসুদ আলীর নামে আছে। সীমানা: উত্তর- মীর কাদুভের সম্পত্তি, দক্ষিণ- মহঃ জুয়েলের সম্পত্তি, পূর্ব- রাস্তা, পশ্চিম- মালিকের খোলা জমি। **যোগাযোগ ব্যক্তি: সুদীপ রায়-৮৩৩৬৯১৮১৭৫**	১. ৮,৬০,০০০.০০ টাকা ২. ৮৬,০০০.০০ টাকা	২,৫৫,০৪০.০০ টাকা (দুই লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার চল্লিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১৮.	**ঋণগ্রহীতার নাম: আশা ভারত গ্যাস গ্রামীণ বিতরক** **শাখা: নলহাটি** **সম্পত্তির বিবরণ :** জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং বিদ্যমান বি+২ বাণিজ্যিক ভবন এবং এবিএস শেড এলপিজি গ্যাস গোডাউন, শ্রী কিষাণ হাঁসদা এর মালিকানাধীন, জেএল নং-৩০, খতিয়ান নং পূর্ববর্তী হাল-২৬, হাল-২৭৮৪, প্লট নং-১৮০৯-এ অবস্থিত। এলাকা ১৬ ডেসিমেল, (গ্যাস গোডাউন) রূপান্তরের পরে, জেলা- বীরভূম, থানা- নলহাটি, মৌজা হরিদাসপুর, হরিদাসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পরিমাপ- ১৬ শতক (কমবেশি)। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- রাস্তা, দক্ষিণ- রাহুল ভগতের জমি, পূর্বে-রাহুল ভগতের জমি, পশ্চিম- রাহুল ভগতের জমি। **যোগাযোগ ব্যক্তি: দেবার্ঘ্য সান্যাল-৯১৬৩৬০৬০৪৯**	১. ৩৮,৬৩,০০০.০০ টাকা ২. ৩,৮৬,৩০০.০০ টাকা	৩৩,২৪,৪৬২.০০ টাকা (বত্রিশ লক্ষ চব্বিশ হাজার চারশত বাষট্টি টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
১৯.	**ঋণগ্রহীতার নাম: জয়ন্তী ভাদুড়ী** **শাখা: বোলপুর শান্তিনিকেতন** **সম্পত্তির বিবরণ :** জয়ন্তী ভাদুড়ির মালিকানায় সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং-৯৯ এলআর খতিয়ান নং-২০২৬৮, ২০২৬৯ ও ২০৩৭০, আরএস প্লট নং-৮১৭, এলআর প্লট নং- ২৫৩৬ এলাকা ১.৩০ শতক, ওয়ার্ড নং- ৮ বোলপুর পৌরসভার অধীনে, হোল্ডিং নং- ১৮/১২/জিএ/১, এডিএসআর অফিস বোলপুর মৌজা-বোলপুর, চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- বাড়ি, দক্ষিণ- ৩ ফুট গলি প্যাসেজ, পূর্ব -আঁচা তুরি, পশ্চিম- বাড়ি দ্বারা। **যোগাযোগ ব্যক্তি: উদয় কুমার পান্ডে- ৯৩৫৪৫২৫৩৩৫**	১. ৩,২৬,০০০.০০ টাকা ২. ৩২,৬০০.০০ টাকা	২,৬২,২০৩.০০ টাকা (দুই লক্ষ বাষট্টি হাজার দুইশত তিন টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
২০.	**ঋণগ্রহীতার নাম: জনাব কাজীবর রহমান** **শাখা: রামপুরহাট** **সম্পত্তির বিবরণ:** রামপুরহাট মৌজায় অবস্থিত জনাব কাজীবর রহমানের মালিকানাধীন জমি এবং ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, উপহারের দলিল নং আই-৮৭২ সাল- ২০০৫, ১৪৫২ সাল- ২০১০, ৫৮১৫ সাল-২০১১, জেএল নং ৭৭, এলআর খতিয়ান নং-৬৪২৬, এলআর প্লট নং-৩২০৫, জমির পরিমাপ- ৭.০০ ডেসিমেল (কমবেশি)। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর মালতি মন্ডল, দক্ষিণ- কাজীবর রহমান, পূর্ব- মাগিবর রহমান, পশ্চিম- খালি জমি। **যোগাযোগ ব্যক্তি: কেএসপি সিনহা-৯১২৩০৬৬৯০৪**	১. ৩৮,১১,০০০.০০ টাকা ২. ৩,৮১,১০০.০০ টাকা	১১,৯৪,৫৩৩.০০ টাকা (এগারো লক্ষ চুরানব্বই হাজার পাঁচশত তেত্রিশ টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
২১.	**ঋণগ্রহীতার নাম : জয়ন্ত বণিক** **শাখা- দুর্গাপুর (০৫৭৬২)** **সম্পত্তি** - এখানকার সম্পত্তির মধ্যে শ্রীমতী মীরা বনিক এর মালিকানাধীন জমি এবং ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল রয়েছেযার প্লট নং- ১৫৭০, খতিয়ান নং-৩৬০, জেএল নং-৬৮, মৌজা-ভিরিঙ্গি, থানা-দুর্গাপুর, জেলা বর্ধমান। পরিমাপ ৪.২ কাঠা। **মীরা রানী বণিকের নামে, সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-** উত্তর- ১৬ ফুট রাস্তা, পূর্ব- ১১ফুট রাস্তা, পশ্চিম- বিদ্যমান ভবন, দক্ষিণ- বিদ্যমান ভবন। **যোগাযোগের ব্যক্তি- প্রবীন কুমার : ৮০৫১০০০৩২৬**	১. ৬৫,৯৫,০০০.০০ টাকা ২. ৬,৫৯,৫০০.০০ টাকা	৪৮,৭৬,৬১৫.০০ টাকা (আটচল্লিশ লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার ছয়শত পনেরো টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
২২.	**ঋণগ্রহীতার নাম : মীর হাসনাত আলী** **শাখা- খাসপুর পীরতলা** **সম্পত্তি** - মীর হাসনাত আলী এবং মিসেস রেশমি বেগমের মালিকানাধীন সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল পরিমাপ ৬.৫ শতক, মৌজা-আর্গুনে অবস্থিত, পোস্ট- পাকুড়হাঁস, থানা- কেতুগ্রাম, জেলা- বর্ধমান বিয়ারিং জেএল নং-৪৪, খতিয়ান নং -৭২১,এলআর খতিয়ান নং-১৩১৫ও ১৩১৬, প্লট নং-১২৩৩, এলআর প্লট নং-১৩৪৮। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- পুকুর, দক্ষিণ- রাস্তা, পূর্ব- আবু বক্করের দ্বিতীয় এসটিডি বল্ডিং, পশ্চিম- বাসু সেখের মাটির বাড়ি। **যোগাযোগ ব্যক্তি: ধ্রুবজ্যোতি সাইকিয়া: ৯৮৬৪৩৬২০৬৪**	১. ৪৬,২৯,০০০.০০ টাকা ২. ৪,৬২,৯০০.০০ টাকা	৯,৭০,৯৮৭.০০ টাকা (নয় লক্ষ সত্তর হাজার নয়শত সাতাশি টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল
২৩.	**ঋণগ্রহীতার নাম : মেসার্স সাজী বাবা গ্রেনস প্রাঃ লিঃ** **শাখা: বর্ধমান (১২৬২১)** **সম্পত্তি:** গ্রাম এবং পোস্ট- -উখরিদ, জেএল নং ৪০, এলআর খতিয়ান নং ৩৫৫৮, এলআর প্লট নং ১১৭৭, ১২৮৩, ১২৮৪, ১২৮৫,১২৮৬,১২৮৮, ১২৯৩, ১২৪১ -তে জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, জমির মোট পরিমাপ ১.২৮ একর বা ১২৮ শতক জমি বাস্তুর অধীনে, ৭ শতক জমি রাইস মিলের অধীনে, ২২ শতক জমি পোল্ট্রির অধীনে এবং ২০ শতক গোডাউন প্রকৃতির এবং জমিটি উখরিদ গ্রাম পঞ্চায়েত মধ্যে আছে ও কারখানা ভবন এবং সিজিআই ধানের চালা, বয়লার সেকশন, ড্রায়ার, চিমনি, খড়ের শেড বিল্ডিং, আরসিসি সিলো, সিজিআই প্লান্ট ও রাইস শেড, অ্যাশ রুম, আরসিসি ইলেকট্রিক রুম, জলাশয়, সিজিআই শেড হাস্ক, ওজন ব্রিজ প্ল্যাটফর্ম, সীমানা প্রাচীর। **যোগাযোগের ব্যক্তি: প্রসেনজিৎ সরকার : ৭০৬৪৫৮৯৯৩০**	১. ১,১৮,৬২,০০০.০০ টাকা ২. ১১,৮৬,২০০.০০ টাকা	১০,৪৭,৯৩,৪৫২.০০ টাকা (দশ কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ তিরানব্বই হাজার চারশত বাহান্ন টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. বাস্তবিক দখল
২৪.	**ঋণগ্রহীতার নাম : শ্রী শংকর ঠাকুর** **শাখা: রহমানিয়া উচ্চ বিদ্যালয়** **সম্পত্তি:** আবাসিক জমি এবং বিল্ডিং শ্রী শঙ্কর ঠাকুরের মালিকানাধীন, এলআর এবং আরএস প্লট নং- ৪৬০, আরএস খতিয়ান নং- ১১৫ এবং এলআর খতিয়ান নং- ১০৪৩, জেএল নং- ২৭, মৌজা- উত্তর ধাড়কা, থনা-আসানসোল (উঃ) , জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পরিমাপ ১ কাঠা ১$^{1}/_{2}$ ছটাক এবং পরিবেষ্টিত - উত্তর- ৬ ফুট রাস্তা, দক্ষিণ- অন্যের সম্পত্তি, পশ্চিম- দাগ নং. ৪৫৭, পূর্ব- অন্যের সম্পত্তি। **যোগাযোগের ব্যক্তির নাম রাকেশ গুপ্তা- ৬২৬৫০৫৯৮৬৭**	১. ৯,০৮,০০০.০০ টাকা ২. ৯০,৮০০.০০ টাকা	৮,৩৬,০৬২.০০ টাকা (আট লাখ ছত্রিশ হাজার বাষট্টি টাকা মাত্র)	ক. শূন্য খ. প্রতীকী দখল

আগ্রহী পক্ষের দ্বারা সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ এবং সময় হবে **১৫.১১.২০২৩** কাজের সময় পর্যন্ত এই ই-নিলাম সম্পর্কিত আরও সমস্ত বিবরণের জন্য আগ্রহী ক্রেতাকে সাইটে আপলোড করা নিয়ম ও শর্তাবলী দেখতে হবে। এনপিএ অ্যাকাউন্টের উপরে উল্লিখিত যেকোনও সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত কোন দায়বদ্ধতা জানা নেই এবং এ বিষয়ে যোগাযোগকারী ব্যক্তিরা হলেন ই-নিলামে রাখা সিকিউরিটিজের সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক।

বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইটে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন, অর্থাৎ **www.unionbankofindia.com** এবং আইবিএপিআই পোর্টাল ওয়েবসাইট https://ibapi.in -এ যান। দরদাতাদের নিবন্ধন এবং ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি কমার্স -এর ওয়েবসাইট **www.mstcecommerce.com** -এ যান। নীচে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি অনলাইন ই নিলামের মাধ্যমে ওয়েবসাইট https://ibapi.in এবং এমএসটিসি কমার্স -এর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে অর্থাৎ, **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome** হেল্পলাইন নম্বর **১৮০০১০২২৫০২৬ এবং ০১১-৪১১০৬১৩১** -তে প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন আইবিএপিআই পোর্টাল সম্পর্কিত সমস্যার জন্য।

এটিও একটি সংবিধিবদ্ধ ত্রিশ (৩০) দিনের ও বিক্রয় নোটিশ যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর ৮(৬) এবং ৯(১) এর অধীনে উপরে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম বিক্রয় অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে উল্লিখিত ঋণের ঋণগ্রহীতা/গণ এবং গ্যারান্টার/গণকে।

তারিখ: ৩১.১০.২০২৩
স্থান: দুর্গাপুর

অনুমোদিত অফিসার
আঞ্চলিক দপ্তর

সাংসদদের ফোনে নজরদারি ইস্যুতে বিস্ফোরক রাহুল

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর: আদানির চাপে পড়েই বিরোধী সাংসদদের ফোন ও ইমেল হ্যাক করা হচ্ছে বলে দাবি করলেন রাহুল গান্ধি। মঙ্গলবার মহুয়া মৈত্র, শশী থারুর, প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদী-সহ বেশ কয়েকজন সাংসদের ফোনে নজরদারি আদানিদের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন বলেই এই সাংসদদের নিশানা করা হচ্ছে। তবে কংগ্রেস সাংসদের সাফ দাবি, ফোনে নজরদারি চালালেও তাঁরা ভয় পান না। মহুয়ার বিস্ফোরক অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পরেই সাংবাদিক সম্মেলন করেন রাহুল

‘মোদির প্রাণ গচ্ছিত আদানি তোতায়’

চালানোর অভিযোগ ওঠে। ইতিমধ্যেও এই ঘটনায় স্পিকারকে চিঠি দেবেন বলে জানিয়েছেন মহুয়া। হ্যাকিংয়ের অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পরে সাংবাদিক সম্মেলন করেন রাহুল গান্ধি।

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার সকালেই একটি টুইট করে মহুয়া জানান, তাঁর ফোন ও ইমেল হ্যাক করার চেষ্টা চলছে। সাংসদ বলেন, ‘অ্যাপেল থেকে আমার কাছে একটি নোটিফিকেশন এসেছে। সেখানেই সাফ বলা হয়, রাষ্ট্রের মদতপুষ্ট সংস্থাগুলো আমার আইফোন হ্যাক করার চেষ্টা করছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কি কোনও কাজ নেই?’ মহুয়ার টুইট থেকেই জানা যায়, শশী থারুর, অখিলেশ যাদব, রাঘব চাড্ডা, প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদী- সকলের ফোনেই নজরদারি চালাচ্ছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক।

রাহুল বলেন, বিরোধীদের নজর ঘোরাতেই এসেছে ওই সতর্কবার্তা। তাতে কী লেখা ছিল, তা-ও স্পষ্ট করে জানান রাহুল। সাংবাদিক বৈঠকে পড়ে শোনান অ্যাপলের সতর্কবার্তার বয়ান, তাতে লেখা হয়েছে; ‘অ্যাপল মনে করে, আপনারা রাষ্ট্রের প্ররোচিত হ্যাকারদের দ্বারা আক্রান্ত। যারা আপনার অ্যাপল আইডি দিয়ে নথিভুক্ত আইফোনের সুরক্ষা বিঘ্নিত করার চেষ্টা করছে।’ ওই বয়ান পড়ার পর রাহুল বললেন, ‘এটা তোতার কাজ’।

মোদির প্রাণ গচ্ছিত আদানি তোতায়, দাবি করে রাহুল বলেন, ‘এই তোতাপাখিকে আমরা এমন ভাবে ঘিরেছি, যে আর সে পালানোর জায়গা পাচ্ছে না। আর সেই জন্যই বিরোধীদের মনোযোগ ঘোরানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। যাতে খাঁচায় বন্দি তোতার দিকে তাদের নজর না যায়।’

রাহুল বলেন, সরকারের ‘বন্ধু’ গান্ধি। সেখানেই সরাসরি আদানির দিকে আঙুল তোলেন। সাফ জানিয়ে দেন, আসলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হচ্ছেন আদানি। তার পরে রয়েছেন মোদি-শাহরা। আদানির চাপেই সাংসদদের ফোন হ্যাক করা হচ্ছে। যারাই আদানির বিরুদ্ধে মুখ খুলেছে বেছে বেছে তাদেরই ফোন, ইমেলে হ্যাকিং চলছে। তবে রাহুলের দাবি, দরকার পড়লে নিজেদের ফোন দিয়ে দেবেন। কিন্তু নজরদারি চালিয়ে কোনও লাভ হবে না।

রাহুল বললেন, ‘দেশের মানুষের কষ্টার্জিত অর্থ আদানি ট্যাক্স হয়ে ঢুকছে আদানির পকেটে। আমরা কয়লা ব্যবহার করছি, তাতে আদানি ট্যাক্স, ট্রেনে চড়ছি, তাতে আদানি ট্যাক্সে। এ ভাবেই দেশের মানুষের অর্থ আদানির মোদি সরকারের কৌশলে গিয়ে ঢুকছে আদানির পকেটে।’

প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করে রাহুল বললেন, ‘দেশকে ভুয়ো স্বপ্ন দেখিয়ে চোখ বন্ধ করে রাখছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। এই সমস্যার কথা খুব কম লোকই বলেন। আমরা বলছি। তাই এই সব হ্যাকিং, ইডি-সিবিআই, সতর্কবার্তা আসছে। কিন্তু আমরা ভয় পাওয়ার মানুষ নই, লড়াই করব।’

রাহুল বললেন, ‘আদানির হাতে দেশের সমস্ত জাহাজ বন্দর তুলে দিয়েছেন, সমস্ত বিমানবন্দর তুলে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। দেশের খাবারের মূল উৎস যে কৃষিক্ষেত্র, তার আইনও বানিয়ে দেওয়া হয়েছে আদানির সুবিধা করে দিতে। পরিকাঠামো জনিত ব্যবসা তাঁর হাতে। আপনি রাস্তা দিয়ে হাঁটবেন সেই রাস্তা তৈরির সিমেন্টও আদানির হাতে। পুরো দেশটাই আদানির মতো তিন চার জনের হাতে তুলে দিচ্ছেন মোদি।’

‘মোদির জমানায় বিদেশে সম্মান পাচ্ছেন ভারতীয়রা’

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর: ইমিউনো থেরাপির মাধ্যমে ক্যান্সার সারিয়ে তুলে দেশজুড়ে নাম করেছে বিশিষ্ট চিকিৎসক ডঃ জামাল এ খান। এবার তাঁর চিকিৎসা ক্ষেত্রে অবদানের প্রশংসা করলেন দেশের স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

দিল্লির রামলীলা ময়দানের দ্বারকা সেক্টর-এর এক অনুষ্ঠানে ডক্টর জামাল এ খান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে একটি স্মারক দিয়ে সম্মানিত করেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এই উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছেন যে, তিনি ক্যান্সারের ক্ষেত্রে যে কাজ করছেন তা সত্যি প্রশংসনীয়। তিনি ডাঃ জামাল এ খানকে সমাজের উন্নতির জন্য অবিরাম কাজ করার জন্য অভিনন্দন জানান। এই প্রসঙ্গে ডাঃ জামাল এ খান বলেন, যে ‘আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজি দেশের জন্য এত উন্নয়ন কাজ করেছেন। আজ আমরা বিশ্বে একটি পরাশক্তি হিসাবে আবির্ভূত হচ্ছি, এর জন্যে আমি শ্রদ্ধেয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদিকে সমস্ত কৃতিত্ব দিই। মোদির যুগের আগে যখনই আমি বিদেশে ছিলাম, আমাদেরকে অন্যভাবে দেখা হত, যদিও যখন থেকে শ্রী নরেন্দ্র মোদি জি প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, তখন থেকে বিশ্ব আমাদেরকে সম্মানের চোখে দেখতে শুরু করেছে। এর জন্য প্রত্যেক সম্মানীয় ভারতীয় তাঁর কাছে ঋণী। প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিতে আমরা সবাই সমান। আমার জীবনে আমি যাদেরকে সবচেয়ে বেশি সম্মান করেছি তারা হলেন মহাত্মা গান্ধিজি এবং মোদিজি।’

মারাঠা সংরক্ষণ অনশন প্রত্যাহার করেও পথে বিক্ষোভকারীরা

মুম্বই, ৩১ অক্টোবর: মরাঠা সংরক্ষণ ইস্যুতে পুড়ছে মহারাষ্ট্র। সোমবার এনসিপি বিধায়ক প্রকাশ সোলাঙ্কের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয় বিক্ষোভকারীরা। মঙ্গলবারও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে চলে পথ অবরোধ, রেলরোকো। এই অবস্থায় আন্দোলনের অন্যতম মুখ অনশনরত মনোজ জারাঙ্গে পাটিলের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে। তাঁর স্বাস্থ্যের খবর নেওয়ার পাশাপাশি সংরক্ষণের বিষয়ে আশ্বস্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী। এর পরেই অনশন তুলে নিলেন পাটিল।

সংরক্ষণ ইস্যুতে গতকাল দুই জেলা ছত্রপতি শিবাজি নগর এবং বিদে তিন বিধায়কের বাড়িতে হামলার পর আজ মন্ত্রিসভার বৈঠক ডাকেন মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে। ওই বৈঠকের ঘণ্টা খানেক আগে অনশনরত মনোজ জারাঙ্গে পাটিলের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন শিন্ডে। কুড়ি মিনিট কথা হয় উভয়ের মধ্যে। জানা গিয়েছে, পাটিলের স্বাস্থ্যের খবর নেওয়ার পাশাপাশি মরাঠা সংরক্ষণের বিষয়ে আশ্বস্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রীর অফিসে তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়, মনোজকে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, সন্দীপ শিন্ডে কমিটির রিপোর্ট মন্ত্রিসভায় জমা পড়লেই মরাঠাদের বিশেষ শংসাপত্র দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সংরক্ষণের আইনি দিকটি সুরক্ষিত করতে রাজ্য সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছে বলেও জানানো হয়। পাশাপাশি পাটিল যেন তাঁর স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখেন, সে কথাও বলেন শিন্ডে। মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধ মরাঠা সংরক্ষণ আন্দোলনের মুখ একগ্লাস জল পান করেন বলেও খবর। যদিও মিডিয়া বিবৃতিতে সেকথা অস্বীকার করেছেন মনোজ জারাঙ্গে পাটিল।

BARANAGAR MUNICIPALITY
87, DESH BANDHU ROAD (EAST), KOLKATA-700035

The Chairman invites e-Tender (Online) for the work of "Procurement of One No. Ambulance, AC, BS-VI for Better Public Service under Baranagar Municipality", **NIeQ No: WBMAD/BM/HD/NIQ- 73 (eMPLAD)/ 2023-24 Dated-31.10.2023, Tender ID No. 2023_MAD_597547_1.** Bid submission of end date (Online) **is 21.11.2023 up to 6.00 P.M.** For details please log on to **www.wbtenders.gov.in** and visit **www.baranagarmunicipality.org**

Sd/- Chairman

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
ASANSOL
CORRIGENDUM
1st Call 1st Corrigendum
NOTICE INVITING E-TENDER
Memo No.- 653/WS/Eng/2023 Dated 31-10-2023

It is notified that the intending Tenderer/Bidder will read the following in connection with E-Tender Notice No. ET-66/WS/Eng/2023 dated 29-09-2023.

1. Document download end date 08-11-2023 instead of 30-10-2023.
2. Bid submission closing (online) 08-11-2023 instead of 30-10-2023.
3. Bid opening date for Technical Proposal (online) 10-11-2023 instead of 01-11-2023.

All other terms & conditions will remain same.

Sd/- Superintending Engineer
Asansol Municipal Corporation

Press Notice

e-Tender are hereby invited from bonafide experienced reliable contractor for supplying of Duckling vide NIT No-o3 (e) RAD NMSA 2023-24/SC- Extn; Dated-17/10/2023. For details pl visit : **www.wbtenders.gov.in;** Memo No-284(21); Dt 17/10/2023

Sd/- A. Saha
Assistant Director of Agriculture (Admn)
Soil Conservation, Purulia

Press Notice

e-Tender are hereby invited from bonafide experienced reliable contractor for supplying of Duckling vide NIT No-03(e) RAD NMSA 2023-24/SC-DPAP; Dated-17/10/2023. For details pl visit: **www.wbtenders.gov.in;** Memo No-202(21); Dt. 17/10/2023

Sd/- R. Hansda
Assistant Director of Agriculture (Admn)
Soil Conservation, DPAP, Purulia

पंजाब नैशनल बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) **pnb punjab national bank** (Govt. of India Undertaking) Oriental United

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

সার্কেল Sastra সেন্টার, সার্কেল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
ইউনাইটেড টাওয়ার (১০ম তল), ১১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০০১, ই-মেল : **cs8267@pnb.co.in**

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় নোটিশ

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি কার্যকরভাবে/স্বত্ব দখল/প্রতীকী দখল নিয়েছেন জামিন অধীনে ঋণদাতা ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার এবং তা ‘যেখানে যা আছে’, ‘যেখানে যেমন আছে’ এবং ‘যে অবস্থায় আছে’ ভিত্তিতে উল্লিখিত তারিখে নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্ক/জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া সমুদয় সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নিম্নোক্ত টেবিলে উল্লিখিত হবে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির অধীন অনুযায়ী।

জামিন অধীনে সম্পদের সিডিউল

ক্রম নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্ট নাম গ) ঋণগ্রহীতা (গণ)/ জামিনদাতা(গণ) এর নাম এবং ঠিকানা	বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত/মালিকের নাম [সম্পত্তি(সমূহ) এর বন্ধকদাতা]	ক) ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে দাবি নোটিশের তারিখ খ) বকেয়া পরিমাণ গ) ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের প্রকৃতি	ক) সংরক্ষিত মূল্য (লাখ টাকায়) খ) ইএমডি (ইএমডি জমা দেবার শেষ তারিখ) গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ	ক) ই-নিলামের তারিখ এবং সময়
১.	ক) মূল শাখা : গড়িয়া (০১৪৩২০) খ) সুমন্ত্র নাথ ভাদুড়ি গ) ১. সুমন্ত্র নাথ ভাদুড়ি পিতা প্রয়াত নরেন্দ্র নাথ ভাদুড়ি ২. মনজারি ভাদুড়ি স্বামী সুমন্ত্র নাথ ভাদুড়ি **উভয়ের ঠিকানা :** শ্রী ভবন, ৮৬ গনিমা রোড, মল্লিকপুর, কলকাতা - ৭০০ ১৪৫ **আরও :** রাধা কুঞ্জ অ্যাপার্টমেন্ট ১৪ আর এন টি রোড, হরিনাভি, পো. রাজপুর, থানা - সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০১৪৮ **এ/সি নং : 0143300500170 (TL)** **সম্পত্তির আইডি : PUNBU59413186001**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ৩ ফ্ল্যাট এবং ৩ কার পার্কিং স্পেস, জি-৩ তলা রাধাকুঞ্জ ভবনের ব্লক -২, তিনটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ইউনিট অর্থাৎ পরিমাণ ১০১৫ বর্গফুট দ্বিতীয় তলে, পরিমাণ ১০১৫ বর্গফুট তৃতীয় তলে, পরিমাণ ১০১৫ বর্গফুট চতুর্থ তলে এবং কার পার্কিং স্পেস পরিমাণ ৮০০ বর্গফুট একতলায় অবস্থিত ১৪ আরএনটি রোড হরিনাভি পো- রাজপুর, থানা- সোনারপুর, কলকাতা- ৭০০১৪৮, মৌজা- হরিনাভি, জেএল নং ৩৬, আরএস নং ১৫১,তৌজি নং ১০৯, আরএস দাগ নং ২১১, হোল্ডিং নং ১৪, আরএনটি রোড, কলকাতা- ৭০০১৪৮। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : মিত্র পাড়া ২৬ ফুট চওড়া , পূর্বে : অন্যান্য জমি, পশ্চিমে : দাগ নং ২৩৮, দক্ষিণে : জি-৪ তলা ভবন ব্লক -১ সমন্বিত। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : সুমন্ত্র নাথ ভাদুড়ি এবং মঞ্জারি ভাদুড়ি (ঋণগ্রহীতা)।** **সম্পত্তির মানচিত্র স্থান : লঘিমা : ২২.৪১৫৬৫৭, দ্রাঘিমা :৮৮.৪১৬৬৭(গুগল ম্যাপ)**	ক) ০৩.০৬.২০১৯ খ) ৬৩,৮০,৯১০.০০ টাকা ০১.০৬.২০১৯ থেকে পরবর্তী সুদ সহ গ) ২৩.০৮.২০১৯ ঘ) স্বত্ব দখলীকৃত	ক) ৬৮.২৭ লাখ টাকা খ) ৬.৮৩ লাখ টাকা (১৬.১১.২০২৩) গ) ০.২৫ লাখ টাকা	১৭.১১.২০২৩ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
২.	ক) মূল শাখা : চেতলা (০০৯৪২০) খ) মেসার্স বি এস ট্রেডার্স ২০এ, রসা রোড (দক্ষিণ), থার্ড লেন, কলকাতা - ৭০০ ০৩৩, পশ্চিমবঙ্গ গ) শ্রী অলোক দেব, অমিতাভ দেব এবং একায়ন দেব ৫০/২৭, এম জি রোড, অ্যারোস রেস্টুরেন্ট এবং ফিয়োবি বিউটি পার্লার, বজবজ-এর বিপরীতে, পিন - ৭০০ ১৩৭, প.ব. **এ/সি নং : 0094250005727** **সম্পত্তির আইডি : PUNB826520200014**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং দ্বিতল ভবন বসবাসের ভবন অবস্থিত মৌজা- গড়ভুক্ত নন্দনপুর, জেএল নং ৮, এলআর খতিয়ান নং ৫৪৯৭, ৫৪৯৮, এলআর দাগ নং ২০২৮, এইচ নং ১৫৯/৪, থানা- বজ বজ, বজবজ পুরসভার ওয়ার্ড নং ১২ অধীন, জেলা-দক্ষিণ ২৪পরগনা, কলকাতা -৭০০১৩৭ অনুযায়ী প্রয়াত দীপ্তি রানি দেব এর নামে বর্তমানে মালিক অলোক দে এবং অমিতাভ দেব আইনি উত্তরাধিকারী হিসেবে। জমির এরিয়া -৮ ডেসিমেল, একতলার এরিয়া - ১২৫৪ বর্গফুট, ২য় তলার এরিয়া -১৩২৬ বর্গফুট। **সম্পত্তির মানচিত্র স্থান : লঘিমা : ২২.৪৮১৪২৬, দ্রাঘিমা :৮৮.১৮৯১৮ (গুগল ম্যাপ)**	ক) ১৮.০২.২০১৯ খ) ১,১৪,৬৬,৫৪৫.০০ টাকা পরবর্তী সুদ সহ গ) ২২.০৪.২০২২ ঘ) স্বত্ব দখলীকৃত	ক) ৫২.৪৪ লাখ টাকা খ) ৫.২৫ লাখ টাকা (১৬.১১.২০২৩) গ) ০.২৫ লাখ টাকা	১৭.১১.২০২৩ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
৩.	ক) শাখা : সন্তোষপুর (০১৪৬২০) খ) মন্টু ভদ্র এবং কাকলি মল্লিক গ) শ্রীমতি কাকলি মল্লিক স্বামী প্রয়াত শ্রী মন্টু ভদ্র পিতা প্রিয়রঞ্জন ভদ্র আটঘরা সুকান্ত পার্ক, আর এম ঝুম মঠ, পো. ধালুয়া সোনারপুর, সোনারপুর, এসও সোনারপুর, প.ব. পিন - ৭০০ ১৫০ **এ/সি নং : 0146250008839 এবং 0146300031718** **সম্পত্তির আইডি : PUNBMANTUBHADRA**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট **শ্রী মন্টু ভদ্র** এর নামে পরিমাণ আনুমানিক ৮৩৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া তৃতীয়তলে, উত্তর-পূর্ব- দক্ষিণ দিকে জি-৩ তলা ভবনে এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং প্রেমিসেসের সুবিধা ও পরিষেবার ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত প্রেমিসেস নং ২৬৬৯, নয়াবাদ,কলকাতা- ৭০০০৯৯, থানা- পূর্বতন কসবা বর্তমানে পূর্ব যাদবপুর,জেএল নং ২৫, আরএস নং ৩, তৌজি নং ৫৬, আরএস খতিয়ান নং ৮২, আরএস দাগ নং ১৭১ কেএমসি ওয়ার্ড নং ১০৯ অধীন, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দলিল নং ১-৩২৩৬/১৭, তারিখ ০৬.১১.২০১৭। **সম্পত্তির চৌহদ্দি:**উত্তরে: দাগ নং ১৭০ সম্পত্তি, দক্ষিণে : দাগ নং ১৭১ সম্পত্তি, পূর্বে : দাগ নং ১৭২ এবং ১৭৪ সম্পত্তি, পশ্চিমে : ২০ ফুট চওড়া কেএমসি সড়ক সমন্বিত। **সম্পত্তির মানচিত্র স্থান : লঘিমা : ২২.৪৮৬৬২০, দ্রাঘিমা : ৮৮.৪১৬২৬৯ (গুগল ম্যাপ)**	ক) ১৩.০১.২০২০ খ) ২২,৪৮,৯৩২.৭৮ টাকা পরবর্তী সুদ সহ গ) ২৯.১০.২০২০ ঘ) স্বত্ব দখলীকৃত	ক) ২২.৬২ লাখ টাকা খ) ২.২৭ লাখ টাকা (১৬.১১.২০২৩) গ) ০.২৫ লাখ টাকা	১৭.১১.২০২৩ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
৪.	ক) মূল শাখা : বাঘাযতীন স্টেশন (২১৮১২০) খ) মেসার্স রয়'স এম্পোরিয়াম স্বত্বাধিকারী : শ্রীমতি টুম্পা রায় গ) শ্রীমতি টুম্পা রায় (স্বত্বা.) ৩৬/২, লোটাস পার্ক, পো. নাকতলা, থানা - যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০২৪ **এ/সি নং : 2181250000019 এবং 2181300000949** **সম্পত্তির আইডি : PUNBROYEMPORIUM**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট ২ বেড রুম, ১ ডাইনিং এবং কিচেন, ২ টয়লেট, ১ ব্যালকনি (আই/সি ম্যাজে. ফ্লোর)এক তলায় (উত্তর দিকে) পরিমাণ ৬২০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৩ তলা ভবনের এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ দান জমিস্থিত সম্পত্তির পরিমাণ ০১ কাঠা ১১ ছটাক ২৩ বর্গফুট ,স্কিম নং ২, প্লট নং ১৯, অবস্থিত মৌজা- রাইপুর,জেএল নং ৩৩, খতিয়ান নং ৪৬০, দাগ নং ৫২৭, তৌজি নং ৫৬, আরএস নং ৩, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৯৯ অধীন, বোরো ১০, প্রেমিসেস নং ২২৯/এ/১, রাইপুর রোড (ডাক ঠিকানা - ৩৬/২, লোটাস পার্ক), থানা-যাদবপুর, কলকাতা -৭০০০৪৭, **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ১২ ফুট চওড়া কেএমসি সড়ক, দক্ষিণে : প্রেমিসেস নং ৩৬/৩, লোটাস পার্ক, পূর্বে: প্রেমিসেস নং ৩৬/২,পশ্চিমে: ৪ ফুট চওড়া কেএমসি রোড সমন্বিত। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী জয়ন্ত রায়। সম্পত্তির মানচিত্র স্থান : লঘিমা : ২২.৪৮২১২, দ্রাঘিমা : ৮৮.৩৬৭৩১ (গুগল ম্যাপ)**	ক) ০১.০২.২০২২ খ) ১৫,২০,৮৫৮.০০ টাকা পরবর্তী সুদ সহ গ) ১০.০৬.২০২২ ঘ) স্বত্ব দখলীকৃত	ক) ১২.৮৮ লাখ টাকা খ) ১.২৯ লাখ টাকা (১৬.১১.২০২৩) গ) ০.২৫ লাখ টাকা	১৭.১১.২০২৩ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
৫.	ক) মূল শাখা : রাইনগর (০৭৫২২০) খ) মহেশ কুমার সাউ এবং মেসার্স এমকেএস এন্টারপ্রাইজ গ) মহেশ কুমার সাউ শান্তি গার্ডেন ফ্ল্যাট নং এস-৯, ১৮০, ব্রহ্মপুর শেখ পাড়া, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা- ৭০০০৯৬ এবং আরও ১০৬, পঞ্চানন তলা, মালি পাড়া, ব্রহ্মপুর, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা -৭০০০৯৬, **এ/সি নং ০৭৫২২৫০০২১৪৪৭, ০৭৫২৩০৫৬১৩৯৪২ এবং ০৭৫২৩০০৫০০৯৯৫** **সম্পত্তির আইডি : PUNBMKSENTERP**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৩০ বর্গফুট কমবেশি নং এস৯,পশ্চিম দিকে চতুর্থতলে চারতলা (জি-৩) ভবনে অবস্থিত জমির পরিমাণ কমবেশি ৩ কাঠা ১৩ ছটাক ৩০ বর্গফুট, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, থানা-বাঁশদ্রোণী (পূর্বতন রিজেন্ট পার্ক), অ্যাডিশনাল সাব-রেজিস্ট্রি অফিস আলিপুর, পরগনা-মাগুরা, তৌজি নং ৬০, জেএল নং ৪৮, আরএস নং ১৬৯, মৌজা- ব্রহ্মপুর, খতিয়ান নং ২৪৭, দাগ নং ৫১০, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১১২ অধীন, পরিচিত এবং সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত কেএমসি প্রেমিসেস নং ১৮০, ব্রহ্মপুর নাথপাড়া, কলকাতা- ৭০০০৯৬, এবং অ্যাসেসি নং ৩১-১১২-০৬-০১৮০-৯, উল্লেখ্য দলিল নং ০০৪৫১-২০১৫ সালের। **সম্পত্তির যৌথ মালিকাধীন ব্যক্তিগণ শ্রী মহেশ কুমার সাউ,** পিতা প্রয়াত বিন্দু সাউ এবং **শ্রীমতি পূজা সাউ,** স্বামী শ্রী মহেশ কুমার সাউ। **উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ :** উত্তরে : লীনা চক্রবর্তীর সম্পত্তি,দক্ষিণে : লোকাল স্কিম প্লট নং ৮, পূর্বে : ২৬ ফুট কেএমসি সড়ক, পশ্চিমে : ১৬ ফুট চওড়া কেএমসি সড়ক সমন্বিত। **সম্পত্তির মানচিত্র স্থান : লঘিমা : ২২.৪৬০১০, দ্রাঘিমা :৮৮.৩৬১১২০ (গুগল ম্যাপ)**	ক) ২৫.০১.২০২৩ খ) ৩৩,০৮,৫১২.১৪ টাকা পরবর্তী সুদ সহ গ) ০৮.০৬.২০২৩ ঘ) স্বত্ব দখলীকৃত	ক) ২২.৩৫ লাখ টাকা খ) ২.২৪ লাখ টাকা (১৬.১১.২০২৩) গ) ০.২৫ লাখ টাকা	১৭.১১.২০২৩ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
৬.	ক) মূল শাখা : গড়িয়া (০১৪৩২০) খ) মেসার্স আর এস টি প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রি, স্বত্বা-: রঞ্জনা চৌবে, গ) রঞ্জনা চৌবে ১৮৯, রায় বাহাদুর রোড, মেল-২৪০, বেহালা, কলকাতা- ৭০০০৫৩। **এ/সি নং : ০১৪৩২৫০০১২০৯৬** **সম্পত্তির আইডি : PUNBRST001**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ শালি জমি এবং ফ্যাক্টরি পরিমাণ আনুমানিক ৮.২৫ ডেসিমেল,নাহাজারি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, মৌজা- নাহাজারি,জেএল নং ১৪, আরএসনং ৯১, তৌজি নং ৩৫২, পরগনা -বালিয়া,আরএস খতিয়ান নং ২১৫০, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৪১৯৮,থানা- বিষ্ণুপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, যথযথভাবে রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর-বিষ্ণুপুর,জেলা-রেজিস্ট্রেশন অফিস -আলিপুর ৪, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১৬১৩০৬৪৬৩, শ্রীমতি রঞ্জনা চৌবে এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : আরএস দাগ নং ১১৪৯, দক্ষিণে : আরএস দাগ নং ১১৯৮, পূর্বে : ২৫ সাধারণের চলার পথ,পশ্চিমে : আরএস দাগ নং১১৪৮ সমন্বিত। সম্পত্তির মালিক রঞ্জনা চৌবে, স্বামী গোপাল চৌবে। **সম্পত্তির মানচিত্র স্থান : লঘিমা : ২২.৪৪০৪৭, দ্রাঘিমা :৮৮.২৫০৫৬ (গুগল ম্যাপ)**	ক) ১৬.০৭.২০২১ খ) ৫৫,৫৫,২৭৬.৯০ টাকা ০১.০৪.২০২১ থেকে পরবর্তী সুদ সহ গ) ০৩.০২.২০২২ ঘ) স্বত্ব দখলীকৃত	ক) ২১.৩০ লাখ টাকা খ) ২.১৩ লাখ টাকা (১৬.১১.২০২৩) গ) ০.২৫ লাখ টাকা	১৭.১১.২০২৩ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
৭.	ক) শাখা : টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপো (০৬৭৫২০) খ) মেসার্স বিশ্বাস এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বা :- অমল বিশ্বাস, গ) অমল বিশ্বাস মল্লিকপুর উত্তর হিন্দু পাড়া, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭০০১৪৫ **এ/সি নং : ০৬৭৫২১০৩০৫৯১৪ এবং ০৬৭৫৩০০০১৩০৫৯,** **সম্পত্তির আইডি : PUNBBISWASENT**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ২ কাঠা ১১ ছটাক ১৫ বর্গফুট কমবেশি এবং তদস্থিত ভবন অবস্থিত মৌজা -মল্লিকপুর, জেএল নং ১০, আরএস নং ১২, তৌজি নং ২৫০, আরএস নং ৫২০, আরএস খতিয়ান নং ৩৮, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা,মালিক অমল বিশ্বাস, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং১- ৬৩৮৯ -২০১১ সালের অনুযায়ী। **উক্ত প্রেমিসেসের চৌহদ্দি :** উত্তরে :২০ ফুট চওড়া সড়ক, দক্ষিণে : প্লট নং ৩৪ জমি,পূর্বে : পাঁচঘড়া মৌজার জমি, পশ্চিমে : প্লট নং ৩২ জমি সমন্বিত। **সম্পত্তির মানচিত্র স্থান : লঘিমা : ২২.৪৩৯০২৫, দ্রাঘিমা :৮৮.৪৩৯০২৫ (গুগল ম্যাপ)**	ক) ২০.০৭.২০২১ খ) ৩৪,৫৫,১১৭.০০ টাকা পরবর্তী সুদ সহ গ) ০৭.১০.২০২১ ঘ) স্বত্ব দখলীকৃত	ক) ৩৭.৯২ লাখ টাকা খ) ৩.৮০ লাখ টাকা (১৬.১১.২০২৩) গ) ০.২৫ লাখ টাকা	১৭.১১.২০২৩ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত

জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট দায়বদ্ধতার বিস্তারিত : ব্যাঙ্ক জ্ঞাত নয়

নিয়ম এবং শর্তাদি

সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের নিয়ম এবং শর্তাদি অধীনে এবং নিম্নোক্ত শর্তাধীনেও :

১. সম্পত্তি বিক্রি করা হবে **‘যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে’ এবং ‘যেখানে যা আছে ভিত্তিতে’ এবং ‘যেমন আছে ভিত্তিতে’।**
২. নিম্নোক্ত শিডিউলে বর্ণিত জামিনদত্ত সম্পত্তির বিবরণ সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞাত তথ্য অনুযায়ী কিন্তু সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত অফিসার কোনও ত্রুটি, ভুল তথ্য অথবা তথ্য না দেওয়া ঘোষণা সম্পর্কে দায়ী হবেন না।
৩. বিক্রয় সম্পাদিত হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম যা ওয়েবসাইট **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jspon** মাধ্যমে **১৭.১১.২০২৩ তারিখ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে।**
৪. সংশ্লিষ্ট বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://www.ibapi.in, https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp, https://eprocure.gov.in/epublish/app** এবং **www.pnbindia.in**।
৫. সম্পত্তি পর্যবেক্ষণ করা যাবে **০৫.১১.২০২৩, ১১.১১.২০২৩ এবং ১২.১১.২০২৩ তারিখ।**
৬. সম্পত্তি লোকেশনের জন্য, গুগল ম্যাপ খুলুন এবং টাইপ করুন প্রদত্ত প্রোপার্টি ম্যাপ লোকেশন যেমন ২২.৪৮২৮০৪, ৮৮.৩০৭৫৯০

তারিখ :৩১.১০.২০২৩
স্থান : কলকাতা

চিফ ম্যানেজার/অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

BIRNAGAR MUNICIPALITY
E-Quotation Notice

Name of Work:- Supply and delivery of Submersible Pump with motor within Birnagar Municipality.

Sl. No.	NIT No.	Date of Publishing	Bid submission closing date online
01.	WBMAD/BM/13q/2023-24 Memo No. 419/PWD, Date- 01-11-2023	01-11-2023 at 10.00am	08-11-2023 at 6.00 pm

For details please visit **www.wbtenders.gov.in & www.birnagarmunicipality.org**

Partha Kumar Chatterjee
Chairman
Birnagar Municipality

RAMKARCHAR GRAM PANCHAYAT
HARINBARI, SAGAR, SOUTH 24 PARGANAS
ABRIDGED NIT

Sealed Tenders are being invited from the bidders w.r.t. NITs vide Memo **No. 273/LWM_SBM(G)/NIT_2ND CALL/RGP/2023 (Tender ID: 2023_ZPHD_597354_1 to 2023_ZPHD_597354_3), Dated-31-10-2023,** Last date of tender dropping **11-11--2023 up to 10.00 A.M**. and opening date of the all tenders **17-11-2023 at 10.00 A.M.** For details plz. see the website **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.

Sd/- Pradhan
Ramkarchar Gram Panchayat

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार का उपक्रम **Union Bank of India** A Government of India Undertaking

দলিল হারানোর বিজ্ঞপ্তি

ক্যামাক স্ট্রিট শাখা
১/১, ক্যামাক স্ট্রিট, একতলা, কলকাতা- ৭০০০১৬
মেল : **ubin0540161@unionbankofindia.bank**

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমার মক্কেল **সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ** মোট এরিয়া আনুমানিক কমবেশি ৩৩.১৬ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা- বিপ্রন্নাপাড়া, জেএল নং ২৭, নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে :

১. এরিয়া : ১৭ ডেসিমেল,আরএস দাগ নং ৩৮৬৬, আর এস খতিয়ান নং ৬৭৯
২. এরিয়া : ৩.২৫ ডেসিমেল, আরএস দাগ নং ৩৮৩০, আরএস খতিয়ান নং ২১১
৩. এরিয়া : ৫.২৫ ডেসিমেল, আরএস দাগ নং ৩৮৪৬, সি এস খতিয়ান নং ৫২৭
৪. এরিয়া : ৫.৩৩ ডেসিমেল, আর এস দাগ নং ৩৮৬৭, এলআর দাগ নং ৩৮৭১। এলআর খতিয়ান নং ৭৬।
৫. এরিয়া : ২.৩৩ ডেসিমেল, আর এস দাগ নং ৩৮৬৭, আরএস খতিয়ান নং ৬৭৯

মোট এরিয়া : ৩৩.১৬ ডেসিমেল

এডিএসআর অফিস এবং থানা-ডোমজুড়, বেগড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা- হাওড়া সংশ্লিষ্ট **স্বত্বাধিকারী মেসার্স নিধি হার্ডওয়্যার কোং প্রাইভেট লিমিটেড**, একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি, ১৯৫৬ সালের ভারতীয় কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি, রেজিস্টার্ড অফিস : ডায়মন্ড হেরিটেজ, ১৬, স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা- ৭০০০০১ এর কাছ থেকে।

উক্ত সম্পত্তির মালিক সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানিয়েছেন যে, তিনটি মূল সংযুক্ত স্বত্ব বিক্রয় দলিল উক্ত সম্পত্তির দলিল নং ০৩৬৭২/২০০৭, ০৩৬৭৩/২০০৭ এবং ০৩৬৭৪/২০০৭ সংশ্লিষ্ট সকল রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর হাওড়া,হারিয়ে গিয়েছে ১১.১০.২০২৩ তারিখে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোম্পানির পক্ষে জিডিই ডোমজুড় থানা, হাওড়ায় জিডিই নং ৬৬৫/২০২৩,তারিখ ১২.১০.২০২৩ দাখিল করা হয়েছে।

কোনও ব্যক্তির উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে কোনও দাবি বা আপত্তি থাকলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫(পনেরো) দিনের মধ্যে নিম্নোক্ত ব্যক্তির নিকট প্রামাণ্য নথি সহ দাবি দাখিল করতে পারেন, অন্যথায় পরবর্তীতে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না এবং সংশ্লিষ্ট দাবি অগ্রাহ্য হবে।

সাহিমা মোল্লা,অ্যাডভোকেট
কলকাতা হাই কোর্ট
চেম্বারের ঠিকানা : ১২, তালতলা বাজার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৪, মোবাইল নং : ৮২৪০৭২৮৮৫৮

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
এ কে পাওয়ার ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য সংশ্লিষ্ট চালু সংস্থা হিসেবে এবং দেউলিয়াগ্রস্ত সম্পত্তির অংশ হিসেবে **‘যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে’, ‘যেখানে যা আছে ভিত্তিতে’, ‘যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে’ এবং ‘কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত’** ভিত্তিতে স্ট্যান্ডালোন ভিত্তিতে বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় অধীনে সম্পদের বিক্রয়ের জন্য অবগত করা হচ্ছে

ই-নিলামের (চালু সংস্থা হিসেবে বিক্রয়) তারিখ এবং সময় : ০৪.১২.২০২৩ বেলা ১১ টা থেকে বেলা ১ টা পর্যন্ত আইএসটি (৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে) চালু সংস্থা হিসেবে বিক্রিতে ব্যর্থ হলে লিকুইডেটর সিডি এর সম্পদ স্ট্যান্ডালোন ভিত্তিতে পরবর্তী সময়ে নিম্নোক্ত মতে বিক্রয় করবেন :

ই-নিলামের (স্ট্যান্ডালোন ভিত্তিতে বিক্রয়) তারিখ এবং সময় : ০৪.১২.২০২৩ তারিখ বেলা ০২ টা থেকে বিকেল ০৪ টা আইএসটি (প্রতিটি ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে)

উপযুক্ততার নথি দাখিলের তারিখ : ০২.১১.২০২৩ থেকে ১৫.১১.২০২৩

ইএমডি দাখিলের তারিখ : ০১.১২.২০২৩ বিকেল ৪ টার মধ্যে

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০২.১১.২০২৩ থেকে ৩০.১১.২০২৩

সম্পদের বিস্তারিত

ক্রম নং	বিবরণাদি	মোট সংরক্ষিত মূল্য (টাকা)	বায়না জমা (টাকা)	বর্ধিত পরিমাণ (টাকা)
১	এ. কে. পাওয়ার ইন্ডাস্ট্রিজ প্রা. লি. (দেউলিয়াগ্রস্ত) -প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি, জমি এবং ভবন প্রায় ৮১ কাঠা জমি এবং সিকিউরিটিজ এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস সমুদয় সম্পত্তি বিক্রয় **চালু সংস্থা হিসেবে** ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হবে ০৪.১২.২০২৩ তারিখ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত	১২,০০,০০,০০০ টাকা	১,২০,০০,০০০ টাকা	২০,০০০ টাকা
২	**জমি এবং বাড়ি বিক্রয়** (প্রায় ৮১ কাঠা জমি) অবস্থিত মৌজা কাটালিয়া, ডোমজুড়, জেলা হাওড়া	৩,৫০,০০,০০০ টাকা	৩৫,০০,০০০ টাকা	২০,০০০ টাকা
৩	**ফ্ল্যাট নং ৪০১** ৯০০ বর্গফুট অবস্থিত -শ্রুতিনীর, ভগবান চ্যাটার্জি লেন, হাওড়া	২,৬৭০,০০০ টাকা	২,৬৭,০০০ টাকা	৫,০০০ টাকা
৪	**ফ্ল্যাট নং ৬০১** ১৪৯৩ বর্গফুট অবস্থিত -গণপতি এনক্লেভ ভগবান চ্যাটার্জি লেন, হাওড়া	৪,৪৭০,০০০ টাকা	৪,৪৭,০০০ টাকা	১০,০০০ টাকা
৫	**শপ ১০১ এবং ১০৩** - ভগবান চ্যাটার্জি লেন	৩০,০০,০০০ টাকা	৩,০০,০০০ টাকা	৫০০০
৬	**প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি,** কাটালিয়া, ডোমজুড়, জেলা হাওড়া	১৭৩,০০,০০০ টাকা	১৭,৩০,০০০ টাকা	১০,০০০ টাকা
৭	**সিকিউরিটিজ এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস**	৫,৭২,৫২,০০০ টাকা	৫৭,২৫,২০০ টাকা	৫০০০

সংশ্লিষ্ট **https://nesl.co.in/auction-notices-under-ibc/** প্রাপ্তব্য উল্লেখ্য ই-নিলাম / বিক্রয় নিয়ম এবং শর্তাদি অধীনে বিক্রয় সাপেক্ষে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি এবং সংশ্লিষ্ট ইমেল আইডিতে **cirp.akpower@gmail.com** প্রশ্ন পাঠানোর মাধ্যমে জানতে পারেন। ই-নিলাম বিষয়ে কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে যোগাযোগ করুন : লিকুইডেটর টিম সদস্য, শিখার সঙ্গে ০৩৩-৭৯৬১১০২৭ নম্বরে।

প্রতীম বয়াল - লিকুইডেটর
এ কে পাওয়ার ইন্ডাস্ট্রিজ প্রা. লি. (দেউলিয়াগ্রস্ত) **তারিখ : ১ নভেম্বর ২০২৩**
আইপি রেজিস্ট্রেশন নং : IBBI/IPA-003/IP-N00213/2018-2019/12385
নথিভুক্ত ঠিকানা : ১৮/১ তারাপুকুর মেন রোড, ঘোষ পাড়া আগরপাড়া-কলকাতা ৭০০১০৯
নথিভুক্ত ইমেল আইডি : pratimbayal@gmail.com
যোগাযোগ ইমেল আইডি : cirp.akpower@gmail.com

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি শাখা, দক্ষিণবঙ্গ
‘জীবনদীপ বিল্ডিং’, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১
ফোন- ০৩৩-২২৮৮-৪৪৩৭, ফ্যাক্স- ০৩৩-২২৮৮-৪৩০২,
ই-মেইল: **sbi.15196@sbi.co.in**

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ঠ-৪ [রুল৮(১)]

যেহেতু,

নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, **স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিনবঙ্গ শাখার** অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর এক্ট ৫৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে **১৩.০৬.২০২৩ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ** জারি করে ঋণগ্রহীতা **শ্রী তাপস মাইতি, পিতা-শ্রী প্রভাত মাইতি** কে আহ্বান জানিয়ে নোটিশে উল্লিখিত **৬৪,১৯,২৫২.০০ টাকা (চৌষট্টি লক্ষ উনিশ হাজার দুইশো বাহান্ন টাকা মাত্র) ১৩.০৬.২০২৩** অনুযায়ী বকেয়া পরিশোধ করতে বলেন উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর।

ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন **৩০ শে অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে** রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে উল্লিখিত **৬৪,১৯,২৫২.০০ টাকা (চৌষট্টি লক্ষ উনিশ হাজার দুইশো বাহান্ন টাকা মাত্র) ১৩.০৬.২০২৩** অনুযায়ী সেইসঙ্গে চার্জ তদুপরি সুদ সহ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ধার্য সাপেক্ষ হবে। ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে সারফেইসি অ্যাক্টের সেকশন (১৩)-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে ও।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

স্বত্বাধিকারী: শ্রী তাপস মাইতি, পিতা-শ্রী প্রভাত মাইতি, ২০২২ সালের দলিল নং- ১৯০১০৯৩৭৮ বই নং-আই, ভলিউমে নং-১৯০১-২০২২, পৃষ্ঠা নং-৪১৮৭৯৪ থেকে ৪১৮৮২১ এআরএ- ১ কলকাতা তে নিবন্ধিত।

বালাজি অ্যাপার্টমেন্টের সামনের দিকে ৩য় তলায় কমবেশি ১১৪৯ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা পরিমাপের স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং - বি/১ এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। ২(দুই) বেড রুম, ১টি ডাইনিং কাম লিভিং, ১টি রান্নাঘর, ২টি টয়লেট এবং ১টি বারান্দা সমন্বিত যা মৌজা- রায়গাছি তে অবস্থিত, জেএল নং -১২, আরএস নং-১৯৪, তৌজি নং -৩, ১৪৭, ১৬০,১৬২ এবং ১৬৯ সি.এস. খতিয়ান নং ৩৫৫-এর সাথে সম্পর্কিত, আর.এস. খতিয়ান নং - ৪৫৩, এলআর খতিয়ান নং - ২৩০৩ এবং ২৩০২, সিএস দাগ নং- ৪৫/৬৫১ এর অধীনে আরএস এবং এল.আর. দাগ নং ৬৫ এর সাথে সম্পর্কিত, থানা , রাজারহাট এর স্থানীয় সীমার মধ্যে রাজারহাট বিষ্ণুপুর নং - ১ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা এবং সেইসঙ্গে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক নিরপেক্ষ শেয়ার ও ইন্টারেস্ট সহ, যা বুচতুর্দিক **পরিবেষ্টিত:** উত্তর- আরএস দাগ নং ৬৫, দক্ষিণ- ৬ ফুট প্রশস্ত সাকমন প্যাসেজ, পূর্ব- ৩৬ ফুট প্রশস্ত রাস্তা, পশ্চিম-আরএস দাগ নং -৬৫ এবং ৬৭ দ্বারা।

বিঃ দ্রঃ: দখল বিজ্ঞপ্তিটি ইতিমধ্যেই ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের কাছে রেজিস্টার্ড স্পিড পোস্ট মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। যদি, এই ধরনের কোনো পার্টি/পার্টিগুলি এটি না পেয়ে থাকেন, তাহলে এই বিজ্ঞপ্তিটি সেই সমস্ত পার্টির পরিষেবার একটি বিকল্প পদ্ধতি হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

তারিখ: ৩০.১০.২০২৩,
স্থান: রাইগাছি, রাজারহাট

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই এসএআরবি- দক্ষিণ বঙ্গ

বাংলার মাটিতে বিশ্বকাপের প্রথম বিদায়ী দল বাংলাদেশ

রাজেশ ঠাকুর

প্রশ্নগুলো প্রত্যাশিত, উত্তরও তাই। বিশ্বকাপে বাংলাদেশ দলের প্রতিটি হারের ধরন যেহেতু একই, ম্যাচ শেষে প্রশ্ন-উত্তর পর্বটাও এরকমই হওয়ার কথা। কাল যেমন ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরনের মঞ্চে বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক সাকিব আল হাসানের কাছে হারের কারণ জানতে চাইলেন সঞ্চালক রমিজ রাজা। সাকিব উত্তর দেওয়ার আগে পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার তাঁর প্রশ্নের সঙ্গে জুড়ে দেন ব্যাটিং ব্যর্থতার প্রসঙ্গটাও।

সাকিবও সেই সুর ধরেই উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, যথেষ্ট রান ছিল না...।' এরপর বিস্তারিত ব্যাখ্যায় যা বললেন সেটা পুরো বিশ্বকাপ জুড়েই বলে আসছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক, 'উইকেট খুব ভালো ছিল। কিন্তু আমরা আবারও শুরুতে উইকেট হারিয়েছি। সেখান থেকে কিছু জুটি গড়েছি। কিন্তু যথেষ্ট বড় জুটি ছিল না। যেখান থেকে এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি হতো যেন আমরা শেষ ১০ ওভারে দ্রুত রান তুলতে পারি। হ্যাঁ, ব্যাটিং নিয়ে অবশ্যই হতাশ।' শেষে বোলারদের পারফরম্যান্সও যে প্রত্যাশিত ছিল না, সাকিব বলেছেন সেটাও, 'আমাদের বোলিং খুব যে ভালো হয়েছে তা বলব না। তবে পাকিস্তান যেভাবে বোলিং করেছে এবং প্রথম ১০ ওভারে ব্যাটিং করেছে, কৃতিত্বটা ওদের দিতেই হবে।'

বাংলাদেশ দলের ব্যাটিং ব্যর্থতার পাশাপাশি বিশ্বকাপে ব্যাটসম্যানদের ব্যাটিং পজিশনও নিয়েও অনেক আলোচনা হচ্ছে। ২০১৯ বিশ্বকাপে তিনে ব্যাটিং করে ৬০৬ রান করা সাকিব এবার ৬ ম্যাচে ৬ ইনিংস ব্যাট করে রান করেছেন মাত্র ১০৪। ব্যাটিং করেছেন চার, পাঁচ ও ছয় নম্বরে। এমন সদা পরিবর্তনশীল ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে এখন যেন সাকিবের মনেও প্রশ্ন। সিদ্ধান্তটা সঠিক ছিল কি না, তা নিয়ে অধিনায়কের সংশয় প্রকাশ পেল তাঁর কথাতেই, 'চিন্তা করতে হবে, আমরা উপরের সারির চার ব্যাটসম্যান থেকে বেশি রান পাচ্ছি না। আমিও

উপরে ব্যাটিং করেছি। কিন্তু আমিও রান করছিলাম না। বুঝতেই পারছেন, আমার আত্মবিশ্বাসও ভালো জায়গায় ছিল না।'

গতকাল পাকিস্তানের বিপক্ষে ছয়ে নেমেছেন সাকিব। নিচে ব্যাটিং করে এবারের বিশ্বকাপে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ ৪৩ রানের ইনিংস খেলেছেন তিনি। সেই ইনিংসের সূত্র ধরেই সাকিব বললেন, 'ভাগ্য ভালো আজ (গতকাল) কিছু রান পেয়েছি। কিছুটা ভালো লাগছে।' তবে বিশ্বকাপের বাকি দুই ম্যাচে যে সাকিবের তিনে উঠে আসার সম্ভাবনা ক্ষীন, এমন আভাস তাঁর কথায়ও, 'আমরা এ নিয়ে আলোচনা করতে পারি। এই মুহূর্তে পরিবর্তন আনা কঠিন। অনেকটা বাধ্য হয়েই কিছু করার চেষ্টা করছি, কিন্তু এটা কাজে দিচ্ছে না। তবে আমাদের চেষ্টা করতে যেতে হবে। এমন কিছু করতে হবে যা কাজে লাগতে পারে।'

শ্রীলঙ্কা ও অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বাকি দুই ম্যাচে বাংলাদেশের করণীয় একটাই;দল হয়ে পারফরম করা। সাকিবও বললেন, 'এই মুহূর্তে আমাদের এক হয়ে পারফর্ম করতে হবে। একা কেউ জিতিয়ে দেবে তা নয়। আমাদের দলগত পারফরম্যান্স দরকার। আরও দুটি ম্যাচ আছে, আশা করি আমরা ঘুরে দাঁড়াবো।' সমর্থকদের জন্যই এটা করতে চান সাকিবরা, 'আমরা যেখানেই যাই, দর্শকরা আমাদের খেলা দেখতে যায়। আমরা ভালো করি কিংবা খারাপ, দর্শকরা সবসময় আমাদের সমর্থন দিয়ে আসছে। দর্শকরাই আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি। আমরা তাদের কিছু ফিরিয়ে দিতে চাই যেন তাদের মুখে হাসি আসে।'

বাবরের বার্তা ফাঁস কাণ্ডে পিসিবি প্রধানকে ধুয়ে দিলেন আফ্রিদি

নিজস্ব প্রতিনিধি: মাঠে পাকিস্তানের বাজে পারফরম্যান্সে খবরের শিরোনাম তো হচ্ছেনই বাবর আজম, পাকিস্তানের অধিনায়ক খবরের শিরোনাম হচ্ছেন মাঠের বাইরের ঘটনার কারণেও। এবার তিনি শিরোনামে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) প্রধান জাকা আশরাফের একটি কাণ্ডের কারণে। পিসিবির চিফ অপারেটিং অফিসার সালমান নাসেরের সঙ্গে বাবরের হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা ফাঁস করেছেন জাকা আশরাফ।

এ নিয়ে বাবর শিরোনামে এলেও পিসিবি প্রধানের কাজটি পছন্দ হয়নি পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটারদের। পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার রশিদ লতিফ গত শনিবার বলেছিলেন, ভারত থেকে ফোনে পিসিবিপ্রধান জাকা আশরাফের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু জাকা আশরাফ ফোন ধরেননি। রশিদ লতিফের কথা যে ঠিক নয়, সেটা পাকিস্তানের একটি টেলিভিশনে সাক্ষাৎকারে বলেছেন জাকা আশরাফ। নিজের কথা প্রমাণ করতে ওই টেলিভিশন চ্যানেলটির সাংবাদিককে বাবর-নাসেরের হোয়াটসঅ্যাপ বার্তাগুলো দেন তিনি। সেটা তারা প্রচারও করে।

সেই সময় টেলিভিশনটির অনুষ্ঠানে ছিলেন পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার আজহার আলী। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই সেই অনুষ্ঠানের উপস্থাপককে প্রশ্ন করেন;এটা তাঁরা বাবরের অনুমতি নিয়ে দেখাচ্ছেন কি না। বাবর অনুমতি না দিলে এগুলো তাঁরা দেখাতে পারেন না বলেও উল্লেখ করেন আজহার আলী। পাকিস্তানের সাবেক কোচ ও ফাস্ট বোলার ওয়াকার ইউনিস গতকালই বিষয়টিকে 'দুঃখজনক' বলে আখ্যা দিয়েছেন। এবার বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন পাকিস্তানের আরও দুই সাবেক ক্রিকেটার শহীদ আফ্রিদি ও মুশতাক আহমেদ। পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক আফ্রিদি তো জাকা আশরাফকে রীতিমতো ধুয়েই দিয়েছেন।

পাকিস্তানের সামা টিভিকে আফ্রিদি বলেছেন, 'এটা লজ্জাজনক একটি কাজ। আমরা নিজেরাই আমাদের জাতির মানহানি করছি। আমরা নিজেরাই আমাদের খেলোয়াড়দের মানহানি করছি। আপনি কীভাবে আরেকজনের ব্যক্তিগত বার্তা ফাঁস করতে পারেন, তা,ও আবার অধিনায়ক বাবর আজমের।'

আফ্রিদি এরপর বলেন, 'এটা যদি চেয়ারম্যানও করে থাকেন, আমাকে বলতে হচ্ছে দুঃখিত, কিন্তু এটা পীড়াদায়ক এক ব্যাপার।' মুশতাক আহমেদ আফ্রিদির কথার সঙ্গে যোগ করেন, 'কে তার পাশে ছিল, কে ছিল না; বাবর আজম প্রতিটি মানুষকেই মনে রাখবে। আল্লাহর দোহাই, সে আপনার অধিনায়ক। আমরাও আমাদের অনুষ্ঠানে মানুষের সমালোচনা করি। তবে কখনোই ব্যক্তিগত আক্রমণ নয়। আমরা তাদের সমালোচনা করি পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে।'

সমালোচকদের 'বোকা' বানিয়ে খুশি ওয়ার্নার

নিজস্ব প্রতিনিধি: ডেভিড ওয়ার্নার সেরা সময়টা পেছনে ফেলেছেন, একটা সময় এমনই মনে হচ্ছিল। ৩৭ বছর বয়সী অস্ট্রেলিয়ার ওপেনারের ওপর বাজি ধরার লোক কমে গিয়েছিল। কিন্তু ওয়ার্নার এবারের বিশ্বকাপে অনেককেই ভুল প্রমাণ করেছেন তাঁর অসাধারণ ব্যাটিং দিয়ে। টানা দুই ম্যাচে তিনি শতরান করেছেন। অস্ট্রেলিয়ার জয়ে রেখে ছেন দারুণ অবদান।

বিশ্বকাপের অন্যতম শীর্ষ রান সংগ্রাহক তিনি। ৬৮.৮৩ গড়ে করেছেন ৪১৩ রান। ৪৩১ রান নিয়ে তাঁর আগে আছেন শুধু দক্ষিণ আফ্রিকার কুইন্টন ডি কক।

ওয়ার্নারের সমালোচনার দিনগুলো এ মুহূর্তে খুব করেই মনে পড়ছে। তিনি যে বাতিল হয়ে গেছেন, এ কথা লিখেছে গণমাধ্যমও। কিন্তু সবাইকে ভুল প্রমাণ করতে পারার আনন্দই এ মুহূর্তে তাঁকে ঘিরে রেখেছে, 'সবাই আমাকে বাতিল করে দিয়েছিল। আমি এবারের বিশ্বকাপে ভালো করেছি। প্রথম ১০ ওভারে আমি যতটা সম্ভব দলকে ভালো শুরু এনে দেওয়ার কাজটা করে যাচ্ছি। সেট হয়ে গেলে নিজের সেরাটা উজাড় করে দেওয়ার চেষ্টা করছি।'

ওয়ার্নারকে নিয়ে সংশয় ছিল যাঁদের, বিশ্বকাপে নিজের পারফরম্যান্স তাঁদের ভুল প্রমাণ করার জন্যই;এমনটা অবশ্য তিনি মনে করেন না। তবে ব্যাপারটা তিনি উপভোগ করছেন, 'আমি তো মনে হচ্ছে অনেককেই বোকা বানিয়ে যাচ্ছি।'

তবে নিজের পারফরম্যান্সে সতীর্থদের অবদান আছে বলেও মনে করেন তিনি, দুর্দান্ত ব্যাপারটা হচ্ছে, আমার সঙ্গে ট্রাভিস হেড আর মিচেল মার্শও খুব ভালো করছে। এতে করে ব্যাটিংয়ের সময় আমার ওপর চাপ থাকে না বললেই চলে।

বিশ্বকাপে কে কোথায় দাঁড়িয়ে?

দল	ম্যাচ	জয়	হার	পয়েন্ট
ভারত	৬	৬	০	১২
দঃ আফ্রিকা	৬	৫	১	১০
নিউ জিল্যান্ড	৬	৪	২	৮
অস্ট্রেলিয়া	৬	৪	২	৬
পাকিস্তান	৭	৩	৪	৬
আফগানিস্তান	৬	৩	৩	৬
শ্রীলঙ্কা	৬	২	৪	৪
নেদারল্যান্ডস	৬	২	৪	২
বাংলাদেশ	৭	১	৬	২
ইংল্যান্ড	৬	১	৫	২

২০৩৪ বিশ্বকাপ আয়োজনে সৌদির পথ পরিষ্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি: তাহলে কি সৌদি আরবই ২০৩৪ বিশ্বকাপ ফুটবলের চূড়ান্ত আয়োজক? ২০৩৪ বিশ্বকাপ আয়োজনে সৌদি আরবের প্রতিদ্বন্দ্বী অস্ট্রেলিয়া প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেওয়ার পর এখন সৌদিই এই টুর্নামেন্ট আয়োজনে একমাত্র প্রার্থী।

বিবিসি জানিয়েছে, বিশ্বকাপ আয়োজনের প্রার্থিতা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করার ব্যাপারে ফিফা ঘোষিত শেষ সময়সীমা ফুরানোর কয়েক ঘণ্টা আগে অস্ট্রেলিয়া নিজেদের প্রার্থিতা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়। ২০৩৪ বিশ্বকাপ আয়োজনে আনুষ্ঠানিক প্রার্থী হিসেবে এখন শুধু সৌদি আরবই টিকে রইল। ফুটবল অস্ট্রেলিয়া জানিয়েছে, 'আমরা ২০৩৪ বিশ্বকাপ ফুটবল আয়োজনের প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

২০২৬ বিশ্বকাপ যৌথভাবে আয়োজন করবে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো। ২০৩০ বিশ্বকাপ আয়োজিত হবে মরক্কো, স্পেন ও পর্তুগালে। আর্জেন্টিনা, প্যারাগুয়ে ও উরুগুয়েতেও বিশ্বকাপের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে।

ফিফা এর আগে জানিয়েছিল, ২০৩৪ বিশ্বকাপ এশিয়া অথবা ওশেনিয়া মহাদেশে অনুষ্ঠিত হবে। সৌদি আরবের পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়াও আগ্রহ প্রকাশ করায় আয়োজক নিয়ে তখন ভালো প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস মিলেছিল।

এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের (এএফসি) দেশগুলোর সমর্থন পাওয়া সৌদি আরবের ২০৩৪ বিশ্বকাপ আয়োজন নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। দেশটির মানবাধিকার পরিস্থিতি, নারী অধিকার ইত্যাদি নিয়ে

বিশ্বব্যাপী নানা সমালোচনা আছে। গত বছর এক দিনেই ৮১ জনকে হত্যার অভিযোগ আছে সৌদি আরবের বিপক্ষে। দেশের মানুষের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা না থাকা এবং ইয়েমেনে আগ্রাসন সৌদি আরবকে করে তুলেছে বিতর্কিত।

২০১৮ সালে সাংবাদিক জামাল খাসোগির হত্যাকাণ্ডের পর সৌদি আরব বৈশ্বিকভাবে সমালোচিত হয়। বিশ্বব্যাপী তাদের ইমেজ,সংকটও ব্যাপক। মানবাধিকারকর্মীরা বলছেন, সৌদি আরব নিজেদের নেতিবাচক ইমেজ আড়াল করার জন্য খেলাধুলাকে ব্যবহার করছে। তারা এটিকে 'স্পোর্টসওয়াশিং' নামও দিয়েছে।

গত বছরের নভেম্বর-ডিসেম্বরে কাতারে সর্বশেষ বিশ্বকাপ আয়োজিত হয়েছে। কাতার বিশ্বকাপেও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিতর্ক হয়েছে। তাদের মানবাধিকার রেকর্ডও ছিল আলোচনার কেন্দ্রে। পাশাপাশি অভিবাসী শ্রমিকদের সঙ্গে নৃশংস আচরণ, তাদের অধিকার হরণের বিষয়গুলোও সামনে এসেছিল। পশ্চিমা দেশগুলো সমকামিতার বিষয়ে কাতার সরকারের কঠোর মনোভাবেরও প্রতিবাদ করেছিল। যদিও কাতার সাফল্যের সঙ্গেই ২০২২ বিশ্বকাপ আয়োজন করেছে শেষ পর্যন্ত।

সৌদি আরবে ২০৩৪ সালে বিশ্বকাপ আয়োজিত হলে সেটি কাতার বিশ্বকাপের মতোই নভেম্বর-ডিসেম্বর উইন্ডোতে আয়োজিত হতে পারে। কাতারের প্রচণ্ড গরমের কারণেই জুন-জুলাইয়ের বদলে নভেম্বর-ডিসেম্বরে বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সৌদি আরবেও প্রচণ্ড গরম বড় ইস্যু হয়ে উঠবে।

সৌদি আরবকে বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনের আলোচনার কেন্দ্রেই এ মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে। গত জানুয়ারিতে গোটা ফুটবল দুনিয়াকে হতবাক করে দিয়ে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে দলভুক্ত করে সৌদি প্রো লিগের দল আল নাসর। বাৎসরিক ২০ কোটি ইউরো পারিশ্রমিকে তিনি এ মুহূর্তে বিশ্বের সবচেয়ে দামি ক্রীড়াবিদ। সৌদি আরবের আরেক ক্লাব আল হিলাল সম্প্রতি দলে ভিড়িয়েছে ব্রাজিলিয়ান তারকা নেইমারকে।

আল হিলাল আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক লিওনেল মেসিকে দলে নেওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টাও করেছিল। তাঁকে অবিশ্বাস্য অঙ্কের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। যদিও মেসি শেষ পর্যন্ত যোগ দেন যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের দল ইন্টার মায়ামিতে। মেসি না গেলেও আল ইতিহাদে যোগ দিয়েছেন ফরাসি স্ট্রাইকার করিম বেনজেমা ও ফ্রান্সের আরেক তারকা এনগোলা কান্তে। এ ছাড়া আল আহলিতে খেলছেন ব্রাজিলিয়ান ফিরমিনো। আল ইত্তিফাকে খেলছেন ইংলিশ তারকা জর্ডান হেন্ডারসন।

কেকের ওপর ছোট্ট চেরিটাও মেসির

নিজস্ব প্রতিনিধি: দ্য চেরি অন দ্য কেক; ইংরেজি এই বাক্যের অর্থ হতে পারে বাড়তি পাওয়া। লিওনেল মেসির অষ্টম ব্যালন ডি'অর জেতার ব্যাপারটা অনেকটা তেমনই। বিশ্বকাপ জেতার পর ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের এ পুরস্কারটি মেসি না পেলেও খুব একটা ক্ষতি হতো না। মেসি নিজেও ব্যালন ডি'অর নিয়ে আকাঙ্ক্ষার সমাপ্তির কথা বলেছিলেন।

কিন্তু এবার না পেলে হয়তো ভক্তদের একটু অপূর্ণতা ও আক্ষেপ নিশ্চয় থেকেই যেত। বিশ্বকাপের জয়ের বছর বলে কথা। আজকের পর সেই অপূর্ণতাটুকুও আর থাকল না। সাতটি ব্যালন ডি'অর জিতে আগেই নিজেকে বাকিদের ধরাছোঁয়ার বাইরে নিয়ে গিয়েছিলেন মেসি। আর এবার অষ্টমটি জিতে সেই দূরত্বে তুলে দিলেন চীনের শক্ত প্রাচীর। এ প্রাচীরটি হয়তো শিগগির খুব সহজে আর ভাঙবে না।

'সূর্য ডোবা শেষ হলো কেননা সূর্যের যাত্রা বহুদূর';কবিতার এই লাইনের মতোই মেসির সূর্য ডোবা অর্থাৎ বৃত্তপূরণের শেষের শুরুটা হয়েছে বিশ্বকাপ দিয়ে, যা হয়তো ব্যালন ডি'অর দিয়ে আরেকটু ভরাট হলো। কিন্তু সূর্য ডুবলেই তার যাত্রা শেষ নয়, বরং সেটা নতুন শুরুও বটে। মেসিও তেমনই। বিশ্বকাপ ও ব্যালন ডি'অর ব্যক্তি মেসির ব্যক্তিগত অর্জনের ভাঁড়ারকে পূর্ণ করেছে। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে যে তুমুল রূপকথার গল্পটা মেসি আমাদের জন্য রেখে যাচ্ছেন, তা হয়তো কখনোই ফুরাবে না। যেমন ফুরায়নি পেলে কিংবা ম্যারাডোনার জাদুবাস্তব গল্প।

তবে জাদুকরি এই রূপকথার গল্পের পেছনে থাকে অনেকগুলো ছোট ছোট গল্প। সেসব গল্পই তৈরি করে মানুষের জীবনের পথ। যেখানে একটি গল্প যুক্ত হয় অন্য একটি গল্পের সঙ্গে। একটি গল্প প্রভাবিত করে অন্য একটি গল্পকে। সেসব গল্প বেশির ভাগ সময় সাধারণ কিছুই হয়ে থাকে। কিন্তু কেউ কেউ আছেন, যাঁরা গল্পের গরুকে গাছে চড়াতে পারেন অর্থাৎ অসম্ভবকে সম্ভব করতে

পারেন। একপর্যায়ে নিজের গল্পটা নিজেই লিখতে শুরু করেন। আর তেমনই এক গল্প থেকে মহানায়কের মতো বেরিয়ে আসেন একজন মেসি।

মেসির পুরো জীবনটাই গেছে মাপামাপিতে। তাঁর বয়স যখন আট, তখনই মা,বাবা তাঁর উচ্চতা নিয়ে দুশ্চিন্তা করা শুরু করলেন। পরীক্ষায় জানা গেল তাঁর শরীরের নির্দিষ্ট একটি হরমোনের ঘাটতি রয়েছে। তবে ১ হাজার ৫০০ ডলারের চিকিৎসা ব্যয় বহন করা তাঁর পরিবারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। রোজারিওর দুটি কোম্পানিও এগিয়ে এসেছিল সহায়তায়। কিন্তু দুই বছর পর টাকা ফুরিয়ে গেলে নিউওয়েলস জানাল, তাঁর ইনজেকশনের খরচ চালাতে পারবে না। মেসির পরিবার বুয়েনস এইরেসের রোজারিওতে গিয়ে রিভার প্লেটে ধরনা দিল।

রিভার প্লেট তাঁকে যাচাইয়ের জন্য ডাকল। সেদিন যারা ম্যাচ খেলতে এসেছিল, মেসি ছিল তাদের মধ্যে সবার ছোট। তাঁকে সুযোগও দেওয়া হলো সবার শেষে। বেশি সুযোগের অবশ্য প্রয়োজনও ছিল না। খেলা শেষে কোচ ডাক দিয়ে বললেন, 'এই ছেলের বাবা কে?' হোর্হে মেসি এগিয়ে এলে তিনি বললেন, 'সে থাকবে'। এভাবেই শুরু। তবে মেসিকে কখনোই চুক্তির প্রস্তাব দেওয়া হয়নি। রিভার প্লেট কখনোই নিউওয়েলসের সঙ্গে মেসির দলবদল নিয়ে কোনো দর, কষাকষি করেনি। এমনকি তাঁর চিকিৎসার ব্যয়ও বহন করেনি। তাই ভিন্ন কিছু ভাবতেই হয় হোর্হে মেসিকে। সিদ্ধান্ত নিতে হয় বিদেশ গমনেরও।

মেসি অবশ্য সব সময় রোজারিওতেই থাকতে চেয়েছিলেন। হয়তো চেয়েছিলেন পারানা নদীতে ধীরগতির যেসব জাহাজ চলে, তাদের মতো সহজ জীবন। চেয়েছিলেন বন্ধুদের সঙ্গে লেপার ডে উদ্‌যাপন করে জীবন কাটিয়ে দিতে। কিন্তু নিয়তির অমোচনীয় কালিতে লেখা হয়েছিল মেসির ভাগ্যের অন্য পথরেখা। ভাগ্যকে আর কে ঠেকাতে পারে! মেসিও পারেননি।

২০০০ সালে আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে গেলেন বার্সেলোনায়। কে জানত মেসির সামনে একদিন এই আটলান্টিককেও তুচ্ছ দেখাবে। সেদিন অবশ্য সব কিছুই অনিশ্চিত ছিল। হোর্হে মেসির মনে আশা 'মোর দ্যান এ ক্লাব' ফিরিয়ে দেবে না তাঁকে। তবে সেখানেও বিপত্তি। কোচ কারলেস রেক্সাস তখন ছিলেন সিডনিতে। লিও ও তাঁর বাবা হোটেলে অপেক্ষা করলেন পাক্কা দুই সপ্তাহ।

যদিও মেসির যন্ত্রণা ছিল সীমাহীন। মানুষের সঙ্গে মিশতে পারেন না। এমন জায়গায় বসতেন যেন কারও সঙ্গে কথা বলতে না হয়। সে সময়কার মেসিকে নিয়ে লিওনার্দো ফাসিও লিখেছেন, 'বল ছাড়া সে এমন একজন দুর্দান্ত খেলোয়াড়, যার ভেতর থেকে ব্যাটারি খুলে ফেলা হয়েছে।'

মুখচোরা ছেলেটি তাই নিঃসঙ্গতার জ্বালা মেটাতে বলের সঙ্গে কথাই বলা শুরু করল। এমনকি নিজের ইশারায় বলকেও কি বলাতেন না! সেই যে সখ্য হলো, জীবনের উত্থান-পতনের গল্পে বলটিই যেন চিরতরে জড়িয়ে গেল। সেই বলকে বুকে জড়িয়েই লিখেছেন হাসি-কান্না অনেক গল্প। কখনো কান্নাভেজা চোখে বিদায় বলতে চেয়েছেন, আবার কখনো হিমালয়ের মতো মাথা উঁচু করে তুলে ধরেছেন শিরোপাও।

যে ছেলেটি একদিন স্বপ্নের বাইসাইকেল পেতে বাথরুমের দরজা ভেঙে মাঠে এসেছিল, তাঁর হাতেই উঠেছে ফুটবলে জেতা সম্ভব এমন সবকিছু। আর আজকের অষ্টম ব্যালন ডি'অরটি যেন কেকের ওপর ছোট্ট চেরিটি।

কে জানে ব্যালন ডি'অরের গল্পটা হয়তো আজ রাতে আনুষ্ঠানিকভাবে শেষই হয়ে গেল। মেসিও এখন সবকিছু থেকে অর্জনের মোহ ত্যাগ করে পাড়ি জমিয়েছেন মেজর লিগ সকারে। নিজের জন্য হয়তো নয়, অন্যকে জেতাবেন বলে। ওই যে শুরুতে বলেছি, সূর্য ডোবা শেষ হলেও সূর্যের যাত্রা তো শেষ হওয়ার নয়।!

আফগানদের সেমিফাইনালে যাওয়ার রাস্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৬ ম্যাচের ৩টিতে জিতে টেবিলের ৫ নম্বরে আছে আফগানিস্তান। যা কিনা তাদের নিয়ে প্রত্যাশার মাত্রাকেও ছাপিয়ে গেছে। এ মুহূর্তে আফগানিস্তানের ওপরে যে চারটি দল অবস্থান করছে, সেগুলো হলো ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া। তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে থাকা নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার পয়েন্ট ৮।

বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচের আগপর্যন্ত এ তালিকায় ৬ পয়েন্ট পাওয়া একমাত্র দল আফগানিস্তান। তাদের দিয়েই মূলত দুই ভাগ হয়ে গেছে পয়েন্ট তালিকা। ৫ নম্বরে থাকলেও আফগানিস্তানের বড় দুশ্চিন্তা তাদের নেট রান রেট নিয়ে। তিন ম্যাচে বড় হারের কারণে তাদের নেট রান রেট -০.৭।

আফগানিস্তানের পরবর্তী তিন ম্যাচ নেদারল্যান্ডস, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। তারা বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ার চেয়ে ২ পয়েন্টে ও দক্ষিণ আফ্রিকার চেয়ে ৪ পয়েন্টে পিছিয়ে আছে। যার অর্থ এ দুই দলের বিপক্ষে ম্যাচ দুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দুটি ম্যাচই কঠিন হলেও এই দুই ম্যাচে জয় পেলে আফগানিস্তানের সেমিফাইনালে যাওয়ার কাজটা অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে।

আফগানিস্তান এখন যা প্রত্যাশা করতে পারে, তা হলো অস্ট্রেলিয়া কিংবা নিউজিল্যান্ড নিজেদের তিন ম্যাচের অন্তত দুটিতে যেন হারে এবং নিজেরা যেন সব কটি ম্যাচে জেতে। এটি হলে আফগানিস্তান পয়েন্টের দিক থেকে অস্ট্রেলিয়া বা নিউজিল্যান্ডের যেকোনো এক দলকে পেছনে ফেলতে পারবে (যে দল দুটি বা তার বেশি ম্যাচ হারবে)। আর দক্ষিণ আফ্রিকা যদি তাদের বাকি ৩ ম্যাচে হেরে যায় তবে সে ক্ষেত্রেও তারা দক্ষিণ আফ্রিকাকে পয়েন্টে পেছনে ফেলতে পারবে আফগানরা। যেখানে দক্ষিণ আফ্রিকার পয়েন্ট ১০-এ থেকে যাবে এবং আফগানিস্তানের হবে ১২।

এর বাইরে অন্যদের মধ্যে পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা বা নেদারল্যান্ডসের নিজেদের ৩ ম্যাচ জিতে ১০ পয়েন্টে শেষ করার সুযোগ আছে। আর আফগানিস্তানের পরের ম্যাচ নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে। সেই ম্যাচে হেরে গেলে তাদের জন্য সেমিফাইনালের পথটা অনেক কঠিন হয়ে যাবে। সে ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকাকে তাদের হারাতেই হবে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**